ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■8 September, 2019 ■আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং ■২১ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

চাঁদের মাটি থেকে ২.১ কিমি দূরে নীরব ল্যান্ডার

অল্পেতে হাতছাড়া সাফল্য, ইসরো বিক্রমে গর্বিত ভারত

বেঙ্গালুরু, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। শেষ মুহূর্তেই থমকে গেল চন্দ্রযান-২-এর যাত্রা। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর চাঁদের মাটি থেকে মাত্র ২.১ কিলোমিটার দূরেই নীরব হয়ে গেল বিক্রম ল্যান্ডার। বিগত ৪৭ দিনের যাত্রায় ইসরো-বিক্রম সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু ঠিক কী হল বিক্রমের? জানে না ইসরোও। চলছে তথ্য বিশ্লেষণ। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র চেয়ারম্যান কে সিবান জানিয়েছেন, চাঁদের মাটি থেকে ২.১ কিলোমিটার উচ্চতায় গ্রাউন্ড স্টেশনের সঙ্গে বিক্রম লান্ডারের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। চলছে তথ্য বিশ্লেষণ। বিক্রমের পরিণতি যাই হোক, বিজ্ঞানীদের কুর্নিশ জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ লিখেছেন, ''চন্দ্রযান-২ মিশনের দ্বারা ইসরো-র বিজ্ঞানীরা অঙ্গীকার ও সাহসিকতা দেখিয়েছেন। ইসরো-র বিজ্ঞানীদের প্রতি গর্বিত দেশবাসী। ভালো কিছুর জন্য আমার আশাবাদী।'' প্রসঙ্গত, শনিবার ভোররাত ১.৪০ মিনিট থেকে শনিবার সকাল, এখনও ল্যান্ডার বিক্রমের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন চাঁদের কক্ষপথে থাকা অরবিটারের। উদ্বেগে গোটা দেশ। উদ্বিগ্ন রয়েছেন ইসরোর বিজ্ঞানীরাও। জাতির উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী জানান, 'চাঁদকে ছোঁয়ার ইচ্ছাশক্তি আরও প্রবল হল আমাদেরঊ লক্ষ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত আমরা দাঁড়াব নাঊ আমরা আত্মবিশ্বাসী, সফল আমরা হবইঊ আমাদের কেউ রুখতে পারবে নাঊ'

গ্রাউন্ড স্টেশনের সঙ্গে বিক্রম লান্ডারের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, ''জীবনে ওঠা-নামা তো থাকেই। এই পাওনাও সামান্য নয়। দেশবাসী আপনাদের (ইসরো-র বিজ্ঞানী) প্রতি গর্বিত। আপনাদের অভিনন্দন। দেশ, বিজ্ঞান এবং মানবজাতির স্বার্থে বিরাট বড় কাজ করেছেন আপনারা। আপনাদের পাশে সর্বদা আছি, সাহসিকতার সঙ্গে এগিয়ে চলুন।'' মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ''আমাদের বিজ্ঞানীদের প্রতি আমরা গর্বিত! তাঁরা নিজেদের পক্ষ থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন এবং দেশকে গর্বিত করেছেন। ইসরো-র চেয়ারম্যান প্রতি মুহুর্তের আপডেট দিয়েছেন। আমরা আশাবাদী ছিলাম এবং মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে আমরা আরও কঠোর পরিশ্রম করবো।''

অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে চন্দ্রযান ২-এর যাত্রা প্রথমে থমকে গিয়েছিল শেষ মুহূর্তে, ত্রুটির কারণে। ত্রুটি সামলে এক সপ্তাহ পরেই গত ২২ জুলাই বাহুবলী রকেটের পিঠে চেপে রওনা দিয়েছিল ভারতের দ্বিতীয় চন্দ্রযান। ঠিক হয়েছিল ৭ সেপ্টেম্বর চাঁদের মাটিতে পা ছোঁয়াবে চন্দ্রযান ২। ইসরো-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, ৭ সেপ্টেম্বর, শনিবার ভোররাত ১.৩০ থেকে ২.৩০ মিনিটের মধ্যে চাঁদের মাটি স্পর্শ করবে বিক্রম ল্যান্ডার। বিক্রম ল্যান্ডার চাঁদের মাটি স্পর্শ করার তিন ঘন্টার মধ্যেই বিক্রম ল্যান্ডার থেকে বেরিয়ে আসবে রোভার "প্রজ্ঞান"। সেই মতো প্রস্তুতিও শুরু হয়েছিল। গভীর রাতে এমন একটা ঘটনা প্রত্যক্ষ করার জন্য গোটা দেশেই আগ্রহ ছিল তুঙ্গে। দেশের শহরে-গঞ্জে ও গ্রামে গভীর রাত পর্যন্ত জেগেই ছিলেন মানুষজন।

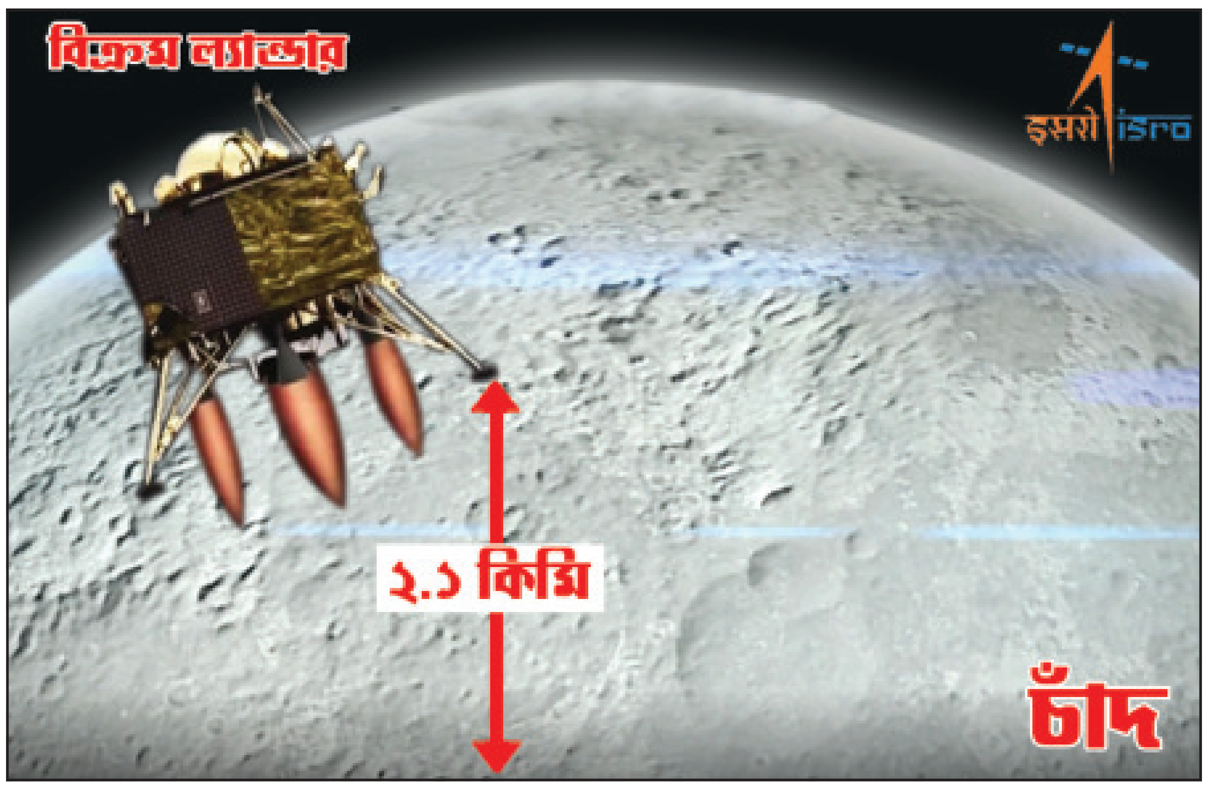

চাঁদকে ছোঁয়ার ইচ্ছাশক্তি আরও প্রবল হল ঃ প্রধানমন্ত্রী

বেঙ্গালুরু, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত। শনিবার ভোররাত থেকে সকাল পর্যন্ত ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র গ্রাউন্ড স্টেশনের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন চন্দ্রযান-২-এর বিক্রম ল্যান্ডারেরঊ উদ্বেগে ১৩৩ কোটি দেশবাসী। উদ্বিগ্ন ইসরো-র মহাকাশ বিজ্ঞানীরাও। তবে, এই অনিশ্চিতায় পিছিয়ে না পড়ে, চাঁদকে ছোঁয়ার ইচ্ছাশক্তি আরও দৃঢ় হল। চাঁদের মাটিতে অবতরণের কয়েক মিনিট আগে থেকেই বিক্রমের কোনও খবর নেই। বেঙ্গালুরুতে ইসরো-র কন্ট্রোলরুমে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে প্রায় সারা রাত জেগে গোটা ঘটনা চাক্ষুস করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। শনিবার সকালে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে যথেষ্ট আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন প্রধানমন্ত্রী। জাতির উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী জানান, 'চাঁদকে ছোঁয়ার ইচ্ছাশক্তি আরও প্রবল হল আমাদের। লক্ষ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত আমরা দাঁড়াব না। আমরা আত্মবিশ্বাসী, সফল আমরা হবই। আমাদের কেউ রুখতে পারবে না।'

ইসরো সেন্টার থেকে জাতির উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, 'বিজ্ঞানে ব্যর্থতা বলে কিছু নেই। বিজ্ঞানীরা পাথর ভেঙে পথ তৈরির মানুষ। হয়তো চন্দ্রযান-২ অভিযান সফল হয়নি, কিন্ত দারুণ হয়েছে। যা হয়েছে সেটা নিরলস পরিশ্রমের ফল। বিজ্ঞানীদের পাশাপাশি তাঁদের পরিবারকে স্যালুট জানাই।' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইসরো-র সেন্টারে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ৬০ জন পড়ুয়া। উৎকন্ঠার মধ্যে ছিলেন ইসরো-র বিজ্ঞানীরা। কিন্তু, শেষ মুহূর্তেই থমকে গেল চন্দ্রযান-২-এর যাত্রা। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর চাঁদের মাটি (দক্ষিণ মেরু) থেকে মাত্র ২.১ কিলোমিটার দূরেই নীরব হয়ে গেল বিক্রম ল্যান্ডার।

প্রসঙ্গত, এখনও পর্যন্ত কোনও দেশই চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পা রাখেনি। ভারত সেটাই করার চেষ্টা করেছিল। চাঁদের মাটিতে আদৌ জল আছে? চাঁদ ভবিষ্যতে বিপুল খনিজের উৎস হতে পারবে? এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই চাঁদের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিল চন্দ্রযান-২।

ইসরো সেন্টার থেকে জাতির উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, 'বিজ্ঞানে ব্যর্থতা বলে কিছু নেইঊ বিজ্ঞানীরা পাথর ভেঙে পথ তৈরির মানুষ। হয়তো চন্দ্রযান-২ অভিযান সফল হয়নি, কিন্ত দারুণ হয়েছেঊ যা হয়েছে সেটা নিরলস পরিশ্রমের ফল। বিজ্ঞানীদের পাশাপাশি তাঁদের পরিবারকে স্যালুট জানাইঊ' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'আমাদের চাঁদ নিয়ে বহু কল্পনা রয়েছে, চাঁদকে ছোঁয়ার ইচ্ছাশক্তি আরও প্রবল হল। সংকল্প আরও দৃঢ় হয়েছে। আমরা সবাই একসঙ্গে আমাদের বিজ্ঞানীদের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। প্রতিটি ভারতবাসী আমাদের বিজ্ঞানীদের নিয়ে গর্বিত এবং তাঁরা আরও আত্মবিশ্বাসী হলেন।' জাতির উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, 'চন্দ্রযান-২ অভিযানে সঙ্গে অনেক মানুষ যুক্ত ছিলেন। বাঁধা হয়তো এসেছে, কিন্তু আমরা আশা হাড়বো না। আজকের এই শিক্ষা আমাদের আরও উন্নত ও শক্তিশালী করে তুলবে।

মহাকাশ বিজ্ঞানে ইতিহাস তৈরি হওয়ার আগেই থমকে গেল ইসরো-র চন্দ্রযান-২। খোঁজ নেই বিক্রম ল্যান্ডারের। চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে ২.১ কিলোমিটার উপরে ই বিক্রম ল্যান্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে ইসরো-র গ্রাউন্ড স্টেশনের। উদ্বেগ-উতণ্ঠায় দেশবাসীঊ নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না ইসরো-র চেয়ারম্যান কে সিবনও। প্রধানমন্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন ইসরো-র চেয়ারম্যান।

ইসরো-র বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিষণ্ণতার ছায়া থাকলেও, তাঁদের উতুল্ল রাখার চেষ্টা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'আমরা সবাই একসঙ্গে আমাদের বিজ্ঞানীদের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। প্রতিটি ভারতবাসী আমাদের বিজ্ঞানীদের নিয়ে গর্বিত এবং তাঁরা আরও আত্মবিশ্বাসী হলেন।' কিন্তু, দুঃখ তো দুঃখই হয়! শনিবার ভোররাত থেকেই ইসরো-র বিজ্ঞানীদের চোখে মুখে বিষণ্ণতার ছাপ। ইসরো-র কন্টোল রুমও নিশ্চুপ। বিক্রম ল্যান্ডারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হলেও, এখনই হাল ছাড়তে নারাজ ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র বিজ্ঞানীরা। চলছে তথ্য বিশ্লেষণ। কিন্তু, কেন এমন হল সেই সদুত্তর দিতে পারেনি ইসরো।

চন্দ্রযান-২ মিশনের জন্য ইসরো-র বিজ্ঞানীদের কুর্নিশ জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লিখেছেন, ''চন্দ্রযান মিশনের ক্ষেত্রে ইসরো-র এখনও পর্যন্ত অর্জন প্রত্যেকটি দেশবাসীকে গর্বিত করেছে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আর বিলম্ব নয়, ১ অক্টোবর থেকেই রিয়াং শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। আর বিলম্ব নয়। ১ অক্টোবর থেকেই ত্রিপুরায় আশ্রিত রিয়াং শরণার্থীদের স্ব-ভূমে প্রত্যাবর্তন শুরু হতে চলেছে। মিজোরাম সরকারের গৃহ দফতরের অতিরিক্ত সচিবের কথায় এমনটাই মনে হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার রিয়াং শরণার্থী প্রত্যাবর্তনে প্রয়োজনীয় অর্থের অনেকটাই মঞ্জুর করে দিয়েছে। শনিবার এ-কথা জানালেন মিজোরাম সরকারের গৃহ দফতরের অতিরিক্ত সচিব লালবিয়াকজামা। তাঁর কথায়, ১ অক্টোবর থেকেই ত্রিপুরায় আশ্রিত রিয়াং শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা চলছে। তাঁদের শনাক্তকরণ প্রক্রিয়াও সমাপ্ত।

প্রসঙ্গত, দুই দশকেরও অধিক সময় ধরে মিজোরামের রিয়াং জনজাতি অংশের প্রচুর মানুষ ত্রিপুরায় বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে আশ্রিত। উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর এবং কাঞ্চনপুরে ছয়টি শরণার্থী শিবিরে ২৬ সহস্রাধিক মানুষের বসবাস। ইতিপূর্বে একাধিকবার তাঁদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু, প্রতিবারই সেই প্রক্রিয়া ভেস্তে গিয়েছে। কিন্তু, এখন কেন্দ্রীয় সরকার এই ইস্যুতে কঠোর মনোভাব নিতেই তাঁদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত হয়েছে। মূলত, বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী বন্ধ করে দেওয়ার হুমকির জেরেই তাঁরা মিজোরামে ফিরে যেতে রাজি হয়েছেন। অবশ্য, তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট প্যাকেজও ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

বর্তমানে উত্তর ত্রিপুরায় ছয়টি শরণার্থী শিবিরে ৪,২৭৮ পরিবারের ২৬,১২৮ জন রিয়াং শরণার্থী মিজেরামের বাসিন্দা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। গত ৩-২০ জুলাই ত্রিপুরায় তাঁদের শনাক্ত করেছেন মিজোরাম সরকারের আধিকারিকরা। এ-ক্ষেত্রে কয়েকজন বাদ পড়েছিলেন। তাঁদেরও সম্প্রতি শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন মিজোরাম সরকারের গৃহ দফতরের অতিরিক্ত সচিব লালবিয়াকজামা।

তিনি জানান, রিয়াং শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আংশিক অর্থ মঞ্জুর করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তবে, পুরো অর্থ মিললে ওই প্রক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিকিৎসায় ফি বৃদ্ধি অমানবিক বিরোধী উপনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। সরকারি হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা খরচ সংশোধনের সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত অমানবিক এবং অমানুষিক বলে তীব্র বিষোদ্গার করলেন বিরোধী উপনেতা বাদল চৌধুরী। তাঁর কথায়, গরীব ও মধ্যবিত্ত মানুষেরা এ পর্যন্ত চিকিৎসার যে সুযোগ সুবিধা বিনা পয়সায় পেতেন তা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, ফি বৃদ্ধির নমুনা দেখে পরিস্কার, রাজ্যের বিভিন্ন বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান যে ফি নেন তার তুলনায় সরকারি হাসপাতালে বেশি টাকা দিতে হবে। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, সরকারি হাসপাতাল ছেড়ে মানুষ যাতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যেতে বাধ্য হন তার জন্যই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তিনি এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন।

চাপে পড়ে পদত্যাগ করলেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ধারুরকর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। চাপে পড়ে পদত্যাগ করলেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ভি এল ধারুরকর। আর্থিক কেলেঙ্কারির সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগে পদত্যাগ করতে হয়েছে তাঁকে। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক থেকে তাঁকে টেলিফোনে পদত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, এদিন সকালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এবং উপমুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনার পর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। সে মোতাবেক আজ তিনি কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র ই-মেলে পাঠিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। এদিকে, তাঁর পরিবর্তে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার অস্থায়ী দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অধ্যাপক সংগ্রাম সিনহাকে।

সম্প্রতি আর্থিক কেলেঙ্কারির সঙ্গে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ভিএল ধারুরকর জড়িয়ে পড়েন

আর্থিক কেলেঙ্কারি

বলে অভিযোগ ওঠে। তাঁর বিরুদ্ধে অর্থের বিনিময়ে ঠিকাদারি সংস্থাকে বরাত পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ। স্থানীয় একটি বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমের স্টিং অপারেশনে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ভিএল ধারুরকরের কাজের বরাত দেওয়ার বিনিময়ে উপঢৌকন নেওয়ার বিষয়টি ধরা পড়েছে। কলকাতা-ভিত্তিক এক সংস্থাকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনার বরাত পাইয়ে দিয়েছেন। এর জন্য তিনি লক্ষাধিক টাকা নগদ সংগ্রহ করেছেন। বাকি টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়ার জন্যও তিনি ওই সংস্থার এজেন্টকে নির্দেশ দিয়েছেন। স্টিং অপারেশনের ভিডিও ফুটেজে তাঁদের কথোপকথনে লেনদেনের বিষয়টি পরিষ্কার ফুটে ওঠেছে। এ ঘটনাকে ঘিরে ত্রিপুরায় তোলাপাড় অবস্থা।

কেলেঙ্কারির ঘটনায় ত্রিপুরা প্রদেশ এনএসইউআই সভাপতি রাকেশ দাস অধ্যাপক ধারুরকরের অপসারণ এবং গ্রেফতারি দাবি করেছিলেন। এ-বিষয়ে তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার গুরুদায়িত্ব অধ্যাপক ভিএল ধারুরকরের ওপর। অথচ, তিনি নিজেই কেলেঙ্কারির সাথে জড়িয়ে পড়েছেন। তাঁর কথায়, স্থানীয় একটি বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমের স্টিং অপারেশনে তাঁর কুকীর্তি ফাঁস হয়েছে। কারণ, বহিঃরাজ্যের সংস্থাকে কাজের বরাত দেওয়ার বিনিময়ে তিনি মোটা অঙ্কের টাকা নিয়েছেন।

রাকেশ দাস এদিন ত্রিপুরা সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতিবাজদের কীভাবে ঠাই দেওয়া হচ্ছে। তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের উচিত তাঁর বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া। তিনি ওই

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে দিনভর অবরোধে নাকাল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। একাধিক সমস্যায় পৃথক স্থানে অবরোধ সংগঠিত হয়েছে। শনিবার খোয়াই-কমলপুর সড়ক অবরোধ করেছে আইপিএফটি সমর্থিত মোটর শ্রমিক সংগঠন এবং স্থানীয় জনগণ। অন্যদিকে আমবাসা-গন্ডাছড়া সড়ক অবরোধ করেছেন স্থানীয় জনগণ। এছাড়া, গন্ডাছড়া মহকুমায় তিনটি পৃথকস্থানে যান চালকরা সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে অবরোধ করেছেন।

বেহাল রাস্তার জন্য ক্ষোভে খোয়াই-কমলপুর সড়ক অবরুদ্ধ হয়েছিল। তেমনি, পানীয় জল, রেগার বকেয়া মজুরি এবং ধলাই নদীর উপর অর্ধসমাপ্ত পাকা সেতুর কাজ সমাপ্ত করার দাবিতে আমবাসা-গন্ডছড়া সড়ক অবরুদ্ধ হয়েছিল। উভয়স্থানে অবরোধের ফলে নিত্যযাত্রীরা মহা সম্যসায় পড়েছিলেন।

এদিন সকাল ৮টা নাগাদ চাম্পাহাওয়র থানাধীন বাচাইবাড়িতে সড়ক অবরোধ করেন আইপিএফটি সমর্থিত শ্রমিক সংগঠন ও স্থানীয় জনগণ। মূলত, দীর্ঘদিন ধরে খোয়াই-বেহালাবাড়ি, খোয়াই-গোপালনগর, খোয়াই-আশারামবাড়ি, বেহালাবাড়ি-গোপালনগর এবং খোয়াই-কমলপুর রাস্তাটির বেহাল দশা। ফলে, যান চালকরা যান বাহন নিয়ে প্রায়ই সমস্যায় পড়েন। যাত্রীরাও ভোগান্তির শিকার হন। ওই রাস্তাগুলির সারাই করার জন্য একাধিক বার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। ফলে, এদিন বাধ্য হয়ে বাচাইবাড়িতে সড়ক অবরোধ করেন আইপিএফটি সমর্থিত শ্রমিক সংগঠন ও স্থানীয় জনগণ। দীর্ঘক্ষণ অবরোধের ফলে উভয়দিকের যান চলাচল ব্যাহত হয়। খবর পেয়ে অবরোধস্থলে ছুটে যান পূর্ত দপ্তরের স্থানীয় আধিকারিক, তুলাশিখর ব্লকের বিডিও এবং খোয়াই মহকুমা শাসক সোনাক্ষি সিং তোমর। তাঁরা অবরোধকারীদের অবরোধ প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান। কিন্তু, সমস্যা সমাধানের সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি না মিললে অবরোধ প্রত্যাহার করা হবে বলে তারা সাফ জানিয়ে দেন। অবশেষে প্রশাসনিক আধিকারিকরা রাস্তা সংস্কারের কাজ শীঘ্রই হাতে নেওয়া হবে বলে আশ্বাসের ভিত্তিতে দুপুর ১২টা নাগাদ অবরোধকারীরা অবরোধ তুলে নেন।

এদিকে, ৩ দফা দাবিতে শনিবার আমবাসা-গন্ডাছড়া রোডের আড়াই মাইল এলাকায় রাস্তা অবরোধ করেন স্থানীয় জনগণ। জনজাতি অধ্যুষিত ওই এলাকা দীর্ঘদিন ধরেই নানা সমস্যার জর্জরিত। অবরোধকারীদের বক্তব্য, রেগার বকেয়া মজুরি, পানীয় জলের সুব্যবস্থা এবং ধলাই নদীর উপর অর্ধসমাপ্ত পাকা সেতু নির্মাণের কাজ ১৫ দিনের মধ্যে শুরু করতে হবে। এই দাবিতেই এদিন তারা অবরোধ করেছেন। সকাল ১০টা থেকে এই অবরোধের ফলে উভয়দিকে যান চলাচল ব্যাহত হয়। খবর পেয়ে অবরোধস্থলে ছুটে যান আমবাসা মহকুমা শাসক, ডিসিএম, বিডিও এবং মহকুমা পুলিশ আধিকারীকের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী। আমবাসা মহকুমা শাসক অবরোধকারীদের দাবির যুক্তিকতা শিকার করে সমস্যা সমাধানে শীঘ্রই পদক্ষেপ নেওয়া হবে আশ্বাস দেন। এই আশ্বাসের ভিত্তিতে দুপুর ২টা নাগাদ অবরোধ তুলে নেন অবরোধকারীরা।

অপরদিকে, গন্ডাছড়া মহকুমার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় অবরোধ করেন যান চালকরা। এদিন সকাল ৯টা থেকে একে একে গন্ডাছড়া-রইস্যাবাড়ি, গন্ডাছড়া-অমরপুর এবং গন্ডাছড়া-আমবাসা সড়কে অবরোধ করেন ক্ষুব্ধ যান চালকরা। তাদের অভিযোগ, জগবন্ধু পাড়া সেন্ডিকেট থেকে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডিমারক্যাশন সমস্যা, বেসরকারি সার্ভেয়ার নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। ডিমারক্যাশনে বিলম্ব। তাই, রাজ্যে বেসরকারি সার্ভেয়ার নিয়োগ করা হয়েছে। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা এ খবর দিয়ে বলেন, ডিমারক্যাশন নিয়ে জনসাধারণকে অনিচ্ছাকৃত হয়রান্ত্রর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ১২৩ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক-যুবতীকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। সারা রাজ্যে এমন ৩০০ জন বেসরকারি সার্ভেয়ার নিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের।

এদিন তিনি বলেন, রাজ্যের ৪৫টি রেভিনিউ সার্কলের অন্তর্গত ২২২টি তহশিলে ৮৯৮টি রেভিনিউ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাঙালীর অনৈক্য জাতিসত্ত্বাকে ধবংস করে দিচ্ছে, এনআরসি ইস্যুতে আমরা বাঙালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। বাঙালীদের অনৈক্য জাতিসত্ত্বাকে ধবংস করে দিতে চলেছে। কারণ, ওই অনৈক্যের সুযোগে নাগরিক পঞ্জীকরণের অজুহাতে গোটা বাঙালী জাতিকে রাষ্ট্রহীন করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। শনিবার আগরতলায় বিবৃতি দিয়ে জাতীয় নাগরিকপঞ্জীর বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন আমরা বাঙালী ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। দলের সচিব হরিগোপাল দেবনাথের কথায়, জাতীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উদ্বাস্তু পঞ্জাবীদের মতোই উদ্বাস্তু বাঙালীরাও এদেশে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পুনর্বাসন পাবেন। কিন্তু, বাস্তবে এর বিপরীত পরিস্থিতিই এ-দেশে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তিনি উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, দেশের অধিকাংশ রাজ্যে জেলাপরিষদ, ইনারলাইন পারমিট ও বিদেশী বিতাড়নের মতো চুক্তি করে বাঙালীর সাংবিধানিক ও বাঁচার অধিকারকে খর্ব করা হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, এখন জাতীয় নাগরিকপঞ্জীর অজুহাতে গোটা বাঙালী জাতিকে রাষ্ট্রহীন বানিয়ে জাতিসত্ত্বাকেই ধবংস করে দেওয়ার এক গভীর চক্রান্ত শুরু হয়েছে।

আজ আগরতলায় আমরা বাঙালী জাতীয় নাগরিকপঞ্জীর বিরোধীতায় মিছিল ও পথসভা সংগঠিত করেছে। পথসভায় প্রত্যেক বক্তারা সমসুরে জাতীয়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৫ ◘ সংখ্যা ৩২৬ ◘ ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ইং ◘ ২১ ভাদ্র ◘ রবিবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

অহংকার ও দাম্ভিকতাই অশনি সংকেত

অহংকারের অপর নাম পতন। দাম্ভিকতা ব্যক্তি. দেশ, সমাজকে চরম বিপর্যয়ের দিকে ঠেলিয়া দেয়। সেই কারণেই অহংবোধ ও দাম্ভিকতা বর্জন করিয়া সুস্থ মানসকিতা দেশ সেবার উদ্যোগ নেওয়া যে কোনও নেতা-নেত্রী কিংবা রাষ্ট্রনায়কের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় হইলো বর্তমানে দেশ যে আর্থিক বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত হইতেছে তাহা দেশকে নানা দিক দিয়া দুর্বল করিয়া দিতে পারে। এর দায় কোনওভাবেই অস্বীকার করা যাইবে না। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের মূল চালিকাশক্তির নাম অহং। অহংয়ের সহিত ভুল স্বীকারের একেবারে গোড়ায় বিরোধ। ফলে, তাঁহারা যে ভারতীয় অর্থনীতিকে বগলদাবা করিয়া স্বখাতসলিলে ডুবিতেছেন, নির্মলা সীতারামনরা কিছুতেই তাহা স্বীকার করিবেন না। এমনকি, যাবতীয় পরিসংখ্যান চোখে আঙুল দিয়া ভুলটি দেখাইয়া দিলেও তাহারা না বলিয়াই নিজেদের অবস্থানে অনঢ় থাকিবেন। নোট বাতিলই এর প্রমাণ বহন করিয়াছে। এই তুঘলকি সিদ্ধান্তের ফলে অর্থনীতির কী ক্ষতি হইয়াছে, হরেক সূচকে তাহা স্পষ্ট। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সম্প্রতি প্রকাশিত বার্ষিক রিপোর্ট বলিতেছে, সিদ্ধান্তটি তাহার ঘোষিত উদ্দেশ্যগুলিও পূরণ করিতে পারে নাই। অর্থনীতিতে নগদের ব্যবহার রীতিমতো বাড়িয়াছে। ৫০০ এবং ২০০০ টাকার নকল নোটের সংখ্যাও বাড়িতেছে। রিপোর্টটি প্রকাশিত হইয়াছে সম্প্রতি। তাহার পর অর্থমন্ত্রী এক গঙ্গা-যমুনা কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু এক বারও বলেন নাই, সিদ্ধান্তটি ভুল। কার্যত এইটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্তই ছিল। অহং কঠিন বস্তু। তাঁহারা বরং কুযুক্তির বান বহাইতেছেন। পীযূষ গয়াল বলিয়াছেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে এখনও অনেক টাকা আছে, যাহার কোনও ব্যবহারই নাই। সেই তহবিল হইতে টাকা লইয়াই তাঁহারা অর্থনীতির হাল ফিরাইবেন। শ্রীগয়াল অর্থনীতিবিদ নহেন সৌভাগ্যক্রমে দেশের অর্থমন্ত্রীও নহেন। কিন্তু, স্বয়ং অর্থমন্ত্রী সগৌরবে বলিতেছেন, এখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা চিনের তুলনায় ভারতে আর্থিক বৃদ্ধির হার বেশি, ফলে চিন্তার বিন্দুমাত্র কারণ নাই। তিনি অর্থনীতির ছাত্রী ছিলেন। নিশ্চয় জানেন, বৃদ্ধির হার একটি সংখ্যামাত্র মার্কিন বা চিনা অর্থনীতির আয়তনের সহিত ভারতের তুলনাই চলে না। মাথাপিছু আয়ের হিসাবেও ভারত বহু, বহু পিছনে। বস্তুত, বৃদ্ধির হারের গর্বটিও আর নাই গত এপ্রিল হইতে জুনের ত্রৈমাসিকে। ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার ছিল পাঁচ শতাংশ, চিনের ৬.২ শতাংশ। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তারা আর্থিক মন্দার কারণ হিসাবে 'সাইক্লিক' কারণ বা আর্থিক চক্রের কথা শুনাইয়াছেন 'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে'র চক্র। বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী, বিজেপি নেতা সুশীল মোদী বলিয়াছেন শ্রাবণ মাসে স্বাভাবিক বাণিজ্য হ্রাসের কথা। নরেন্দ্র মোদী কিছুই বলেন নাই। এই জাতীয় সঙ্কট উপস্থিত হইলে তিনি মৌনই থাকেন। কিন্তু, তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, কেহ স্বীকার করেন নাই যে, মূলত সরকারের ভুলেই আজ এই অবস্থা। মনমোহন সিংহ কথাটি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। যুক্তিতে না শানাইলে 'ট্রোল' করিবার অস্ত্র তো আছেই। অর্থনীতির এই অবস্থা আন্তর্জাতিক কারণে নহে। মার্কিন-চিন বাণিজ্য যুদ্ধে উভয় দেশ অপেক্ষা ভারত বেশি জখম হইয়াছে, বলিলে পরিহাসের পাত্র হইতে হয়। তেলের দাম এখনও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে, রাজনৈতিক অস্থিরতাও তেমন নাই। এই বাজারেই ভিয়েতনামের আয় বৎসরে দশ শতাংশ হারে বাড়িতেছে। আর, ভারতে উৎপাদন ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ০.৬ শতাংশ, কৃষিতে দুই শতাংশ মাত্র। নমিনাল, অর্থাৎ টাকার অঙ্কে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার ৮ শতাংশে নামিয়া আসিয়াছে। নেহাত মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে, নচেৎ আর্থিক বৃদ্ধির হার আরও শোচনীয় দেখাইত। তবুও তাঁহারা স্বীকার করিবেন না, কার্যত প্রতিটি আর্থিক সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। নোট বাতিল ভুল, জিএসটি-র প্রয়োগ ভুল, তাহার চতুর্মুখী করের হার ভুল, সংস্কারের অভাব ভুল, কৃষির দিকে নজর না দেওয়া ভুল, বাজেটে বিবিধ সিদ্ধান্তের জাঁতাকলে বাণিজ্যের পরিবেশ আরও নষ্ট করিয়া দেওয়া ভুল, সমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঘাড়ে বন্দুক রাখিয়া নিজেদের খামতি ঢাকিবার চেষ্টাটি ভুল। তাঁহাদের অহং এই ভুল স্বীকার করিতে দিবে না। সরকারের সব মতের সহিত সহমত নহেন, এমন কোনও বিশেষজ্ঞের সাহায্যও লইতে দিবে না। ফলে, সুরাহা হইবে, তেমন আশা করিতেও ভরসা হয় না। ক্ষমতার দম্ভে তাহারা প্রকৃত পক্ষে কাহারো কাছে নথি করিতে চায় না। সেই কারণেই দেশের বর্তমান পরিস্থিতি তলানিতে আসিয়া ঠেকিতেছে। আর এর খেসারত ভোগ করিতে হইতেছে দেশের আপামর ভুক্তভোগি জনগণকে।

কাশ্মীর বিপ্লবের ভবিষ্যত কি?

বরুণ দাস

সারা ভারতে জুড়ে কেবলমাত্র মাত্র দু'টো সংখ্যা নিয়েই এখন যাবতীয় হৈ চৈ। ছোট-বড় প্রায় সবার মুখেই উচ্চারিত হচ্ছে সংবিধানের ৩৭০ আর ৩৫-এ ধারা দুটি। যাঁরা হয়ত কোনদিন এ দুটো ধারার কথাই শোনেননি, কিম্বা শুনলেও তার সঠিক মানে কী, তাও জানতেন না, তাঁরাও ওই সংখ্যা দুটো নিয়ে রীতিমতো শোরগোল ফেলে দিচ্ছেন। উত্তেজিত হয়ে নানা কথাবার্তা বলছেন।

অনেকেই এও বলছেন যে, স্বাধীনতার বাহাওর বছরে পা দিয়ে কেন্দ্রে বিতর্কিত 'গেরুয়া সরকার' একটা খেল দেখালো বটেক। সাহস নয়, দুঃসাহস আছে মোদি শাহ জুটির। ছাপান্ন ইঞ্চি বুকের ছাতি ছাড়া এমন আপাত-অসাধ্য কাজ করা সম্ভব নয় একথা বলার অপেক্ষা রাখে না কী অবাক কাণ্ড, সংসদে কিম্বা সাংসদের বাইরে বিরোধীরা পর্যন্ত সম্মিলিতভাবে এর বিরুদ্ধে জোর গলায় প্রতিবাদ করার সাহস পাচ্ছেন না। সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে 'বিধিসম্মতভাবে হয়নি বলে দায়সারা মন্তব্য করছেন মাত্র।

অথচ কাশ্মীর নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দুঃসাহসিক সিদ্ধান্তয় ভারত জুড়ে হৈ চৈ পড়ে গেছে। শুধু ভারত কেন, বর্হিভারতের নানা প্রান্তেও এ নিয়ে চলছে আলোচনা। 'জঙ্গিদের আঁতুড়ঘর' বলে কথিত আমাদের প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানে তো এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয়েছে সেদেশে নিযুক্ত ভারতীয় দূতাবাসের প্রধানকে ডেকে দৃঢ় প্রতিবাদ জানিয়ে নয়, বহিষ্কার করেছে পাক সরকার। পাশাপাশি কড়া হুমকি দিয়েছেন সেদেশের সেনাপ্রধান। পাক বিদেশমন্ত্রীও তাঁর ক্ষমতা জাহির করতে পিছপা হননি।

দেশের অভ্যন্তরে কেন্দ্রীয় সরকারের বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। উল্লেখ্য, বিরোধীরা এককাট্টা হয়ে জোরালো প্রতিবাদ করার অবস্থায় নেই। কারণ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে জাতীয় আবেগ বা স্বার্থ। যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সরকারের তরফে দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেই কংগ্রেস নেতৃত্বের অনেকেই সমর্থন জানিয়েছেন গেরুয়া সরকারের পদক্ষেপকে। বিপন্ন লাগছে কংগ্রেসের পদত্যাগী সভাপতি রাহুল গান্ধি ও প্রাক্তন সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধিকে। একমাত্র ক্ষয়িষ্ণু বামপন্থীদের তরফে কড়া প্রতিবাদ জানিয়ে কাগুজে বিবৃতি সহ মিটিং মিছিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যদিও তাদের কথা শোনার মতো লোক এ রাজ্যে খুব একটা নেই। কিন্তু বামপন্থীদের বিপ্লবীয়ানাটুকু হারালে তো চলবে না। সোশ্যাল মিডিয়ায় এদের কাণ্ডকারাখানা নিয়ে নানা নিন্দা-মন্দ তো বটেইে, নানাবিধ সরস ও তির্যক আলোচনাও কম হচ্ছে না। বামদলের অবশ্য তাতে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।

সবচেয়ে অবাক কাণ্ড বামপন্থী দলের অনেক নবীন-প্রবীণ সদস্যও আড়ালে আবডালে বলছেন, আমাদের নেতারা যাই বলুক না কেন, মোদি-শাহ জুটির বুকের পাটা আছে বটে। দ্বিতীয়বারে ক্ষমতায় এসেই ভেলকি দেখালো। বানিয়ারা যে এতটা দুঃসাহসী হয় তা তো আগে আমাদের কারও জানা ছিল না। কেন রে বাবা, একদেশে দু'রকম রীতিনীতি, থাকবে। এত করেও কি ওদের বাগে আনা গেছে। সেই লাগামছাড়া সন্ত্রাস তো চলছেই। এমন একটা দিন দেখাতে পারো, যেদিন কেউ না কেউ সেকানে মারা যায়নি।

অনেকের মতে, রাজনীতি বিরপেক্ষ বিশিষ্টজনদের মান্যতা দেওয়া উচিত। কিন্তু এদেশের অতি প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীমহল, যারা বরাবর একচোখে দেখতেই বেশি পছন্দ করেন,তাদের আশঙ্কা নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নন তারা। সাদারণ মানুষের অভাব অভিযোগ, তাদের বেঁচেবর্তে থাকার কথা নিয়ে যাদের বিন্দুমাত্র চিন্তাভাবনা নেই, শুধু অলীক আশঙ্কা নিয়ে এদের দিনে খাওয়া হয় না, রাতে ঘুম হয় না, এমনকী ও ঘটনার পর পশ্চিমবঙ্গকেও কেন্দ্রীয় শাসনে আনার সম্ভাব্য দুঃস্বপ্ন দেকছেন তারাই বিপন্ন বোধ করছেন বেশি।

তবে বাস্তব হল, কাশ্মীর নিয়ে তাদের প্রতিবাদে আমল দেওয়ার মতো লোক এ বাংলায় খুব বেশি চোখে পড়ছে না। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এরা এখন প্রায় সংখ্যালগুই বটে। এই অপ্রিয় সত্যটুকু বোঝার মতো ন্যূনতম বুদ্ধিই তাদের অবশ্য নেই। উত্তর ভারতের রাজস্থানে শোক প্রকাশের জন্য যেমন কান্না করার উদ্দেশ্যে ভাড়াটে মহিলা আনা হয় এদেশের বিশেষ করে বাংলার তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদেরও তেমনি লোকদেখানো সস্তা প্রতিবাদের জন্য ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলি নানাভাবে পরিতোষিক বিতরণ করে থাকেন।

মোদি শাহ জুটির বিতর্কিত পদক্ষেপ নিয়ে জাতীয় ও আঞ্চলিক মিডিয়ায় প্রচুর বাদ বিতণ্ডা ও লেখালেখি হচ্ছে। পক্ষ বিপক্ষ দু'তরফেই। যুক্তি দু'পক্ষেই দিচ্ছেন। কিন্তু আমজনতার তরল আবেগের কাছে যুক্তি তক্ক কখনও ধোপে টেকে না। এখনও টিকছে না। তারই প্রবল বর্হিপ্রকাশ সোশ্যাল মিডিয়ায়। যাঁরা সরকারের বিপক্ষে জোরালো যুক্তি দাঁড় করাচ্ছেন, তাঁদের একেবারে নাস্তানুবুদ করে দিচ্ছেন বিপক্ষের মানুষ জাগ্রত জাতীয়তাবাদ-এর ধাক্কায় খড়কুটোর মতো ভেসে যাচ্ছে সরকার বিরোধীদের জোরালো যুক্তি।

বাংলার যিনি বা যাঁরা কেন্দ্রের বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে সব ব্যাপারেই রীতিমতো খড়গহস্ত, এমনকী আগ বাড়িতে বিষোদ্গার করতেই অভ্যস্ত, তারা ও এই একটি বিষয়ে হয় চুপসে গেছেন কিম্বা রয়ে সয়ে মন্তব্য করছেন। ধরি মাছ না ছুই পানি র মতো আর কী। কেন্দ্রীয় সরকারের পদ্ধতিগত ভুল নিয়ে সামান্য মন্তব্য করেই বিরোধিতায় জল ঢেলে দিচ্ছেন। তা সে কোনও বিশেষজ্ঞের পরামর্শ হোক কিম্বা ২০২১ এর ভোটের কথা ভেবেই হোক। এসব দেখে কেউ কেউ সরল মন্তব্য করছেন দ্যাখ কেমন লাগে।

সত্যি কথা বলতে কী জাতীয় স্তরে

বিরোধীদের এতটা বিমর্ষ ও ছত্রখান অবস্থা আগে কখনও দেখা যায়নি। তা না হলে রাজ্যসভায় ভালো সংখ্যাগরিই, ঠতা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে সরকার পক্ষ তাদের পূর্ব নির্ধারিত আপত্তিকর বিলগুলি (একলপ্তে প্রায় ৩৬টি) প্রায় বিনা বাধায় পাশ করিয়ে নিতে পারল। তিন তালাক, আরটিআই কে লঘু করা, ইউএপিএ ইত্যাদি গুরুত্বরপূর্ণ বিলগুলি নিয়ে শুরু থেকেই বিরোধীদের প্রবল আপত্তি থাকলেও তড়িঘড়ি পাশ করিয় নিয়েছে সরকার পক্ষ। এ এক তাজ্জব ব্যাপারই বটে।

উল্লেখ্য৭০ ও ৩৫এ ধারা বাতিল হওয়ায় জম্মু-কাশ্মীরের মানচিত্র ও মর্যাদা দুইই আমূল বদলে গেছে। সে আর আগের মতো আলাদা রাজ্যের বিশেষ মর্যাদা পাবে না। তার সাবেকি স্বাতন্ত্র্য হারাল। পরন্তু কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃত হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণও বাড়ল। দেশের অন্যান্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মতোই তার মর্যাদা আর ঐবহেলিত লাদাখও এবার কেন্দ্রশাসিত পৃথক অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি পেল। পরে পরিস্থিতি বিচার করে জম্মু-কাশ্মীরকে নাকি রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হতে পারে।

আর ৩৫-এ ধারা উঠে যাওয়ার ভারতের যে কোনও রাজ্যের মানুষ সেখানে জমি কিনে বসবাস কিম্বা ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারবেন। এর ফলে গোটা কাশ্মীরের জনবিন্যাসই বদলে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন অনেকেই। এমনকী আগ্রাসী ও অসাধু কর্পোরেট জগতের দখলে চলে যাবে ভূস্বর্গের ভূমি। অর্থাৎ ভূস্বর্গের ভূমিকে পুটেপুটে খাওয়ার পাকাপাকি বন্দোবস্তা করে দিয়েছে এই সরকার। কাশ্মীর কাশ্মীরিদের এই সাবেকি অধিকার হারাবে সেখানকার মানুষ। ফলে কাশ্মীরের ভূমিপুত্রদের ক্ষোভ বৃদ্ধি পাওয়াটা স্বাভাবিক।

সংসদে দাঁড়িয়ে কাশ্মীর নিয়ে অনেক গালভরা কথাই শুনিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। যেমন শ্রুতিমধুর কথা বা আশ্বাস এর আগেও সারা দেশ সম্বন্ধে শুনিয়েছেন তিনি। আমাদের দুর্ভগ্য, সেসব কথা বা প্রতিশ্রুতি এ পর্যন্ত কোনও কাজেই আসেনি। ভূস্বর্গের মানুষও প্রধামন্ত্রীর কথা কতটা বিশ্বাস করবেন তা নিয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কারণ তাঁর শাসনে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে 'অচ্ছে দিন' যেমন মুখ থুবড়ে পড়েছে কাশ্মীরেও যে তার ব্যত্যয় ঘটবে না, এমনটা ভাবার কোনও কারণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

কেন্দ্রীয় সরকারের বৈপ্লবিক পদক্ষেপ এর ফলে কাশ্মীরে সন্ত্রাস নির্মূল হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কিন্তু অনেকেরই আশঙ্কা, সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫ এ ধারা বাতিল করার ফলে সেকানে জঙ্গি তৎপরতা আরও বাড়বে। যারা কিছুটা ক্লান্ত হয়ে অস্ত্র ফেলে দিয়েছিল, তারাও ফেল হাতে অস্ত্র তুলে নেবে। প্রতিবেশী দেশটিও দোরকদমে তাদের মদত দেবে নিশ্চিত। একবার কার্ফু তুলেই দেখুন না সরকার কেমন প্রতিবাদের ঢেউ আছড়ে পড়ে উপত্যকায় এমন কথাও শোনা যাচ্ছে সেখান থেকে।

গোটা কাশ্মীর নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের মাত্রাতিরিক্ত আশা ও রাজনীতিক সহ মানবাধিকারের কর্মীদের আশঙ্কা, দুই মিলে এক মিশ্র পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে দেশের মধ্যে। ফলে এই মুহূর্তে কাশ্মীর নিয়ে জোর দিয়ে কোনও কথাই উচ্চারণ করা হয়ত বা সম্ভব নয়। ভবিষ্যৎই বলবে সেখানে কী হতে চলেছে। পুরোটাই অনিশ্চিতা। আন্তর্জাতিক মহলে পাকিস্তান ও চিন ছাড়া অন্য কোনও বৃহৎ শক্তিধর দেশই এ যাবৎ ভারত সরকারের সাম্প্রতিক বিতর্কিত পদক্ষেপ নিয়ে বিরূপ কোনও মন্তব্য করেনি। সেদিক থেকে কিছুটা রক্ষে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

লোকনাথ সেবাশ্রমের ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে পাথারকান্দিতে একলক্ষ গাছের চারা রোপণ কর্মসূচির সূচনা বিধায়কের

পাথারকান্দি (অসম), ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে জনবিস্ফোরণ এবং প্রয়োজনীয় গাছপালার অভাবে সৃষ্ট উষ্ণায়নের কবলে গোটা পৃথিবী। বিশুদ্ধ অক্সিজেনের পরিমাণ দিন দিন কমছে। যা ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে এক অশনি সংকেত। তাই সুন্দর ও সবুজ প্রকৃতির আশীর্বাদধন্য হয়েও আজ আমরা যদি বৃক্ষরোপণের পরিবর্তে বৃক্ষ ছেদনের উপর বেশি মনোযোগী হই তা-হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে একদিন আমাদের জবাবদিহির মুখে পড়তে হবে। তাই অন্তত পাথারকান্দির প্রাকৃতিক পরিবেশকে কিছুটা হলেও দূষণমুক্ত করে তোলার প্রয়াস সবাইকে নিতে হবে। এই উদ্দশ্যকে সামনে রেখে করিমগঞ্জ জেলা বন বিভাগ-সহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকায় মোট এক লক্ষ গাছের চারা রোপণের বিশাল লক্ষ্য স্থির করেছেন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল।

আজ, শনিবার পাথারকান্দি শহরে অবস্থিত মুণ্ডমালার কাছে নবনির্মিত বাইপাস সড়কের দুপাশে বৃক্ষরোপণ করতে এসে তিনি এ কথাগুলো বলেন। পাশাপাশি আগামীদিনে সুন্দর একটি বসুন্ধরা উপহার দিতে সবাইকে বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষ সংরক্ষণে মনোনিবেশের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। এদিন ধলছড়া বিহারা শ্রীশ্রী লোকনাথ সেবাশ্রমের ব্রহ্মচারী পরমপূজ্য শ্রীশ্রীগুরুদেব বাবার উপস্থিতিতে তাঁর আশীর্বাদকে পাথেয় করে পাথারকান্দি বন দফতর-সহ বিজেপি-র নানা স্তরের কর্মকর্তা, স্থানীয় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক এবং স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পাথারকান্দিতে নবনির্মিত বাইপাসের চারপাশে বিভিন্ন প্রজাতির মূল্যবান গাছের চারা রোপণ কার্যসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এতে সকলের সহযোগিতায় শ্রীশ্রী লোকনাথ সেবাশ্রমের পরমপূজ্য শ্রীশ্রীগুরুদেব বাবাকে সঙ্গে নিয়ে গাছের চারা রোপণ করে এই মহতি কর্মসূচীর শুভ সূচনা করেন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু। আজ পাথারকান্দি, লোয়াইরপোয়া, সলগই, বাজারিছড়া, শিবেরগুল প্রভৃতি এলাকায়ও একইভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। এতে ব্যাপক সাড়াও পাওয়া গেছে। প্রথম দিনেই প্রায় পাঁচ শতাধিক গাছের চারা বপণ করা হয়েছে। আগামী এক সপ্তাহ ধরে এই কর্মসূচি চলবে বলে জানা গেছে।

বিধায়ক পাল জানান, গাছের চারা রোপণ ও এগুলির রক্ষণাবেক্ষণ প্রসঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। রোপণ করা গাছের চারাগুলোকে বাঁচিয়ে বড় করার প্রতিও সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন তিনি।

প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় পাথারকান্দিতে গাছের চারা রোপণের জন্য একলক্ষ চারা যোগানের জন্য বন বিভাগের স্থানীয় সামাজিক বনানিকরণ দফতরকে ধন্যবাদ জানান বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল।

সর্বনাশা 'বার'—তুমি কার?

রঞ্জিত বিশ্বাস

পূজো বোতল, বিয়ে বলো, কাষ্ঠি বলো একটা গোলাপী নেশা হওয়া চাই.........বলো চাই..........'' অথবা ''দো বোতল ভুটকা, কাম মেরা রোজকা''---একদিকে এমন হাজারো বোতলময় গান নামক চিৎকারের পাগলামিতে দেশে এক চরম বিকৃত অসংস্কৃতির রমরমা দাপাদাপি। আর অন্যদিকে এই পাগলামির সুরা রস যদি সবাইকে লাইসেন্স দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তো অসংস্কৃতির যোল আনা পূর্ণ হয় অতি সহজেই। মানে, বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় একে দেশের সিনেমা, বিজ্ঞাপন, সাহিত্য এ সব কিছুতেই এখন যৌন সুড়সুড়িমূলক খুল্লামখুল্লা রগরগে দৃশ্য প্রচার করে দেশের যুব সমাজের ব্রেনকে নষ্ট করা হচ্ছে। তো এই নষ্ট ব্রেনকে একেবারে ধ্বংস করার জন্যে নেশার বার' কে লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ গত ২ রা সেপ্টেম্বর বিধাসনভায় দাঁড়িয়ে ত্রিপুরার বর্তমান বিজেপি সরকার ত্রিপুরাতে বার ও অতিরিক্ত নোতুন মদের দোকান খোলার লাইসেন্স দেওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ যেন আপকি বার, শুধু মদের বার। এমন অবস্থা। আর সরকারের এই ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে বিধানসভা থেকে শুরু করে সারা রাজ্যবাসীর মধ্যে তোড়জোড় চর্চা চলছে। যার জন্য আমারও এই বিষয়ে বিশেষ কিছু বলার নেশা জেগেছে। বলছি, আমরা সবাই জানি—একটা দেশের তথা রাজ্য সরকারের প্রধান ও মুখ্য কাজই হল দেশে বা রাজ্যে একটা সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ কীভাবে গড়ে উঠবে তার পূর্ণ ব্যবস্থা করা। আর জনগণেরও প্রধান কাজ এই সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখতে সরকারকে সাহায্য করা। কিন্তু বর্তমান ত্রিপুরায় এই বিকৃত ও অসুস্থ পরিবেশ তৈরির প্রধান রঙিন কারিগর 'বার'-লাইসেন্স প্রদান করছে বিজেপি সরকার। এ যেন নেশামুক্ত মডেল ত্রিপুরা নয় নেশাযুক্ত মদের ত্রিপুরা হতে যাচ্ছে। তবে রাজ্য বিজেপি সরকার 'বার' ও নতুন করে মদের দোকান খোলার সপক্ষে যেসব যুক্তি উপস্থাপন করেছেন তা সত্যি এক হাস্যকর ব্যাপার হয়েছে দাঁড়িয়েছে। যেমন —

১) রাজ্য সরকার বলছে, ত্রিপুরাতে নাকি বিদেশি পর্যটকরা এসে বিনোদনের জন্য কোন বিশেষ সুবিধা উপভোগ করতে পারেন না তাই তাদের জন্য খোলা হচ্ছে এই 'বার'। আচ্ছা, তাহলে প্রশ্ন হল রাজ্য সরকার আপামর ত্রিপুরাবাসীর কথা চিন্তা না করে বিদেশ থেকে যেসব হাতে গোনা কয়েকজন আমাদের ত্রিপুরাতে পর্যটক হিসেবে আসবেন তাদের জন্যে রাজ্য সরকারের এত বিলাসি চিন্তা? ত্রিপুরার কৃষ্টি, সংস্কৃতি ইত্যাদির জলাঞ্জালি দিয়ে বিদেশি পর্যটকদের খুশি করতে রাজ্য সরকার বার খুলছে?

২) সরকার আরো বলছে ত্রিপুরাতে নাকি বিলিতি মদের দোকানের সংখ্যা কম। জাতীয় গড়ে যেখানে প্রতি ১ লক্ষ মানুষ পিছু মদের দোকানের সংখ্যা নাকি ৬টি কিন্তু সেই হিসেবে ত্রিপুরাতে এর সংখ্যা নাকি ২.৮ টি। তাই সরকার আরোঅতিরিক্ত ২৪টি নতুন বিলিতি মদের দোকান খুলে জাতীয় গড়ের সঙ্গে রাজ্যের গড়ের সমতা আনতে চাইছে। একটা সরকার যদি এমন অসুস্থ কথা বলতে পারে তো এক্ষেত্রে বলতে বাধ্য হই যে তাহলে গড় অনুপাত মেলাতে এক্ষেত্রে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করলে আমার মনে হয় একটু ভালো হবে এবং তাতে জনগণও খুব সহজে তার সুফল ভোগ করতে পারবেন। তাছাড়া জাতীয় গড়েও ত্রিপুরা এগিয়ে থাকবে তাই না?

৩) সরকার আরোবলছে এই নতুন মদের দোকানের লাইসেন্স এবং বার খোলার সিদ্ধান্তের সঙ্গে নেশা বিরোধী অভিযানের কোন সম্পর্ক নেই? তো বলছি লাইসেন্স করে মদ খেলে কি নেশা হয় না? আর যদি হয়, তাহলে সেটা নেশা বিরোধী অভিযান কীভাবে হল?

৪) সরকারের পক্ষ থেকে আরো জানানো হয়েছে যে, যত্রতত্র অপরিশোধিত দেশি মদের কারণেই ত্রিপুরাতে নাকি দুর্ঘটনা ঘটছে। তো বলছি লাইসেন্স করা মদ খেয়ে গাড়ি চালালে কি দুর্ঘটনা হবে না? না নেশা হবে না কোনটা?

৫) রাজ্য বিজেপি সরকারের মতে, রাজ্যে বার এবং মদের দোকান খুললে নাকি রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত ১০ থকে ১৫ কোটি টাকা রাজস্ব আসবে। যদি তাই হয় তাহলে রাজ্যে গাঁজা চাষ কেন বন্ধ করা হল? যদি সরকার গাঁজা চাষীদের লাইসেন্স দিত তাহলে রাজ্য সরকারও দ্বিগুণ রাজস্ব পেত এবং রাজ্যের চাষীদের অর্থনীতির একটু উন্নতি হতো। তাই নয় কি? এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ত্রিপুরার রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য এই ধ্বংসাত্মক পথ ছাড়া কি আর কোন ধরনের সুষ্ঠ পথ বা পরিকল্পনা বর্তমান রাজ্য সরকারের হাতে নেই? অবশ্য এই বার খোলোর পক্ষে বলতে গিয়ে সরকারের তরফ থেকে গতবার বলা হয়েছিল যে, প্রাক্তন রাজ্য বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অবৈধভাবে যেসব মদ বা দেহব্যবসার রমরমা চলছে এসবের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা না নেওয়ার ফলে যেমন রাজ্যের রাজস্ব বৃদ্ধির ক্ষতি করেছে ঠিক তেমনি সমাজে এক অসুস্থ পরিবেশ গড়ে তুলেছে। তাই বর্তমান রাজ্য সরকারের মত, সরকারিভাবে স্বীকৃত বার চালু হলে এসব সমস্যা দেখা দেবে না বরং এতে করে ত্রিপুরার রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে। আচ্ছা, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে নেশার কারণে সারা রাজ্যে ঘরে ঘরে, রাস্তায় রাস্তায়, অলিতে গলিতে যুব সমাজের মধ্যে মানসিক অশান্তি, পারিবারিক ঝামেলা, নারী নির্যাতন, অত্যাচার, ধর্ষণ ও নেশা পাগলের সংখ্যা বেড়ে চলছিল ঠিক সেই নেশাকেই যদি রঙিন স্টিকার লাগিয়ে বৈধ স্বীকৃতি দেওয়া হয় তাহলে কি ত্রিপুরাতে এসব সমস্যা দেখা দেবে না বা করবে না এমন গ্যারান্টি সরকার দিতে পারবে? বর্তমান বাস্তব কিন্তু আস্তে আস্তে প্রাক্তন বামফ্রন্ট সরকারের পরিবেশকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। আচ্ছা, একদিকে গাঁজার বিরুদ্ধে অভিযান আর অন্যদিকে মদ খান। বিজেপি সরকারের এহেন দ্বিচারিতা কেন? তাদের স্বার্থে? যদি বলা হয় ত্রিপুরায় এই বার খোলা হলে রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থান হবে তাহলে বলতে হয় এইরূপ কর্মসংস্থান কি রাজ্যের যুবক যুবতীদের এক নেশাময় অসুস্থ পরিবেশে ঠেলে দেবে না? তাছাড়া রাজ্য কর্মসংস্থান গড়ে তোলার আর কি কোন সুস্থ ও সুসামঞ্জস্য পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের হাতে নেই? বরং, মনে করিয়ে দেওয়া আবশ্যকে যে, ত্রিপুরাতে এর চেয়ে ভালো স্থায়ী কর্মসংস্থান ও রাজস্ব বৃদ্ধির জন্যে বহু উৎকৃষ্ট উপাদান বা পথ আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। যার মধ্যে একটি অন্যতম হল রাবার ভিত্তিক কর্মসংস্থান। অর্থাৎ বর্তমানে আমাদের ত্রিপুরার কাঁচা স্বর্ণ হল এই রাবার। আর এই কাঁচামাল রাবারকে কেন্দ্র করেই ত্রিপুরার প্রত্যেকটি জেলায় জেলায়, ব্লকে ব্লকে বহু ছোট, মাঝারিও বড় শিল্প কারখানা গড়ার মাধ্যমে রাজ্যের এক বিরাট অংশের বেকার মানুষের জন্যে স্থায়ী কর্মসংস্থান গড়ে তোলা এখনই সম্ভব। যার দ্বারা ত্রিপুরার রাজস্বও বৃদ্ধি পাবে। এ এক দারুণ ও সঠিক পরিকল্পনা ত্রিপুরার জন্যে। কিন্তু এই সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ না করে যদি সমাজ ধ্বংসের এই অসুস্থ পকিল্পনার মাধ্যমে ত্রিপুরার রাজস্ব বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান করা হয় তবে তা সরকার ও জনগণের জন্যে এক ভয়ঙ্কর অভিশাপ ডেকে আনবে। কারণ, আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে এটা পশ্চিমা দেশ ইংল্যান্ড, আমেরিকা ইত্যাদি নয় যেকানে যৌনতাকে সরকার লাইসেন্স দিযে বৈধতা দেয়। সেই অসুস্থ চিন্তার দেশ ভারত নয়। এই ভারতবর্ষ বিশ্ব সংস্কৃতির পুণ্যভূমি। এই ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার মূল পিঠস্থান। যার মধ্যে বাঙালির সংস্কৃতি সর্বোৎকৃষ্ট ও বিশ্ব সমাদৃত। আর এই সুস্থ, সুন্দর ও সংস্কৃতি সম্পন্ন দেশ বা রাজ্যে কি এসব বার থাকে বা নতুন করে বৈধতা দেওয়া হয়? এটা তো ভারত বা বাঙলার সংস্কৃতিকে নষ্ট বা ধ্বংস করার এক জঘন্য পন্থা। প্রসঙ্গত, বলে রাখা দরকার যে, ভারতের প্রায় সব রাজ্যে বর্তমানে বার চালু রয়েছে সেগুলোকে আঙ্গুল দেখিয়ে যারা ত্রিপুরায় বার খোলার পক্ষে বলছেন তাদের চোখ কেন বিহারের দিকে যায় না? অর্থাৎ বিহারের রাজ্য সরকার মদকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সে রাজ্যে এক নেশামুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে উদ্যোগ নিয়েছে। তাহলে ত্রিপুরা সরকার কেন এমন শুভ উদ্যোগ গ্রহণ করবে না যেহেতু বর্তমান রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত রাজ্যে পরিণত করা। তাই বর্তমান রাজ্য সরকারের কাছে বিনীত ভাবে জানাচ্ছি যে, ত্রিপুরাতে মদের বার ও দোকান খোলার যে অসুস্থ ও ধ্বংসাত্মক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ছে তা সুস্থ ত্রিপুরার স্বার্থে, নেশামুক্তি ত্রিপুরার স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহার করে এক উৎকৃষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হোক। ত্রিপুরাতে মদ, নেশাজাতীয় অন্যান্য জিনিস এবং অসামাজিক ব্যবসাগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক। বিশেষ করে যেখানে এসব নেশা জাতীয় জিনিসগুলো উৎপাদন বা তৈরি করা হয় বা যেখান থেকে আমদানি করা হয় সেখানেই এগুলো বন্ধ করা হোক। এর জন্যে ত্রিপুরার প্রত্যেকটি জনগণ সরকারের পাশে থাকবে। মোদ্দা কথা আমরা আমাদের ত্রিপুরাকে যথার্থ অর্থে সর্বপ্রকার নেশা থেকে মুক্ত করতে চাই। পাশাপাশি, সব ধরনের অশ্লীল সিনেমা, বিজ্ঞাপন, সাহিত্য ও অসংস্কৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে চাই যেন ত্রিপুরা এক সুস্থ মানসিকতার হয়। আমরা সবাই মিলে ত্রিপুরাবাসীকে মানসিক, শারীরিক ও আত্মিক দিক থেকে সুস্থ, সবল ও নির্মল করে গড়ে তুলতে চাই। আমাদের শ্লোগান হোক---অসংস্কৃতি ও নেশার কোনো ঠাঁই নাই। কারণ আমরা এক নেশামুক্ত ত্রিপুরা চাই।

রাজ্যে ক্রমবর্ধমান নারী ও শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ হতে এমএসএস/ডিওয়াইও এবং ডিএসও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ছবি- নিজস্ব।

পেট্রোল-ডিজেলের দর কমেই চলেছে, ক্রমশই নিম্নমুখী জ্বালানি তেল

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিগত তিন দিন ধরে পেট্রোল-ডিজেলের দর কমছেই। শুক্রবারের পর শনিবার আরও সস্তা হল জ্বালানি তেল। সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিয়ে শনিবার রাজধানী দিল্লি-সহ সমস্ত মেট্রো সিটিতে সস্তা হয়েছে পেট্রোল-ডিজেল। সংশ্লিষ্ট মহল সূত্রের খবর, বিশ্ব বাজারে সম্প্রতি অশোধিত তেলের দাম কমার জন্যই দেশের বাজারেও কমছে পেট্রোল-ডিজেলের মূল্য। কলকাতায় শনিবার ০.০৮ পয়সা কমেছে পেট্রোলের দামউ কলকাতায় আইওসি-র পাম্পে এদিন পেট্রোলের দাম দাঁড়িয়েছে লিটারে ৭৪.৫০ টাকা। ডিজেল ০.০৪ পয়সা কমে হয়েছে ৬৭.৫০ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার পাশাপাশি, শনিবার পেট্রোল-ডিজেলের দাম কমেছে দিল্লি এবং মুম্বইয়েওউ দিল্লিতে ০.০৯ পয়সা কমার পর পেট্রোলের দাম এখন ৭১.৭৭ টাকা প্রতি লিটার এবং ০.০৫ পয়সা কমার পর ডিজেলের দাম এখন ৬৫.০৯ টাকাউ পাশাপাশি মুম্বইয়েও ০.০৮ পয়সা কমেছে পেট্রোলের দাম এবং ০.০৫ পয়সা কমেছে ডিজেলের দামউ মুম্বইয়ে পেট্রোল-ডিজেলের নতুন দাম, যথাক্রমে ৭৭.৪৬ টাকা প্রতি লিটার (পেট্রোল) এবং ৬৮.২৬ টাকা প্রতি লিটার (ডিজেল)উ বিগত তিন দিন ধরে ধারাবাহিকভাবে কমছে পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যউ জ্বালানির দাম কমায় বেজায় খুশি দেশবাসী।

পুষ্করে শুভারম্ভ হল আরএসএস-এর সর্বভারতীয় সমন্বয় বৈঠক, উপস্থিত থাকবেন জে পি নাড্ডা

পুষ্কর (রাজস্থান), ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাজস্থানের পবিত্র শহর পুষ্করে শুভারম্ভ হল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র বার্ষিক সর্বভারতীয় সমন্বয় বৈঠকউ শনিবার থেকেই শুরু হয়েছে তিন দিনের এই সমন্বয় বৈঠকউ তিন দিনের এই বৈঠকে সঙ্ঘের সর্বভারতীয় কার্যকারিণী-সহ ৩৫টিরও বেশি সংগঠনের সর্বভারতীয় স্তরের প্রায় ২০০ জন কার্যকর্তা অংশ নিচ্ছেনউ

তিন দিনের এই সমন্বয় বৈঠকে সীমান্তের সুরক্ষা, নারীদের ক্ষমতায়ন, পরিবেশ এবং জল সঙ্কট-সহ সাম্প্রতিককালে সামাজিক, জাতীয় ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হবেউ তবে, কোনও নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে নাউ সমন্বয় বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা ছিল বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহের, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে অমিত শাহের পরিবর্তে সমন্বয় বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন বিজেপির জাতীয় কার্যকরী সভাপতি জে পি নাড্ডাউ আরএসএস-এর সর্বভারতীয় সহ প্রচার প্রমুখ (মুখপাত্র) নরেন্দ্র কুমার শনিবার ভিডিও বার্তা মারফত জানিয়েছেন, সমন্বয় বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন আরএসএস-এর সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত এবং সঙ্ঘের সরকার্যবাহ ভাইয়াজি যোশী-সহ সঙ্ঘের সর্বভারতীয় কার্যকারিণীর সমস্ত সদস্যরাউ এছাড়াও সমাজের বিভিন্ন স্তরে কর্মরত ৩৫-এরও বেশি সংগঠনের সর্বভারতীয় স্তরের প্রায় ২০০ জন কার্যকর্তা উপস্থিত থাকবেনউ নরেন্দ্র কুমার আরও জানিয়েছেন, তিন দিনের সমন্বয় বৈঠকে জাতীয় এবং সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

আইন মেনেই আটক, প্রয়োজনে আদালতে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন কাশ্মীরি নেতারা : অজিত দোভাল

শ্রীনগর, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স): জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা হওয়ার আগেই জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন দুই মুখ্যমন্ত্রী-সহ রাজনৈতিক নেতাদের আটক করা হয়উ কাউকে গ্রেফতার, কাউকে আবার গৃহবন্দি করে রাখা হয়উ এবার কাশ্মীরের রাজনৈতিক নেতাদের আটক নিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালউ শনিবার জম্মু ও কাশ্মীরের রাজনৈতিক নেতাদের বন্দি হওয়া প্রসঙ্গে অজিত দোভাল বলেছেন, 'তাঁদের (জম্মু ও কাশ্মীরের রাজনৈতিক নেতারা) মধ্যে কারও বিরুদ্ধেই ফৌজদারি অপরাধ অথবা দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়নিউ তাঁদের শুধুমাত্র হেফাজতে রাখা হয়েছেউ গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে না আসা পর্যন্ত তাঁরা হেফাজতেই থাকবেন, আমার বিশ্বাস খুব শীঘ্রই গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে আসবেউ' দোভাল আরও জানিয়েছেন, আইন অনুযায়ীই সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছেউ কোনও আপত্তি থাকলে, প্রয়োজন হলে আদালতে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন তাঁরা।

কাশ্মীরের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে অজিত দোভাল এদিন বলেছেন, 'জম্মু ও কাশ্মীরের ১৯৯টি পুলিশ স্টেশন এলাকার মধ্যে শুধুমাত্র ১০টি থানা এলাকায় প্রতিবন্ধকতা বজায় রয়েছে, বাকি থানা এলাকায় কোনও নিষেধাজ্ঞা নেইউ জম্মু ও কাশ্মীরের ১০০ শতাংশ ল্যান্ডলাইন পরিষেবা চালু হয়েছেউ ভৌগোলিক দিক দিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের ৯২.৫ শতাংশ অঞ্চল বিধিনিষেধ মুক্ত।

করিমগঞ্জের পুতনি স্কুলের ছাত্রীদের সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগে গ্রেফতার প্রধানশিক্ষক

বাজারিছড়া (অসম), ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : স্কুল ছাত্রীদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করার দায়ে গ্রেফতার হয়েছেন জনৈক প্রধানশিক্ষক। নিপীড়িতা ছাত্রীদের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার সন্ধ্যায় নিজের আবাস থেকে বাজারিছড়া থানার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। তিনি করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার পুতনি এমই স্কুলের প্রধানশিক্ষক বছর ৫৬-এর সুরেশ শর্মা।

বাজারিছড়া থানার প্রভেশনারি এসআই মানবজ্যোতি মালাকার জানান, নিম্ন অসমের বরপেটা জেলার সরভোগ এলাকার বাসিন্দা সুরেশ শর্মা লোয়াইরপোয়া ব্লকের কুকিতল গ্রাম পঞ্চায়েতের পুতনি এমই স্কুলের প্রধানশিক্ষক। সুরেশবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ, প্রায় সময়ই তিনি স্কুল চলাকালে তাঁর স্কুলের ছাত্রীদের নিজের কোঠায় ডেকে নিয়ে তাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করেন। এমন-কি তাদের শ্লীলতাহানিরও চেষ্টা তিনি বেশ কয়েকবার করেছেন। ছাত্রীরা অস্বস্তি বোধ করলেও ভয়ে মুখ খুলছিল না।

বিষয়টি ধরা পড়ে সম্প্রতি। গত কয়দিন ধরে তিন ছাত্রী নানা বাহানায় স্কুলে যাচ্ছিল না। স্কুলে না যাওয়ার আসল কারণ জানতে অভিভাবকদের টানা জেরায় শনিবার একে একে তিন ছাত্রীই মুখ খুলে প্রধানশিক্ষকের বিরুদ্ধে। তারা জানায়, প্রধানশিক্ষক সুরেশবাবু তাঁর নিজের কোঠায় ডেকে নিয়ে একাকিত্বের সুযোগে তাদের গায়ে হাত দিয়ে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেছেন। তাই তারা ভয়ে স্কুলে যাচ্ছে না। এ-ধরনের অভিযোগ শুনে আজই এক ছাত্রীর অভিভাবক পুলিশে লিখিত এজাহার দাখিল করলে অভিযুক্ত প্রধানশিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়।

এদিকে ঘটনা সম্পর্কে অভিযুক্ত শিক্ষককে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'আমি দীর্ঘদিন ধরে ওই স্কুলে সুনামের সঙ্গে চাকরি করছি। কিন্তু স্থানীয় এক দুষ্টচক্রের তা সহ্য হচ্ছিল না। তারাই ফাঁদ পেঁতে আমাকে ফাঁসিয়েছে।' তিনি আশাবাদী, নিরপেক্ষ পুলিশি তদন্তে ঘটনার প্রকৃত রহস্য বেরিয়ে আসবে এবং নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করতে পারবেন।

কুকিতল গ্রাম পঞ্চায়েত সভানেত্রীর প্রতিনিধি সজল কুর্মি ঘটনা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে জানান, এ-ধরনের অভিযোগ সকলের জানা। তবে এবারের অভিযোগ খতিয়ে দেখে অভিযুক্ত শিক্ষককে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করার দাবি জানান তিনি।

মুম্বই শহরতলিতে গণেশ দর্শনে প্রধানমন্ত্রী দিলেন পরিবেশ সাফ রাখার বার্তা

মুম্বই, ৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মুম্বই শহরতলির ভিলে পারলে এলাকায় শনিবার ভগবান গণেশের মন্দিরে পুজো দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। চলতি গণেশ উৎসবের অংশ হিসাবে একদিনের মহারাষ্ট্র সফরে নরেন্দ্র মোদী লোকমান্য সেবা সংঘের (এলএসএস) গণেশ দর্শন করেন। মুম্বই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের পরে সরাসরি শহরতলিতে যান প্রধানমন্ত্রী। বিমানবন্দরে, মোদীকে রাজ্যপাল ভগত সিং কোশিয়ারি এবং মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ স্বাগত জানিয়েছেন। গণেশের মন্দিরে পুজো দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রী ফড়নবিশ ছাড়াও ছিলেন রাজ্য বিজেপি ইউনিটের সভাপতি চন্দ্রকান্ত প্যাটেল।

বেঙ্গালুরুতে ইসরোর হেডকোয়ার্টার থেকে সরাসরি এদিন মুম্বই এসেছেন প্রধানমন্ত্রী। পুজো দেওয়ার পর এদিনের একটি জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'আমি আমাদের ইসরোর বিজ্ঞানীদের দেখানো সাহস এবং সংকল্পের দ্বারা সত্যিই অনুপ্রাণিত হয়েছি। ছোট-বড় চ্যালেঞ্জ নির্বিশেষে কীভাবে নিজের লক্ষ্যে কাজ করা যায় তা তাঁদের কাছ থেকে আমি শিখেছি। লক্ষ্যে পৌঁছানো পর্যন্ত তাঁদের লড়াই থামবে না।'

এরপর পরিবেশ সাফ রাখার বার্তা দিয়ে নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'বাপ্পার বিসর্জনের পর প্রচুর পরিমাণে প্লাস্টিক ও অন্যান্য বর্জ্য সমুদ্রে ফেলা হয়। এইবার আমরা চেষ্টা করব, যে সমস্ত বর্জ্য জলদূষণ বাড়ায় তা সমুদ্রে যাতে না ফেলা হয়।' এরপর ঔরঙ্গাবাদের জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় আমরা বিনামূল্যে ৮ কোটি গ্যাস সংযোগ দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা পরিকল্পিত তারিখের ৭ মাস আগেই আজ পূরণ হয়েছে।' মহারাষ্ট্র সফর শেষে নাগপুরে আসার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রীর, কিন্তু, নাগপুরে প্রচুর ঝড়-বৃষ্টি হওয়ার কারণে তাঁর সফর বাতিল করা হয়েছে।

উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লায় সন্ত্রাসবাদী হামলা গুলিবিদ্ধ-জখম শিশুকন্যা-সহ ৪ জন

শ্রীনগর, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকায় ফের সন্ত্রাসবাদী হামলাউ এবার সন্ত্রাসবাদীদের উপদ্রব জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলায়উ বারামুল্লা জেলার সোপোরের ডাঙ্গেরপোরা গ্রামে সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে জখম হলেন ৪ জনউ তাঁদের মধ্যে উসমা জান নামে একটি শিশুকন্যাও রয়েছেউ গুলিবিদ্ধ ও জখম অবস্থায় শিশুকন্যা-সহ ৪ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেউ তবে, চিন্তার কোনও কারণ নেইউ প্রত্যেকেই স্থিতিশীল রয়েছেনউ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কাশ্মীর জোন পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সোপোরের ডাঙ্গেরপোরা গ্রামের একটি বাড়িতে হানা দেয় সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীরাউ ওই বাড়ির সদস্যরা কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই এলোপাথাড়ি গুলি চালায় জঙ্গিরাউ গুলিবিদ্ধ ও জখম হয়েছে উসমা জান নামে একটি শিশুকন্যা-সহ ৪ জনউ প্রত্যেককে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেউ সন্ত্রাসী হামলার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আমাদের বিজ্ঞানীদের জন্য আমরা গর্বিত, ইসরো-কে অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আমরা সবাই আপনাদের পাশে আছিউ আমাদের বিজ্ঞানীদের জন্য আমরা সত্যিই গর্বিতউ চন্দ্রযান-২ মিশনের জন্য ইসরো-র মহাকাশ বিজ্ঞানীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়উ মহাকাশ বিজ্ঞানে ইতিহাস তৈরি হওয়ার আগেই থমকে গিয়েছে ইসরো-র চন্দ্রযান-২উ খোঁজ নেই বিক্রম ল্যান্ডারেরউ চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে ২.১ কিলোমিটার উপরেই বিক্রম ল্যান্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে ইসরো-র গ্রাউন্ড স্টেশনেরউ উদ্বেগ-উতকণ্ঠায় দেশবাসীউ নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি ইসরো-র চেয়ারম্যান কে সিবনওউ বিজ্ঞানীদের চোখে-মুখে বিষণ্ণতার ছাপউ ইসরো-র বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তা, 'আমরা সবাই আপনাদের পাশে আছিউ'

মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'আমরা আমাদের বিজ্ঞানীদের জন্য গর্বিতউ চন্দ্রযান-২ মিশনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছে ইসরো টিমউ' অপর একটি টুইটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'ইসরো-কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দনউ আমরা সবাই আপনাদের পাশে আছিউ আমাদের এভাবেই গর্বিত করুন আপনারা!' গভীর রাত পর্যন্ত জেগে টেলিভিশনের পর্দায় নজর ১৩৩ কোটি দেশবাসীরউ এর মধ্যেই যা কাঙ্খিত নয়, তাই ঘটে যায়উ চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে মাত্র ২.১ কিলোমিটার দূরে থাকা অবস্থায় অরবিটারের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলে বিক্রম ল্যান্ডারউ মহাকাশেই নিখোঁজ হয়ে যায় ভারতের চন্দ্রযান-২-এর বিক্রম ল্যান্ডার।

প্রায় পৌঁছেই গিয়েছিলাম, আমাদের বিজ্ঞানীদের জন্য গর্বিত : জগন মোহন রেড্ডি

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): একেবারে শেষ লগ্নে সম্ভবত হার মানল ভারতের স্বপ্নের চন্দ্রযান-২। শনিবার ভোররাত থেকে সকাল পর্যন্ত ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র গ্রাউন্ড স্টেশনের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন চন্দ্রযান ২-এর বিক্রম ল্যান্ডারের। চাঁদের মাটিতে অবতরণের কয়েক মিনিট আগে থেকেই বিক্রমের কোনও খবর নেই। তবে, হতাশ না হয়ে বরং ইসরোর পাশেই দাঁড়িয়েছে গোটা দেশ। ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর বিজ্ঞানীদের দৃষ্টান্তমূলক এবং কঠোর পরিশ্রমের তারিফ করে অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জগন মোহন রেড্ডি জানিয়েছেন, ইসরোর বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন এবং এই মুহূর্তে গোটা দেশ ইসরোর পাশে রয়েছে।

মাইক্রো ব্লগিং সাইট টুইটারে নিজের হ্যান্ডেল থেকে টুইট করে এদিন অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই এস জগন মোহন রেড্ডি জানিয়েছেন, 'আমরা প্রায় পৌঁছেই গিয়েছিলাম! ইসরোর বিজ্ঞানীদের জন্য গোটা দেশ গর্বিত। সর্বশেষ স্তরে সামান্য ধাক্কা আসলে সাফল্যের দিকেই আর একটি পদক্ষেপ। এই মুহূর্তে গোটা দেশ ইসরো টিমের পাশে রয়েছে এবং দৃষ্টান্তমূলক ও উল্লেখযোগ্য পরিশ্রমের জন্য আমাদের বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন ও ধন্যবাদ।' শনিবার ভোররাত ১.৩৮ মিনিট-বিক্রম ল্যান্ডার প্রাথমিক ব্রেক কষা শুরু করেউ তখন চাঁদের ৩০ কিলোমিটার উপরেউ সেই ছবি পর্দায় ভেসে উঠতেই হাততালি দেন ইসরো-র বিজ্ঞানীরাউ ভোররাত ১.৫০ মিনিট-লোকাল নেভিগেশন শুরু করে বিক্রমউ বিক্রম তখন ২.১ কিলোমিটার উপরেউ ভোররাত ২.০৬ মিনিট-বিক্রম ল্যান্ডারের সঙ্গে গ্রাউন্ড স্টেশনের সংযোগ বিচ্ছিন্নউ সিবন ঘোষণা করেন, চাঁদের ২.১ কিলোমিটার উপরে বিক্রমের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।

হোজাইয়ে গণপতির মূর্তি নিরঞ্জনে গিয়ে নিখোঁজ কিশোরের লাশ উদ্ধার, পুলিশকে পাথরের ঢিল, গ্রেফতার চার

হোজাই (অসম), ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মধ্য অসমের হোজাইয়ে ডিমরু নদীতে গণপতি বাপ্পার মূর্তি বিসর্জন দিতে গিয়ে নিখোঁজ কিশোরের লাশ উদ্ধার করেছে এসডিআরএফ। গতকাল গণপতি বাপ্পার মূর্তি নিরঞ্জনে গিয়ে ডিমরু নদীতে নিখোঁজ হয়েছিল হরিজন কলোনির সুমিত বাসফর নামের প্রায় ১৫ বছরের কিশোর। নিখোঁজ কিশোরের উদ্ধার অভিযানের সময় এক দল বখাটে যুবক কর্তব্যরত পুলিশের ওপর পাথরবর্ষণ করেছিল। আজ তাদের মধ্যে চারজনকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। পাথরের ঘায়ে কয়েকজন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছিলেন।

গতকালের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ স্বতঃস্ফূর্ত মামলা রুজু করে অভিযুক্তদের পাকড়াও করতে অভিযান চালায়। ৬৬৯/১৯ নম্বর মামলায় হরিজন কলোনির বাসিন্দা রোহিত বাসফর, রাজকুমার বাসফর, রেলওয়ে কলোনির শম্ভু বাসফর এবং জিতেন্দ্র বাসফরকে গ্রেফতার করে আজ হোজাই শংকরদেব নগর বিচারবিভাগীয় আদালতে হাজির করা হয়। আদালতের নির্দেশে তাদের নগাঁও কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ।

জানা গেছে, স্থানীয় হরিজন কলোনির বাসিন্দা জনৈক শম্ভু বাসফরের ঘরে গণপতি পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওই মূর্তি গতকাল সন্ধ্যারাতে ডিমরু নদীতে বিসর্জন দিতে গেলে শম্ভু বাসফরের ছেলে সুমিত বাসফর নদীতে তলিয়ে যায়। সে নাকি মূর্তি বিসর্জন দিয়ে নদীর জলে স্নান করতে নেমেছিল। সে-থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় সুমিত। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে হোজাই থানার পুলিশ এসডিআরএফ বাহিনীকে খবর দেয়। খবর পেয়ে বিলম্ব না করে এসডিআরএফ বাহিনী এসে সন্ধানহীন কিশোরকে উদ্ধার করতে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রাত পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করে সুমিতকে উদ্ধার করতে না পারায় উত্তেজিত একাংশ জনতা পাথর দিয়ে পুলিশের ওপর হামলা চালায়। ওই পাথরবর্ষণে হোজাই পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ যতীনচন্দ্র বরা, নীলবাগান ওয়াচপোস্টের পুলিশ আধিকারিক শান্তনু রায়, আবুল হুসেন চৌধুরী, গোলাপ বরা-সহ সাতজন পুলিশ কর্মী আহত হন।

আজ সকাল থেকে এসডিআরএফ বাহিনী ফের উদ্ধার অভিযান চালায়। অভিযানে উদ্ধার হয়েছে নিখোঁজ সুমিতের মৃতদেহ। মৃতদেহটি উদ্ধারের পর ময়না তদন্তের জন্য নগাঁওয়ে ভোগনদী ফুকননী সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।

বাইপ্যাপ সাপোর্টের পাশাপাশি অ্যান্টি-বায়োটিক, নেবুলাইজার দেওয়া হচ্ছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রক্তচাপ ও শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা মোটের ওপর নিয়ন্ত্রণেউ শরীর থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বের করতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে বাইপ্যাপ সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছেউ শনিবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে দেখে এমনটাই জানালেন চিকিতকরাউ পাশাপাশি অ্যান্টি-বায়োটিক, নেবুলাইজারও দেওয়া হচ্ছে তাঁকেউ আপাতত তাঁর অবস্থা স্থিতিশীলউ ক্রমেই বিপদ কাটিয়ে উঠছেন ১০ বছর মুখ্যমন্ত্রীত্ব করা বুদ্ধবাবুউ দীর্ঘদিন ধরেই ক্রনিক সিওপিডি-তে ভুগছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যউ শুক্রবার সন্ধ্যায় শ্বাসকষ্ট জনিত কারণে শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। শুক্রবার রাতেই ১ ইউনিট রক্ত দেওয়ায় হিমোগ্লোবিন বেড়েছে বুদ্ধবাবুর। আজ ২ ইউনিট রক্ত দেওয়া হয়েছে। আরও ১ ইউনিট রক্ত দেওয়া হবে। তবে এখনই করা হচ্ছে না সিটি স্ক্যান। বুদ্ধবাবুর হার্টের কোনও সমস্যা নেই। তবে ফুসফুসের ডান দিকে রয়েছে ইনফেকশন জানালেন চিকিৎসক বোর্ডের অন্যতম চিকিৎসক ফুয়াদ হালিম। শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমায় সমস্যা হয়েছে। বুকের এক্স-রে হয়েছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর। হার্টের গতিতে সামান্য সমস্যা থাকলেও বড় কিছু নেই।

বুদ্ধবাবুর নিউমোনিয়া সারতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে। কাজেই চিকিৎসকরা আপাতত পর্যবেক্ষণে রাখতে চান তাঁকে। তবে বিপদ কাটিয়ে উঠে বুদ্ধবাবু কথা বলেছেন বলে জানালেন তাঁর মেডিক্যাল বোর্ডের সদস্যরা। শনিবার বিকেলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অন্যান্য চিকিৎসক সহ ড় ফুয়াদ হালিম জানান, "যে অবস্থায় তিনি ভর্তি হয়েছিলেন, তার থেকে তাঁর অবস্থার উন্নতি হয়েছে। চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। জানিয়েছে কী কী অসুবিধা হচ্ছে তাঁর। তাঁর ব্লাড প্রেসার অনেকটাই নেমে গিয়েছিল, সেটাও ঠিক করা সম্ভব হয়েছে'।

এদিকে, সামন্য সুস্থ হতেই বাড়ি যেতে চেয়েছেন তিনিউ তবে ডাক্তাররা জানিয়ে দিয়েছেন এখনই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়উ গতকাল রাতেই তাঁকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়উ রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরউ সিপিএম-র রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র, মহম্মদ সেলিম এবং রবীন দেবউ এছাড়াও আজ তাঁকে দেখতে হাসপাতালে যান, বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, লোকেট চট্টোপাধ্যায়উ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি সোমেন মিত্র, কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্যউ কলকাতা পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মাও এদিন যান বুদ্ধবাবুকে দেখতে।

ইসরোকে উৎসাহিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা আরজেডি

পাটনা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : চাঁদের মাটিতে ল্যান্ডার বিক্রমের অবতরণে ব্যর্থতা সত্ত্বেও ইসরো বৈজ্ঞানিকদের উৎসাহিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করেছেন আরজেডি নেতা শিবানন্দ তিওয়ারি।

শনিবার শিবানন্দ তিওয়ারি জানিয়েছেন, বিজ্ঞানে ব্যর্থতা বলে কিছু হয় না। ইসরোর বৈজ্ঞানিকদের উৎসাহিত করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সঠিক কাজই করেছে। চাঁদের মাটিতে অবতরণে ব্যর্থতার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শিবানন্দ তিওয়ারি জানিয়েছেন, সোফট-ল্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে ল্যান্ডার বিক্রমের গতি কিছুটা কম হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু গতির উপর কোনও প্রকার নিয়ন্ত্রণ না থাকায় চাঁদের মাটিতে ভেঙে পড়ে বিক্রম। বিজ্ঞানীদের ব্যর্থতার থেকে শিখতে নতুন লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। নিজের ব্যর্থতা থেকে শিখে ইসরো নতুন লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে যাবে।

বিজেপি মুখপাত্র শাহনাওয়াজ হুসেন জানিয়েছেন, ইসরোর বৈজ্ঞানিকদের পাশে গোটা দেশ রয়েছে। যেখানে ইচ্ছা থাকে সেখানে নতুন পথ খুলে যায়। নিশ্চই বৈজ্ঞানিকরা ফের সফল হবেন। প্রধানমন্ত্রী ইসরোর পাশে যে ভাবে দাঁড়িয়েছেন তা প্রশংসনীয়। ১৩০ কোটি ভারতীয় ইসরোর পাশে রয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে ইসরোর চেয়ারম্যান কে শিভান জানিয়েছেন, চাঁদে অবতরণ করার ২.১ কিলোমিটারের আগে ল্যান্ডার বিক্রমের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। যতটুকু তথ্য পাওয়া গিয়েছে তা প্রশংসনীয়।

অসমে এখনও কার্যকর হয়নি যানবাহন আইন ২০১৯

গুয়াহাটি, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে যানবাহন আইন ২০১৯ প্রবর্তন করেছে ভারত সরকার। কিন্তু সাত দিন অতিক্রম হয়েছে, অসমে আজ পর্যন্ত নয়া আইন প্রচলিত হয়নি। রাজ্য এখনও কেন তা বলবৎ হয়নি সে-সম্পর্কে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক কিংবা দফতর থেকে।

নতুন কড়া যানবাহন আইনের বলে লক্ষ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করছে দেশের বিভিন্ন রাজ্য। এতে কেবল জরিমানা আদায়ই নয়, বহু নাগরিকজীবনও বাঁচবে। জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার এক তামিলনাড়ু সরকার পাঁচ মিনিটের মধ্যে যানবাহন পুলিশ মারফত জরিমানা বাবদ লাভ করেছে ২.০৫ লক্ষ টাকার রাজস্ব।

কিন্তু, অসমে যানবাহন পুলিশ যেহেতু রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এ ব্যাপারে কোনও নির্দেশনা পায়নি তাই এই আইনের বলে ধড়াপাকড় না হওয়ায় সংগ্রহ করা হচ্ছে না নতুন হারের জরিমানা, জানান গুয়াহাটির ট্রাফিক শাখার ডিসিপি প্রশান্ত শইকিয়া। তবে, নতুন আইন অনুযায়ী জরিমানা ধার্য করা না হলেও নিয়ম ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে যানবাহন মামলা রুজু করে আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে জানান ট্রাফিক ডিসিপি শইকিয়া।

প্রসঙ্গত, নতুন আইনের বলে গত পাঁচদিনে ওড়িশায় জরিমানা বাবদ আদায় হয়েছে ১ কোটি টাকা, হরিয়ানায় ৫২ লক্ষ টাকা, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৯৫ লক্ষ টাকার রাজস্ব আদায় হয়েছে বলে জানা গেছে।

দুর্গাপুরে রাতের অন্ধকারে অবাধে চলছে বৃক্ষ নিধন

দুর্গাপুর, ৭ সেপ্টেম্বর(হি.স.): রাতের অন্ধকারে জনবহুল এলাকার পাশে অবাধে চলছে বৃক্ষ নিধন। দিনের আলো ফোটার আগে হচ্ছে কাটা গাছ পাচার। ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুরের এনআইটি কলেজে সংলগ্ন রাঁচি কলোনী এলাকায়। শনিবার খবর পেয়ে দুর্গাপুর বনদফতর উদ্ধর করল কয়েকটি গাছের গুঁড়ি।

ঘটনায় জানা গেছে, দুর্গাপুর গান্ধী রোডের বাঁ দিকে এনআইটি কলেজের আগেই রয়েছে একটি ছোট জঙ্গল। সেখানে রয়েছে ইউক্যালিপ্টাস সহ একাধিক গাছ। রাতের অন্ধকারে সেই জঙ্গল কেটে সাফ হচ্ছে। রাতের দিকে বড় বড় গাছ গুলিকে কেটে নামানো হচ্ছে। দিনের আলো ফুটতেই ওই গাছের গুঁড়ি পাচার হয়ে যাচ্ছে। শনিবার কাটা গাছের একাধিক গুঁড়ি পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা বনদফতরে খবর দেয়। খবর পেয়ে বনদফতর গাছের গুঁড়িগুলি উদ্ধার করে। কিন্তু জাতীয় সড়কের ওপর গান্ধীমোড় ও এনআইটির ঢিল ছোঁড়া দুরত্বে। কে বা কারা গাছগুলি কাটছে? তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যদিও দুর্গাপুর আঞ্চলিক বন আধিকারিক মিলনকান্তি মন্ডল জানান,' চারটি কাটা গাছ উদ্ধার করা হয়েছে।'

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

শিশুকে কত বছর মায়ের দুধ খাওয়াবেন ?

জন্মের পরে প্রথম ছয় মাস শিশুকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো খুবই জরুরি। প্রথম ৬ মাস মায়ের বুকের দুধ ছাড়া শিশুকে অন্যকিছু খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই। এ সময়ে মায়ের দুধ শিশুর সব চাহিদা পূরণ করে।

শিশুর ঠিক বিকাশ এবং মায়ের স্বাস্থ্যের জন্য সন্তানের শক্ত খাবারের অভ্যাস তৈরি করা এবং দুই বছর বয়সের পরে বুকের দুধ পানের পরিবর্তে সাধারণ খাবারে অভ্যস্ত করেতোলাও জরুরি। সেটা কিন্তু অধিকাংশ মা ই জানেন না। চিকিৎসকদের একাংশ জানাচ্ছেন, বুকের দুধ পানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মায়েদের বলা হয়। কিন্তু সেটার নির্দিষ্ট সময় রয়েছে।

শিশুর বিকাশে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মায়ের দুধের গুরুত্ব রয়েছে। তার পরে বিভিন্ন খাবারের থেকেই পুষ্টি সংগ্রহ করা শিখতে হবে। অনেকেই মনে করেন, মাতৃদুগ্ধ পর্যন্ত খেলেই পেট ভরে যাবে। কিন্তু বছর দুয়ে পরে ঠিকমতো সব রকমের খাবার না খেলে নানা শারীরিক সমস্যা তৈরি হয়। এমনকি দাঁতে সংক্রমণও হতে পারে।

শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর বিষয়ে সেন্ট্রাল হাসপাতাল লিমিটেডের গাইনি কনসালটেন্ট বেদৌরা শারমিন যুগান্তরকে বলেন, শিশুর জন্মের পর প্রথম ৬ মাস অবশ্যই মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো প্রয়োজন। এছাড়া ৬ মাসের পর থেকে ধীরে ধীরে শিশুকে পুষ্টিসম্মত বাড়তি খাবার দিতে হবে। শিশুকে কত বছর পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো উচিত এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শিশুদের জন্য মায়ের বুকের দুধ হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠ উপহার। তবে শিশুকে দেড় থেকে ২ বছরের বেশি বুকের দুধ খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই।

এই গাইনি কনসালটেন্ট জানান, অনেকে শিশু ৫ বছর পর্যন্ত বুকের দুধপানে অভ্যস্ত থাকে। সেটা ঠিক নয়। শিশুর জন্মের পরে অনেক সময় মায়েদের হরমোনঘটিত সমস্যা হতে থাকে। আবার অনেকে গর্ভনিরোধক ওষুধও ব্যবহার করেন। যেগুলো তার হরমোনঘটিত পরিবর্তন ঘটায়। সেই ওষুধ ব্যবহারের সময় সন্তানকে স্তন্যপান করালে ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া শিশুর দেহে দেখা দিতে পারে।

তার কথায়, মা কোনও ধরনের ওষুধ খেলে কিংবা সংক্রমণে আক্রান্ত হলে স্তন্যপানের মাধ্যমে শিশুর দেহে তা যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। তাই দু'বছরের পরে বুকের দুধ পান করানো ঠিক নয়। বছর দুয়েকের পরেও শিশু ভাত, ডালের মতো শক্ত খাবারের পরিবর্তে স্তন্যদুগ্ধেই অভ্যস্ত হলে রক্তসল্পতার মতো সমস্যা তৈরি হতে পারে বলেই মনে করছেন শিশুরোগ চিকিৎসক অপূর্ব।

রাতে ঘুম পাড়াবে যেসব গাছ

গাছ ঘরের শোভাবর্ধন করে। তাই গাছ দিয়ে ঘর সাজাতে পছন্দ করে অনেকে। তবে গাছ শুধু ঘরের সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে না। আপনি জেনে অবাক হবেন যে, শোয়ার ঘরে কিছু গাছ রেখে দিলে এটি আপনাকে অক্সিজেন ছাড়াও প্রশান্তি ও ইতিবাচক শক্তি পেতে সাহায্য করবে। এছাড়া এ গাছগুলো আপনাকে রাতে ঘুম ধরাতেও সাহায্য করবে।

সংবাদ মাধ্যমটি জানায়, এমন কিছু গাছ আছে যা আপনার শয়নকক্ষে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে আবার আপনাকে রাতে ভাল ঘুমাতেও সাহায্য

করবে।

ল্যাভেন্ডার

ল্যাভেন্ডারের সুগন্ধ চায় না কে? এ গাছ শয়নকক্ষে রাখলে আপনার অতিরিক্ত মানসিক চাপ কমাবে এবং একটি প্রশান্তির ঘুম পেতেও সাহায্য করবে। এক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে এ উদ্ভিদটি গর্ভবতী মায়ের স্ট্রেস লেভেল কমাতে সাহায্য করবে।

জুঁই ফুল

জুঁই ফুল শয়নকক্ষে রাখলে,এটি আপনার শরীরের উপর একটি শীতল প্রভাব ফেলে। এ উদ্ভিদটি আপনার ব্যক্তিগত উদ্বেগ মাত্রা কমাতে এবং অনেক ইতিবাচক শক্তি পেতেও সাহায্য করবে।

অ্যালোভেরা

ঘৃতকুমারী বা অ্যালোভেরা শুধু ত্বকের হিসেবেই ব্যবহৃত হয় না। এই উদ্ভিদটি আপনার ভাল ঘুম হতেও সাহায্য করবে। এ উদ্ভিদটি থেকে রাতে অক্সিজেন নির্গত হয়। ফলে আপনি পেতে পারেন একটি প্রশান্তির ঘুম। আর ঘৃতকুমারী উদ্ভিদটি খুব তাড়াতাড়ি বড় হয় এবং এটি পরিচর্যা করাও খুব সহজ কাজ।

সর্প উদ্ভিদ

নাসার মতে, শয়নকক্ষে সর্প উদ্ভিদ সবচেয়ে ভাল বায়ু ফিল্টারিং এর কাজ করে। এ উদ্ভিদটি গৃহসজ্জার কাজ ছাড়াও রাতে শয়নকক্ষে অক্সিজেন নির্গত হতে সাহায্য করে। এছাড়া ক্যান্সার সৃষ্টিকারী রাসায়নিক বায়ু পরিষ্কার করার জন্য স্পাইডার প্ল্যান্টটি খুবই কার্যকরী। রাতে একটি প্রশান্তির ঘুম পেতে এ উদ্ভিদটিও আপনার শোবার ঘরে রাখতে পারেন।

ওরা এখন আরও বেপরোয়া

সাইবার দুর্বত্তদের চালাকির কথা হরহামেশা শোনা যায়। কিন্তু এন তাঁরা আরও বেশি বেপেরোয়া হয়ে উঠেছে। তাদের চাতুর্যের সঙ্গে সাহাস যোগ হয়েছে। হালনাগাদ প্রযুক্তি তাদের হাতের মুঠোয়। যেনতেন আক্রমণ না করে এখন যাচাই বাছাই' করে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে তারা। বিশ্বজুড়ে সাইবার হামলা বেড়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সাইবার নিরাপত্তা সফটওয়্যার নির্মাতাপ্রতিষ্ঠান ট্রেন্ড মাইক্রো সফটওয়্যার নির্মাতাপ্রতিষ্ঠান ট্রেন্ড মাইক্রো ইনকরপোরেশনের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয় জাপানে। ট্রেন্ড মাইক্রোর গবেষকেরা বলছেন, গত কয়েক বছরে সাইবার হামলার ঘটনা বেশ বেড়েছে। সাইবার নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে।

২০১৫ সালেরবিশেষ নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করে ট্রেন্ড মাইক্রো বার্ষিক নিরাপত্তা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, নতুন ধরনের সাইবার হামলা ঠেকাতে সব সময় নিরাপত্তা সিস্টেম হালনাগাদ করে রাখাজরুরি।

ট্রেন্ড মাইক্রোরা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০১৬ সালের প্রথম তিন মাসে যে ধরনের সাইবার আক্রমণ আমরা দেখেছি, এতে আমাদের পুরোনো হুমকির বিষয়গুলোর দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। কোনো ইন্ডাস্ট্রি বা সিস্টেম এখন আর নিরাপদ নয়। কে ভেবেছিল যে সাইবার হুমকির বিবেচনার ক্ষেত্রে ভাষার বিষয়টি নিয়েও আমাদের দুশ্চিন্তা করতে হবে।

ট্রেন্ড মাইক্রো দাবি করেছে, গত বছরে তারা পাঁচ হাজার ২০০ কোটি নিরাপত্তা হুমকি ঠেকিয়েছে। তবে তা ২০১৪ সালের চেয়ে ২৫ শতাংশ কম। ২০১২ সালের পর থেকে সাইবার হুমকি কমার ধারা দেখা যাচ্ছে বলে জানিয়েছে ট্রেন্ড মাইক্রো। প্রতিষ্ঠানটির বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সাইবার দুর্বৃত্তরা এখন তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্য নির্ধারণে অনেক বেশি 'যাচাই-বাছাই' করে আধুনিক হালনাগাদ প্রযুক্তির ব্যবহার করছে।

বাড়তি ভাড়ায় শুরু 'পাঠাও কারস'

'উবার ও বাহন-এর পর ঢাকায় বাড়তি ভাড়ায় শুরু হলো অরেকটি কার ট্যাক্সি সার্ভিস 'পাঠাও কারস'। মোটরসাইকেল রাইড শেয়ারিং দিয়ে জনপ্রিয় হওয়া 'পাঠাও' ঢাকা ও চট্টগ্রামে এ কার সার্ভিস চালু করেছে বলে জানিয়েছে।

বুধবার (০১ নভেম্বর) থেকে পাঠাও তাদের একই অ্যাপসে কার ডেকে আনার ফিচারটি উন্মুক্ত করেছে।

প্রথমদিকে ১০০ টি কার দিয়ে এ সেবা শুরু হলো বলে জানিয়েছেন পাঠাও'র সিইও হেসেন এম ইলিয়াস।

নতুন চালু হওয়া পাঠাও কারস্' এর ভাড়া বর্তমানে চালু থাকা উবারের চেয়ে বেশি । তবে কার কোয়ালিটি তাদের ভালো হবে বলে দবি করেছে পাঠাও।

পাঠাও কারস'-এর বেইসফেয়ার ৫০ টাকা, যেখানে 'উবার এক্স'-এর বেইস ফেয়ার ৪০ টাকা। প্রতি কিলোমিটার ২০ টাকা, যেখানে উবার নেয় ১৮ টাকা। প্রতি মিনিট চার্জ পাঠাও নেয় আড়াই টাকা, উবার এক্ষেত্রে ৫০ পয়সা বেশি ৩ টাকা নেয়।

এ হিসেবে দেখা গেছে: উবারের চেয়ে ভাড়া কিছু বাড়িয়ে দিয়েই পাঠাও ঢাকায় শুরু করেছে অ্যাপস ভিত্তিক কার ট্যাক্সি সার্ভিস।

সরকার খসড়া নীতিমালায় এখনও ভাড়ার কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডি বেধে দিতে পারেনি। এক্ষেত্রে একের পর এক রাইড শেয়ারিং অ্যাপস ও ট্যাক্সি সার্ভিস প্রতিযোগিতামূলক বাড়তি ভাড়া নিয়ে নামছে।

রাইড শেয়ারিংয়ের প্রতিযোগিতায় ভাড়া কমে না বাড়ে? আর এটি কেন? জানতে চাইলে কোনো উত্তর দেননি পাঠাও'র সিইও ইলিয়াস।

তবে সরকার যদি ভাড়া ঠিক করে দেয়, মানবেন কি না' এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, সরকার যেটা বলবে, সেটাতো করতেই হবে। সরকার যদি কিছু না বলে, তাহলে এটি নিয়ে কথা বলেতো লাভ নেই।'

ঢাকায় গত বছরের ২২ নভেম্বর আন্তর্জাতিক অন ডিমান্ড ট্যাক্সি সার্ভিস চালু করে উবার। তারও আগে ঢাকায় প্রথম মোটরসাইকেল রাইড শেয়ারিং শুরু করে শেয়া এ মোটরসাইকেল 'স্যাম'।

এখন ঢাকায় রাইড শেয়ারিং মোটরসাইকেল সেবা দিচ্ছে 'পাঠাও', 'স্যাম' , 'মুভ', 'বাহন' ও 'আমরা রাইড'। আরও কয়েকটি শিগগিরই রাডি শেয়ারিং শুরু করবো বলে জানিয়েছে।

তবে বার বার ঘোষণা দিয়েও রাইড শেয়ারিং চালু করতে পারেনি দু'টি অ্যাপস ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান 'ইজিয়ার' ও গো টু টেকনোলজি।

পশুর থাইলেরিয়াসিস রোগ ও প্রতিকার

থাইলেরিয়াসিস গবাদিপশুর রক্তবাহিত এক প্রকার প্রোটোজোয়াজনিত রোগ। এই জীবাণু গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়াকে আক্রান্ত করে। সাধারণত গ্রীস্মকালে থাইলেরিয়াসিস রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়। থাইলেরিয়ার জীবাণু আক্রান্ত গরু থেকে সুস্থ গরুতে আঠালির মাধ্যমে এ রোগ সংক্রামিত হয়ে থাকে। গ্রীস্মকালে আঠালির প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত সময়। এ কারণে গ্রীষ্মকাল আঠালি-র প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত সময়। এ কারণে গ্রীস্মকালে গরু আঠালি দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং দ্রুত রোগ ছড়াতে সাহায্য করে। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে থাইলেরিয়াসিস দেখা যায়। গণভুক্ত বিভিন্ন প্রজাতির প্রোটোজোয়া দ্বারা এ রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ রোগের ক্লিনিক্যাল লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পর পশুর রক্তের হিমোগ্লোবিনের মাত্রা খুব নিচে নেমে যায়। ফলে রোগটি নির্ণিত হওয়ার পর চিকিৎসা হলেও গরুকে সুস্থ করে তোলা প্রায়ই সম্ভব হয় না। তাছাড়া মাঠপর্যায়ে গরুর রক্ত পরিবহণ বাস্তবে সম্ভব হয়ে উঠে না। এ রোগের চিকিৎসার জন্য উন্নতমানের ওষুধের দাম খুব বেশি এবং তা সর্বত্র সহজে সব সময় পাওয়া যায় না। এ কারণে থাইলেরিয়াসিস অর্থনৈতিক ভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ রোগ সংকর ভারতের গরুতে বেশিদেখা যায়।

সংকর জাতের একটি গাভীর দাম ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা। গবাদি পশুর খামারের ক্ষতিকর রোগগুলির মধ্যে থাইলেরিয়াসি একটি অন্যতম রোগ। আমাদের দেশের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই এ রোগ দেখা যায়। বিভিন্ন কারণে থাইলেরিয়া রোগ নির্ণয় করতে অনেক সময় লেগে যায়। খামারীদের কাছাকাছি এলাকায়প্রায়শ রোগ নির্ণয় কেন্দ্র থাকে না। থাইলেরিয়া রোগে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা মুল্যের গো সম্পদ নষ্ট হয়ে থাকে।

রোগের জীবনচক্র ঃ থাইলেরিয়া রোগের মাধ্যমিক পোষক হিসাবে কাজ করে প্রায় ছয় প্রজাতির আঠালি।

থাইলেরিয়া আক্রান্ত আঠালির লালা গ্রন্থির মধ্যে অবস্থিত রক্ত শোষণকালে সুস্থ গরুর দেহে প্রবেশ করে। পরে লসিকা গ্রন্থি ও প্লীহার লসিকা কোষকে আক্রান্ত করে ম্যাক্রোসাইজোন্ট বা ককস ব্রু বডি সৃষ্টি করে যা মাইক্রোসাইজোন্ট এ পরিণত হয়। এই মাইক্রোসাইজোন্ট লোহিত কণিকাকে আক্রান্ত করে পাইরোপ্লাজম সৃষ্টি করে। রক্ত শোষণের সময় এই পাইরোপ্লাজম আঠালিরদেহে প্রবেশ করে। আঠালিরদেহের মধ্যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়ে আঠালির লালা গ্রন্থিতে অবস্থান নেয় যা পর গবাদিপশুর রক্ত শোষণকালে প্রাণীর দেহেপ্রবেশ করে। আক্রান্ত আঠালি সুস্থ গরুকে কামড়ানোর ৭-১০ দিন পর পশুর দেহে তাপ দেখা দেয়।

রোগ লক্ষণ ঃ গরুর প্রবল জ্বর (১০৪-১০৭০ ফা), ক্ষুধামান্দ্য, রক্তশূন্যতা, চোখ দিয়ে জল ঝরা, রুমেনের গতি হ্রাস, লসিকা গ্রন্থি ফুলে যাওয়া, রক্ত ও আম মিশ্রিত ডায়ারিয়া ও নাসিকা থেকে শ্লেষ্মা নির্গত হয়। এ সময় গরু শুকিয়ে যায় এবং কোনো এন্টিবায়োটিক দ্বারা চিকিৎসায় ফল পাওয়া যায় না। দুধ উৎপাদন একদম কমে যায়, গরু শুকিয়েযায়এবং কোনো এন্টিবায়োটিক দ্বারা চিকিৎসায় ফল পাওয়া যায় না। দুধ উৎপাদন একদম কমে যায়, গরু শুয়ে থাকতে বেশি পছন্দ করে, হাঁপায় এবং ধীরে ধীরে গরুর মৃত্যু ঘটে।

মৃত্যুর পূর্বে হঠাৎ করে গরুর শরীরের তাপমাত্রা হ্রাস পায়। সাধারণত আক্রান্ত হবার ১৮-২৪ দিন পর প্রাণী মারা যায়। থাইলেরিয়ায় আক্রান্ত প্রাণী চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠলে কিছুটা প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে তবে প্রাণীটি এ রোগের বাহকহিসেবে কাজ করে।

রোগ নির্ণয় ঃ রোগের লক্ষণ, ইতিহাস এবং চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রাথমিকভাবে এই রোগ নির্ণয় করা যায়। ল্যাবরেটরিতে আক্রান্ত প্রাণীর রক্ত জেনন্স স্টেইন করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পাইরোপ্লাজম দেখে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করা যায়।

চিকিৎসা ঃ রোগ নির্ণয়ে বেশি দেরি হলে চিকিৎসায় তেমন উপকার হয় না। দ্রুত রোগ নির্ণয় করে মাত্রামত ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। সহায়ক চিকিৎসা হিসাবে ভিটামিন ই১২ ইনজেকশন ইত্যাদি প্রয়োগ করতে হবে। সম্ভব হলে রক্ত সংযোজন করতে হবে যা দুরূহ ব্যাপার। আক্রান্ত প্রাণীর শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খাওয়াতে হবে। পশুকে ছায়াযুক্ত আরামদায়ক পরিবেশে রাখতে হবে। প্রচুর ঠান্ডা জলপান করতে দিতে হবে।

প্রতিরোধ ঃ ডেইরী খামারীদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে থাইলেরিয়া রোগ সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। যে কোন মূল্যে পশুর খামারকে উকুন, আঠালি ইত্যাদি থেকে মুক্ত রাখতে হবে। গোয়াল ঘর ও এর চতুর্দিক পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। প্রতি ৪ মাস অন্তর গাভীকে আঠালিপ্রতিরোধক ইনজেকশন প্রয়োগ করে আঠালিমুক্ত রাখতে হবে। গ্রীষ্মকালে সপ্তাহে দুই বার গোয়াল ঘরে আঠালিনাশক ওষুধ মাত্রামত স্প্রে করলে গোয়াল ঘর আঠালি মুক্ত থাকে। আক্রান্ত এলাকার সন্দেহজনক সকল গবাদিপশুকে ইত্যাদি প্রতিশেধক হিসাবে মাত্রামত প্রয়োগ করা উচিত।

বাচ্চাদের বুদ্ধি বিকাশের একটাই পথ, দৌড়

বাচ্চাকে শুধুই ঘাড় গুঁজে বইপড়াচ্ছেন? স্কুল টিউশনেই ব্যস্ত সন্তান? ভুল করছেন এতে আপনার বাচ্চার কোনও লাভই হচ্ছে না। ওকে দৌড় করান । শরীর থাকবে ঝরঝরে। বাড়বে বুদ্ধিও।

বই, খাতা, স্কুলের ভারে ভারাক্রান্ত শৈশব। মাঠ, ঘাট, দমকা হাওয়ায় ভেসে যাওয়ার টান বাঁধা পড়ছে ইট কাঠ কংক্রিটের জঙ্গলে। বইথেকে মুখ তুললেই ছোটা ভীমের হাট করে খোলা জগৎ। সবুজ মাঠ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার সব উপকরণ চার দেওয়ালের অন্দরেই মজুত। পড়াশোনা ছাড়া কার্টুন এভাবেই আবর্তিত ছেলেবেলা, মেয়েবেলা। সবুজ ঘাসে পা ফেলার ফুসরত কই! ভুল হয়ে যাচ্ছে। বিরাট ভুল। দৌড়তে হবে। আরওবেশি। পা ফেলতে হবে মাটিতে।

বই খাতার মুখ গুঁজে থাকলেই বুদ্ধি বাড়ে না। টিভির পর্দায় চোখ আটকে থাকলে আই কিউ বাড়ে না। বুদ্ধি বিকাশের একটাই পথ। দৌড় । বিশেষজ্ঞদের দাবি, সাধারণত ৮ বছর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধির বিকাশ হয়। চিকিৎসাশাস্ত্র বলে, একজন মানুষ খুব বেশি হলে তাঁর বুদ্ধির মাত্র ২ শতাংশ ব্যবহার করতে পারে।

আমেরিকান দ্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অন এজিং এর গবেষণা বলছে, দৌড়লে মানুষের শরীরের মাংসপেশি থেকে ক্যাথাপসিন বি নামে একটি প্রোটিন বেরোয়। এই প্রোটিন

সরাসরি মস্তিষ্কে প্রবাহিত হয়। ক্যাথাপসিন বি নামে এই প্রোটিনেই লুকিয়ে রয়েছে বুদ্ধি বাড়ার রহস্য।

গবেষকদের দাবি, ৪ মাস ধরে সপ্তাহে ২ থেকে ৩ বার ২০ মিনিট করে দৌড়লে পেশিতে ক্যাথাপসিন প্রোটিনের নিঃসরণ বাড়তে থাকে। রক্তে এই পরিমাণ তাৎপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পায়। মস্তিস্কের নিউরোজেনেসিসগুলি প্রভাবিত হয়। ফলে, খুব সহজেই কেউ জটিল কাজ করতে পারে।

যেভাবে চালু করবেন জিমেইলের স্মার্ট কম্পোজ

গুগল তার সব সেবারবেশ কিছু নতুন ফিচার এনেছে। এর মধ্যে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে জিমেইলের স্মার্ট কম্পোজ।

প্রথমে জিমেইলের স্মার্ট কম্পোজ সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। স্মার্ট কম্পোজ জিমেইল ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন একটি ফিচার। মেইল কম্পোজের ক্ষেত্রে বানান ভুল কিংবা বাক্য ভুল খুবই বিড়ম্বনায় ফেলে। অফিসিয়াল মেইলের ক্ষেত্রে বিড়ম্বনা বেড়ে যায় আরও বেশি।

ব্যবহারকারীদের এ অসুবিধাদূর করতে জিমেইল নিয়ে এসেছে নতুন স্মার্ট কম্পোজ ফিচার। স্মার্ট কম্পোজে আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স ও মেশিন লার্নিং সিস্টেম মেইল লিখতে সহযোগিতা করবে। এর ফলে বানান বা বাক্য ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

এবার উদাহরণ দেওয়া যাক, মেইল কম্পোজে একটি ওয়ার্ড টাইপ করার পর স্মার্ট কম্পোজ' বাক্য সাজেস্ট করবে। বাক্যটি নির্বাচন করতে ব্যবহারকারীকে ট্যাব প্রেস করতে হবে। স্মার্ট কম্পোজে বানান ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে না। তবে শুধু ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রে স্মার্ট কম্পোজ বাক্য গঠন ও বানানের নির্দেশনা দেবে। তাহলে জিমেইলের স্মার্ট কম্পোজ সুবিধা চালু করতে কি করতে হবে? খুবসহজেই আপনিও জিমেইলের নতুন এ ফিচারটি উপভোগ করতে পারবেন। এর জন্য প্রথমে জিমেইলের নতুন ভার্সনটি আপডেট করতে হবে। জিমেইলের পুরনো ভার্সনে এ সুবিধা ব্যবহার করা যাবে না। জিমেইলের নতুন ভার্সন আপডেট করতে হবে। জিমেইলের পুরনো ভার্সনে এ সুবিধা ব্যবহার কযা যাবে না। জিমেইলের নতুন ভার্সন আপডেট করার পর জিমেইলের সেটিংস' অপশনে যেতে হবে। 'সেটিংসে' গিয়ে 'জেনারেল সেকশনে' যেতেহবে। জেনারেল সেকশনে' যাওয়ার পর এক্সপেরিমেন্টাল অ্যাকসেসে' ক্লিক করতে হবে। এক্সপেরিমেন্টাল অ্যাকসেসে' গিয়ে এটা 'এনোবল' করতে হবে। 'এনোবল' করার পর সবশেষে গিয়ে 'সেভ চেঞ্জেস' প্রেস করলেই চালু হয়েযাবে স্মার্ট কম্পোজ ফিচার।

সত্যি কি সন্তানের জন্ম দিতে পারবে পুরুষও ?

চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এখন আগের থেকে অনেক কিছুই সম্ভব হচ্ছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতিতেই আর শুধু মহিলারাই নন, এবার সন্তানের জন্ম দিতে পারবেন পুরুষও। 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট' বা গর্ভ রোপনের মাধ্যমে পুরুষরাও হতে পারবেন অন্তঃসত্ত্বা এবং ভবিষ্যতে জন্ম দিতে পারবেন সন্তানের। এমনটাই দাবি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রজনন বিশেষজ্ঞরা।

ইন্ডিপেন্ড-এ প্রকাশিত খবর অনুযায়ী জানা গিয়েছে যে, যে পদ্ধতিতে মহিলাদের 'উম্ব ট্রান্স প্ল্যান্ট' করা হয়ে থাকে, সেই একই পদ্ধতি পুরুষদের উপর প্রয়োগ করলে, পুরুষরাও সন্তানের জন্ম দিতে পারে। প্রজনন বিশেষজ্ঞ ডক্টর রিচার্ড পলসন এই প্রসঙ্গে বলেন যে, 'চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাছে এটা একটা চ্যালেঞ্জ। মহিলা এবং পুরুষদের আলাদা আলাদা আকৃতির পেলভিস রয়েছে। গর্ভ রোপণের পদ্ধতি খুবই জটিল একটি বিষয়। আর বিষয়টা সিজারিয়ান সেকশনের মাধ্যমে একজন ট্রান্সজেন্ডার মহিলার সন্তান জন্ম দেওয়ার মতোই।

তবে আমাদের দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রের যা পরিকাঠামো তাতে কি আদৌ সম্ভব পুরুষদের 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'? আমরা কথা বলেছিলাম স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ গৌতম খাস্তগীরের সঙ্গে । তিনি বলেন, 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট বিষয়টি আমাদের কাছে এখনও প্রায় বলতে গেলে কল্পনার জগতেই রয়েছে। এটি করা আদৌ সম্ভব কিনা, তা এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত নয়। মহিলাদের ক্ষেত্রেই বিষয়টি এখনও বেশ জটিল পর্যায়ে রয়েছে, পুরুষদের ক্ষেত্রে আরও বেশি জটিল। মহিলাদের ক্ষেত্রেই এই উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট-র মতে জটিল অপারেশন সারা পৃথিবীতে মাত্র ৩ থেকে ৪ টি হয়েছে। এবং সেগুলিও এখনও পর্যন্ত খুব একটা সফল নয়। 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যন্ট'-এর ক্ষেত্রে রোগীকে দুটি বড় বড় অপারেশনেরমধ্যে দিয়ে যেতে হবে।' সেগুলিও এখনও পর্যন্ত খুব একটা সফল নয়। উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'-র ক্ষেত্রে রোগীকে দুটি বড় বড় অপারেশনের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে।' তবে অনেকে মনে করেন, সারা পৃথিবীতে এত বাচ্চা রয়েচে। তাদেরকে তো অ্যাডপ্ট করা যায়। তাহলে 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'-এর মতো কঠিন অপারেশনের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার কী দরকার।' উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট' অপারেশন হওয়ার পর কী কী ঝুঁকি থাকছে? চিকিৎসক খাস্তগীর বলেন, 'একটা বড় অপারেশনে যা যা ঝুঁকি থাকে, সবই রয়েছে এই অপারেশনেও। পেটে ব্যথা হতে পারে, অতিরিক্ত রক্তপাত হতে পারে এমনকী প্রাণহানির ঝুঁকিও রয়েছে।

পাশাপাশি রয়েছে অনেক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও। এটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ একটা অপারশন।'

'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'- এর জন্য যা যা পরিকাঠামো প্রয়োজন, তা কি আদৌ রয়েছে আমাদের দেশে? তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'-এর ক্ষেত্রে উন্নত পরিকাঠামোর প্রয়োজন। আমাদের দেশে এক থেকে দুটি এমন অপারেশন হয়েছে। সেগুলি সব হয়েছে পুনেতে। বেশিরভাগ জায়গাতেই এই অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নেই। পাশাপাশি সেই পরিকাঠামো তৈরির জন্য যা খরচ হয়েছে, তা অন্য কোনও ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে অনেক বেশি পল পাওয়া যাবে। বিদেশে এই অপারেশন সফল হয়েছে। তবে, ১০ টি অপারেশনের মধ্যে একটি সফল হয় এই ক্ষেত্রে। পুনেতে যে অপারেশনগুলি হয়েছে, তাও সফল হয়েছে কিনা জানা যায়নি।'

কী এই উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট?

অন্য কোনও মহিলার ইউট্রাস নিয়ে অন্য কোনও মহিলা কিংবা পুরুষের শরীরে প্রতিস্থাপন করাহয়। এই প্রতিস্থাপনের জন্য ৬ থেকে ৮ ঘন্টার দীর্ঘ অপারেশন হয়। যার শরীরে 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট' করা হচ্ছে, তার পরিবর্তন হচ্ছে হরমোনেরও। হরমোন পরিবর্তন কী কী ঝুঁকি কিংবা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে? চিকিৎসক গৌতম খাস্তগীর বলেন, 'হরমোন পরিবর্তন তেমন কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। কিন্তু এই অপারেশনে ঝুঁকি এত বেশি যে, চিকিৎসকরা এখনও উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট' নিয় আশাবাদী নন। তবে, আরও একটি পদ্ধতি রয়েছে। কৃত্রিমভাবে উম্বন্ট্রান্সপ্ল্যান্ট' যাতে শরীরের মধ্যে প্লাস্টিকের মতো একটা বস্ত ভরে দেওয়া হবে। যার মধ্যে বাচ্চাটি বড় হবে। এবং এটাকে পেটের মধ্যে ভরে দেওয়া 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'-এর তুলনায় অনেক সহজ হবে। কৃত্রিম প্রক্রিয়াটিকে কতটা সফল করা যায়, তা নিয়েই এখন গবেষণাচলছে।''

শনিবার ডিওয়াইএফআই ও টিওয়াইএফ সদর বিভাগীয় কমিটি রাজধানীতে এক র‍্যালীর আয়োজন করে। ছবি- নিজস্ব।

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও সঙ্কল্প ভাঙেনি, ইসরোর বিজ্ঞানীদের পাশে দাঁড়িয়ে বার্তা আর কে সিনহার

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ল্যান্ডার বিক্রমের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও ইসরোর বিজ্ঞানীদের পাশে দাঁড়িয়ে হাল না ছাড়ার বার্তা দিলেন বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ রবীন্দ্রকিশোর সিনহা।
শনিবার নিজের ট্যুইটবার্তায় রবীন্দ্রকিশোর সিনহা লিখেছেন, ইসরোর মিশন চন্দ্রযান-২ সাফল্যের শেষ ধাপে এসে বাধার কারণে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও আমাদের সঙ্কল্প ভাঙেনি। অভিজ্ঞতা তখনই চমকপ্রদ হয় যখন সমস্ত বাধা পেরিয়ে জয়লাভ করা যায়।
উল্লেখ করা যেতে পারে চাঁদের মাটিতে ল্যান্ডার বিক্রমের অবতরণে ব্যর্থতা সত্ত্বেও ইসরো বৈজ্ঞানিকদের উৎসাহিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গোটা দেশের পাশাপাশি ইসরোর বিজ্ঞানীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন প্রকাশ জাভরেকর, যোগী আদিত্যনাথের মত একাধিক বিজেপি নেতা।

চাঁদকে ছোঁয়ার ইচ্ছাশক্তি আরও প্রবল হল, জাতির উদ্দেশ্যে বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

বেঙ্গালুরু, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): নির্ধারিত সময় অতিক্রান্তঊ শনিবার ভোররাত থেকে সকাল পর্যন্ত ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র গ্রাউন্ড স্টেশনের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন চন্দ্রযান-২-এর বিক্রম ল্যান্ডারেরঊ উদ্বেগে ১৩৩ কোটি দেশবাসীঊ উদ্বিগ্ন ইসরো-র মহাকাশ বিজ্ঞানীরাওঊ তবে, এই অনিশ্চিতায় পিছিয়ে না পড়ে, চাঁদকে ছোঁয়ার ইচ্ছাশক্তি আরও দৃঢ় হলঊ চাঁদের মাটিতে অবতরণের কয়েক মিনিট আগে থেকেই বিক্রমের কোনও খবর নেইঊ বেঙ্গালুরুতে ইসরো-র কন্টোলরুমে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে প্রায় সারা রাত জেগে গোটা ঘটনা চাক্ষুস করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীওঊ শনিবার সকালে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে যথেষ্ট আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন প্রধানমন্ত্রীঊ জাতির উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী জানান, 'চাঁদকে ছোঁয়ার ইচ্ছাশক্তি আরও প্রবল হল আমাদেরঊ লক্ষ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত আমরা দাঁড়াব নাঊ আমরা আত্মবিশ্বাসী, সফল আমরা হবইঊ আমাদের কেউ রুখতে পারবে নাঊ'
ইসরো সেন্টার থেকে জাতির উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, 'বিজ্ঞানে ব্যর্থতা বলে কিছু নেইঊ বিজ্ঞানীরা পাথর ভেঙে পথ তৈরির মানুষঊ হয়তো চন্দ্রযান-২ অভিযান সফল হয়নি, কিন্ত দারুণ হয়েছেঊ যা হয়েছে সেটা নিরলস পরিশ্রমের ফলঊ বিজ্ঞানীদের পাশাপাশি তাঁদের পরিবারকে স্যালুট জানাইঊ' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'আমাদের চাঁদ নিয়ে বহু কল্পনা রয়েছে, চাঁদকে ছোঁয়ার ইচ্ছাশক্তি আরও প্রবল হলঊ সংকল্প আরও দৃঢ় হয়েছেঊ আমরা সবাই একসঙ্গে আমাদের বিজ্ঞানীদের পাশে দাঁড়িয়ে আছিঊ প্রতিটি ভারতবাসী আমাদের বিজ্ঞানীদের নিয়ে গর্বিত এবং তাঁরা আরও আত্মবিশ্বাসী হলেনঊ' জাতির উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, 'চন্দ্রযান-২ অভিযানে সঙ্গে অনেক মানুষ যুক্ত ছিলেনঊ বাধা হয়তো এসেছে, কিন্তু আমরা আশা হারব নাঊ আজকের এই শিক্ষা আমাদের আরও উন্নত ও শক্তিশালী করে তুলবেঊ'
ইসরো-র গ্রাউন্স স্টেশনের সঙ্গে বিক্রম ল্যান্ডারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও, হাল ছাড়তে নারাজ মহাকাশ বিজ্ঞানীরাঊ চলছে তথ্য বিশ্লেষণঊ কিন্তু, বিক্রমের আদৌ কী হয়েছে, তা জানা নেই ইসরো-র বিজ্ঞানীদেরওঊ শনিবার ভোররাত ১.৩৮ মিনিট-বিক্রম ল্যান্ডার প্রাথমিক ব্রেক কষা শুরু করেঊ তখন চাঁদের ৩০ কিলোমিটার উপরেঊ সেই ছবি পর্দায় ভেসে উঠতেই হাততালি দেন ইসরো-র বিজ্ঞানীরাঊ ভোররাত ১.৫০ মিনিট-লোকাল নেভিগেশন শুরু করে বিক্রমঊ বিক্রম তখন ২.১ কিলোমিটার উপরেঊ রাত ১.৫৩ মিনিট-উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ স্তব্ধ ইসরো-র কন্টোল রুমঊ উদ্বিগ্ন ইসরো-র চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রীঊ ভোররাত ২.০৬ মিনিট-বিক্রম ল্যান্ডারের সঙ্গে গ্রাউন্ড স্টেশনের সংযোগ বিচ্ছিন্নঊ সিবন ঘোষণা করেন, চাঁদের ২.১ কিলোমিটার উপরে বিক্রমের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।

বোমা-গুলিতে উত্তপ্ত নানুর, গুলিবিদ্ধ বিজেপি কর্মী

বোলপুর, ৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বোমা-গুলিতে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল বীরভূমের নানুরের রামকৃষ্ণপুর। গুলিবিদ্ধ হয়েছেন এক বিজেপি কর্মী। অসুস্থ আরও একজন।
পুলিশ সূত্রে খবর, গুলিবিদ্ধ ওই ব্যক্তি আশঙ্কাজনক অবস্থায় কলকাতার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিযুক্তদের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার রাতে রামকৃষ্ণপুর গ্রামে একটি চায়ের দোকানে বসেছিলেন স্বরূপ গড়াই নামে ওই বিজেপি কর্মী। আরও বেশ কয়েকজনও ছিল তাঁর সঙ্গে। অভিযোগ, সেই সময় আচমকাই চায়ের দোকানে হামলা চালায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। সেখানে বোমাবাজিও করা হয়। এরপরই স্বরূপকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। গুলি লাগে ওই বিজেপি কর্মীর বুকে। খবর পেয়ে নানুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে। পরে পুলিশ ও স্থানীয়রা স্বরূপকে উদ্ধার করে বোলপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ভরতি করে। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। নানুরে বিজেপি কর্মী গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, ''নানুরে বিজেপির পায়ের তলার মাটি শক্ত হচ্ছে। তাই হারানো জমি ফিরে পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছে তৃণমূল। দীর্ঘদিন ধরেই বিজেপি কর্মীদের উপর এই আক্রমণ চলছেই।'' তবে বিজেপির অভিযোগ অস্বীকার করেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

বানারহাটে চা বাগান থেকে উদ্ধার অজগর

বানারহাট, ৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : জলপাইগুড়ির বানারহাটের মোগলকাটা চা বাগান থেকে উদ্ধার হল অজগর। শনিবার সকালে মোগলাকাটা চা বাগানের ২০ নং সেকশনে ম্যানেজারের বাংলোর পিছনে অজগরটিকে দেখতে পান শ্রমিকরা।
শ্রমিকরা জানান, অজগরটি একটি চা গাছে পেঁচিয়ে ছিল। শ্রমিকরা অজগরটিকে ধরে একটি বস্তায় ভরে রাখেন। খবর পেয়ে বন্যপ্রাণ শাখার বিন্নাগুড়ি রেঞ্জের কর্মীরা সেখানে পৌঁছে অজগরটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। বিন্নাগুড়ি রেঞ্জার অর্ঘ্যদীপ রায় জানান, বিকেলের দিকে অজগরটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।জানা গিয়েছে, এই নিয়ে ওই বাগান থেকে চলতি বছরে মোট ৫টি অজগর উদ্ধার হয়েছে।

চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ফের চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল শিলিগুড়িতে। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটে শিলিগুড়ির হাতিমোড়ের একটি ওষুধের দোকানে।
জানা গিয়েছে,স্থানীয় বাসিন্দারা শনিবার সকালে দোকানের তালা ভাঙা অবস্থায় পরে থাকতে দেখে দোকানের মালিককে খবর দেয়। এরপর দোকানে ঢুকে দেখা যায় ক্যাশ বাক্স ভেঙে টাকা নিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। দোকান মালিক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনার তদন্ত চলছে।

বৌবাজার কান্ডে উদ্ধার কার্যের জন্য সময় বাড়ালো স্থানীয় প্রশাসন

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আগে সময় ১০ মিনিট, এবারে তা বাড়িয়ে করা হল ১৫ থেকে ২০ মিনিটঊ অনেকেই আবার ৩০ মিনিট সময় পেয়েছেন বলেও দাবিঊ বৌবাজার কান্ডে নিজেদের বাড়ি থেকে উদ্ধার কার্যের জন্য সময় বাড়াল স্থানীয় প্রশাসন।
গত শনিবার থেকে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো প্রকল্পের জেরে একের পর এক বাড়ি ধসে পড়ছে বৌবাজারের দুর্গা পিতুরি লেন ও স্যাকরা পাড়া লেনেঊ এরপরেই আচমকা গৃহহীনদের হাহাকার শুরু হয়ে যায় একটি বার বাড়িতে ঢুকে নিজেদের শেষ সম্বলটুকু বাঁচিয়ে আনারঊকার্যত এক কাপড়ে বেরিয়ে আসার সময় সাথে করে নিজেদের প্রয়োজনীয় নথিপত্রের কিছুই নিয়ে বেরোতে পারেননি ওই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বাসিন্দারাঊ বারবার প্রশাসনের কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন তাঁদের যেন একটি বারের জন্য বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হয়ঊ
এরপরেই বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নবান্নে বৈঠকের পর জানান একজন পুলিশের লোক, একজন কলকাতা পুরসভার কর্মী, একজন বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর লোক, একজন দমকল কর্মী ও একজন বাড়ির সদস্য মিলে বাড়িতে গিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস আনতে পারবেনঊ কিন্তু বরাদ্দ সময় পরিবার পিছু ১০ মিনিট।
কিন্তু দিশেহারা মানুষগুলো বাড়ির ভেতরে ঢুকে ওই ১০মিনিটে কি নেবেন কি নেবেন না বুঝে ওঠার আগেই ১০ মিনিট শেষের পথেঊ কেউ কেউ তো ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে তাকিয়েই রইলেন ভগ্নস্তুপের দিকেঊ কারোর আলমারির চাবি খুঁজতেই পেরিয়ে গেল ১০ মিনিটঊ এরপরে ফের ক্ষোভে ফেটে পরে এলাকার বাসিন্দারাঊ তাঁরা জানান, মাত্র ১০ মিনিট সময় পর্যাপ্ত নয় প্রয়োজনীয় জিনিস বের করে আনার ক্ষেত্রে।
এরপরেই স্থানীয় প্রশাসন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফের তাঁদের বাড়িতে ঢুকতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হলঊ এইবার পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট সময় দেওয়া হয়। অনেকেই মিনিট তিরিশ সময় পেয়েছেন বলে দাবি বাসিন্দাদের একাংশের। এর জেরে শুক্রবার ও শনিবার সকাল থেকেই ব্যস্ততা ছিল তুঙ্গেঊ টাকা-গয়না-নথিপত্র থেকে টিভি-এসি-গ্যাস সিলিন্ডার। হাতের কাছে যে যা পেয়েছেন, তাই বের করে এনেছেন। কিন্তু বেশিরভাগ জিনিস যে এখনও থেকে গিয়েছেন ভাঙা বাড়ির অন্ধকারেইঊ তবু যে টুকু খুঁজে পেয়েছেন তাকেই সম্বল করে আঁকড়ে ধরেছেন দুর্গা পিতুরি লেন, স্যাকরা পাড়া, গৌর দে লেনে রাতারাতি উদ্বাস্তু হয়ে যাওয়া মানুষগুলো।

চিহ্নহীন বিষক্রিয়া থেকে বাঁচতে মাদুলিকে ভরসা করছে হাসনাবাদের গ্রামবাসীরা

বসিরহাট, ৭ সেপ্টেম্বর (হি, স) : গত এক সপ্তাহ যাবৎ বিষক্রিয়ার ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে হাসনাবাদের কয়াল পাড়ায়। বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয় রাজু গাজী (২৩) নামে এক যুবকের। আক্রান্ত আরও বেশ কিছু গ্রামবাসী। শেষমেষ মাদুলি হাতে বেঁধে বিষক্রিয়া থেকে ত্রাণ পেতে মরিয়া গ্রামবাসীরা। শনিবার এলাকায় গেলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের একটি প্রতিনিধি দল।
গত একসপ্তাহ আগে বিষক্রিয়ার কারণে মৃত্যু হয় হাসনাবাদ মোনায়ারপুর কয়াল পাড়ার বাসিন্দা রাজু গাজীর। তার মৃত্যুর মাত্র একদিন বাদেই বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয় ইসমাইল গাজী নামে আরও এক গ্রামবাসী। এরপর থেকেই সুপিয়া বিবি, মালেক গাজী, মন্টু গাজী সহ একে একে আনুমানিক ১৪ জন পুরুষ ও মহিলা আক্রান্ত হয় বিষক্রিয়ায়। এদের মধ্যে এখনও বেশ কয়েকজন চিকিৎসাধীন বসিরহাট জেলা হাসপাতালে। এই ঘটনার পর থেকেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে। গ্রামের পরিস্থিতি নিয়ে কথা বললে বসিরহাট হাসপাতালে সুপার শ্যামল হালদার বলেন, 'কয়েকজনকে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছিল হাসপাতালে। এখনও দুজনের চিকিৎসা চলছে। এদের শরীরে বিষক্রিয়া থাকলেও সাপ বা কোন বিষাক্ত কীটপতঙ্গের কামড়ের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি শরীরের কোন অংশে'। এর ফলেই আরও বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়েন গ্রামবাসীরা। বিষক্রিয়ায় আতঙ্কে ইতিমধ্যে গ্রাম ছাড়তে শুরু করেছেন গ্রামের বাসিন্দারা। আর যারা গ্রামে আছেন তাদের ভরসা ওঝা কিংবা গুনিনের দেওয়া মাদুলি। খবর পেয়ে শনিবার গ্রামে যায় পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের একটি প্রতিনিধি দল। এলাকার মানুষের মধ্যে থেকে আতঙ্ক কাটাতে গ্রাম পরিষ্কার ও কার্বলিক অ্যাসিড ছড়ানোর দরকার বলে জানান সংগঠনের ইছামতি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সম্পাদক প্রদীপ্ত সরকার। তবে কালাচ সাপের উৎপাত বাড়লে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে বলে জানান বসিরহাট জেলা হাসপাতালের সুপার শ্যামল হালদার। এই আতঙ্কের মধ্যেই ওই গ্রামে একটি কালাচ সাপ মেরে ফেলা হয় বলে জানা যায় গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে।

অসমের দুই পাহাড়ি জেলার কলেজগুলোকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তিকরণের বিরোধিতা

হাফলং (অসম), ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : হাফলং সরকারি মহাবিদ্যালয়, ডিফু সরকারি মহাবিদ্যালয়-সহ রাজ্যের দুই পাহাড়ি জেলার প্রাদেশীকৃত কলেজগুলোকে হোজাইয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করার সরকারি সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছে ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন।
ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক প্রমিথ সেংইয়ং এ ব্যাপারে বলেন, ডিমা হাসাও এবং কারবি আংলং ষষ্ঠ তফশিলির অন্তর্ভুক্ত এবং দুটি সরকারি কলেজের প্রশাসনিক ক্ষমতা স্বশাসিত পরিষদের হাতে রয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার পার্বত্য পরিষদ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ-নিয়ে আলোচনা না করেই দুই জেলার এ-সব কলেজগুলোকে হোজাইয়ে নবগঠিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীনে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে দুটি পাহাড়ি জেলার ষষ্ঠ তফশিলির ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত বলে অভিযোগ তুলেছেন প্রমিথ সেংইয়ং।
ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আরও বলেন, গত ১৮ মার্চ (২০১৯) রাজ্য সরকার এএইচই ৩৮৪/২০১৭/১৫ নম্বরের বিজ্ঞপ্তি জারি করে হাফলং সরকারি মহাবিদ্যালয় এবং জেলার সব প্রাদেশীকৃত কলেজগুলোকে হোজাইয়ের রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বলে জানিয়েছে। প্রমিথ সেংইয়ং রাজ্য সরকারকে এই সিদ্ধান্ত থেকে সর আসার আর্জি জানান। এর পরও যদি রাজ্য সরকার হাফলং সরকারি মহাবিদ্যালয় ও প্রাদেশীকৃত কলেজগুলিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত থেকে অনড় থাকে, তা-হলে আগামীদিনে ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য হবে, জানিয়ে দেন ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক প্রমিথ সেংইয়ং। তবে বিষয়টি নিয়ে তাঁরা রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রকের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন বলেও জানান তিনি।
উল্লেখ্য হাফলং সরকারি মহাবিদ্যালয়, ডিফু সরকারি মহাবিদ্যালয় এবং প্রাদেশীকৃত কলেজগুলো শিলচরের অসম বিশ্ববিদ্যালয়ে (সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি) অন্তর্ভুক্ত ছিল। এমন-কি ডিফুতে অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসও রয়েছে। তার পরও রাজ্য সরকার দুটি পাহাড়ি জেলার সরকারি কলেজ থেকে শুরু করে সব প্রাদেশীকৃত কলেজগুলিকে হোজাইয়ের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন বুঝতে পারছেন না ছাত্র নেতা সেংইয়ং।

বরাকের ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের সমস্যাবলি সমাধানে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি জনসংযোগ অধিকর্তার

গুয়াহাটি, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বরাক উপত্যকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের নানা সমস্যা সমাধানে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেবেন রাজ্যের জনসংযোগ অধিকর্তা। শনিবার দিশপুরে বরাক উপত্যকা ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংবাদপত্র সংস্থা এবং বরাকভ্যালি মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের প্রায় ১৫ জনের এক প্রতিনিধি দল তথ্য ও জনসংযোগ অধিকর্তা অনুপম চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে বিভিন্ন দাবি সংবলিত স্মারকপত্র তুলে দিয়েছে। প্রতিনিধি দলের প্রবীণ সাংবাদিক তথা শিলচর টাইমস-এর সম্পাদক সনৎ কৈরি স্মারকপত্রে উল্লেখিত দাবি-দাওয়াগুলি পড়ে শোনান অধিকর্তাকে।
এই খবর দিয়ে সাংবাদিক প্রতিনিধি দলের অন্যতম প্রধান দৈনিক অবিচার এবং নর্থইস্ট এক্সপ্রেস-এর সম্পাদক তথা স্বত্বাধিকারী মনতোষ ধর জানান, পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী আজ বেলা ১১টায় সারা অসম ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংবাদপত্র এবং সাংবাদিক সুরক্ষা সমিতির সভাপতি প্রকাশ বরা ও সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব বরার সহযোগিতায় তাঁরা তথ্য ও জনসংযোগ দফতরে গিয়ে অধিকর্তা অনুপম চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। তাঁদের দাবিগুলি অন্তরিকতার সঙ্গে শুনেছেন অধিকর্তা অনুপম চৌধুরী। সব শুনে প্রতিনিধি দলকে তিনি তাঁদের সব দাবি-দাওয়া আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করে এ-সব নিয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেবেন বলে মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
বরাক উপত্যকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংবাদপত্রগুলির সমস্যাবলি সমাধানের জন্য সরকারের কাছে লিখিতভাবে সুপারিশ করবেন বলেও নাকি অধিকর্তা চৌধুরী প্রতিনিধি দলকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
স্মারকপত্রে উল্লেখিত দাবির বিবরণ দিতে গিয়ে মনতোষ ধর জানান, অসম সরকারের বিজ্ঞাপনের মূল্য বা হার এবং বহর বাড়ানো, যে-সব পত্রিকার জন্য মূল্য নির্ধারণ করা হয়নি তাদের অবিলম্বে মূল্য নির্ধারণ করা, নিয়মিত দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা যারা যাবতীয় বিধি-নিয়ম মেনে জনসংযোগের স্বীকৃতির জন্য আবেদন করেছে বা করবে মাঝেমধ্যে তাদেরও বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিতা করা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সাংবাদিক যাঁরা কুড়ি বছরের বেশি সময় এই পরিষেবায় নিয়োজিত এবং যাঁদের বয়স ইতিমধ্যে ৬০ অতিক্রম হয়ে গেছে, তাঁদের সবাইকে পেনশন প্রদান, সাংবাদিকদের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আরও বেশি সহযোগিতা করা, এক্সপোজার ট্যুরে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সাংবাদিকদের শামিল করা, ফেলোশিপ প্রদান, অ্যাক্রিডিটেশন ইত্যাদি।
তিনি জানান, অধিকর্তার সঙ্গে আজকের সাক্ষাৎকারের সময় উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞাপনের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-অধিকর্তা প্রদীপ ব্রহ্মও।
তাছাড়া বরাক উপত্যকা ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংবাদপত্র সংস্থা এবং বরাকভ্যালি মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি দলের মধ্যে ছিলেন সনৎ কৈরি এবং মনতোষ ধর ছাড়া ছিলেন রাণু দত্ত, দিলু দাস, দেবল অধিকারি, সন্তোষ চন্দ, প্রীতিতোষ বণিক, নুরুল হুদা প্রমুখ।

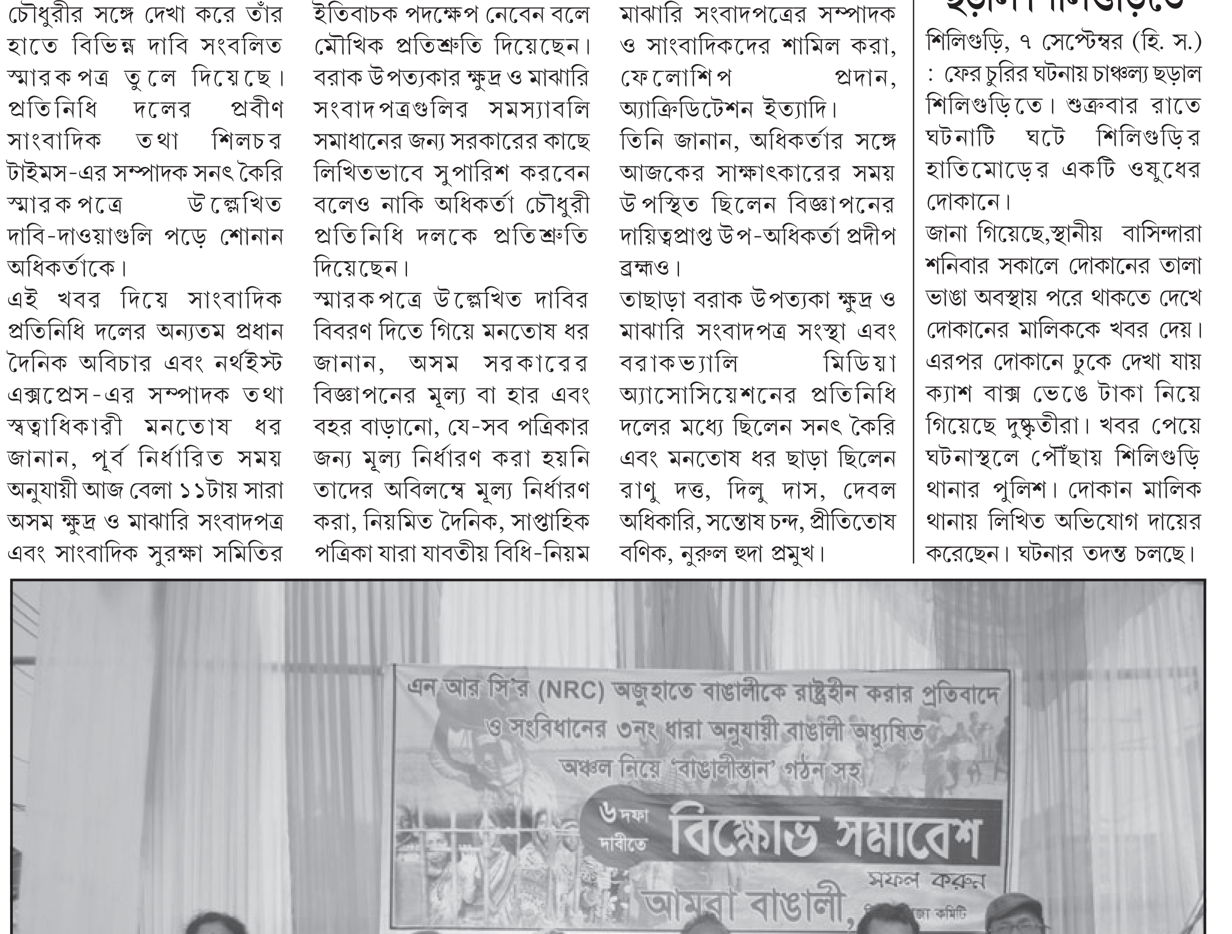

এনআরসি নিয়ে শনিবার আমরা বাঙালি বিক্ষোভ সমাবেশ করে। ছবি- নিজস্ব।

স্থিতিশীল রয়েছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, রাতে ভালো ঘুম হয়নি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): চিন্তার কোনও কারণ নেইঊ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল রয়েছেঊ পাঁচজনের একটি মেডিক্যাল টিম গঠন করা হয়েছেঊ ওই মেডিক্যাল টিমই বুদ্ধবাবুর শারীরিক পরিস্থিতির দিকে সর্বক্ষণ নজর রাখছেনঊ শনিবার সকালে উডল্যান্ডস মাল্টি স্পেসিয়ালিটি হাসপাতাল-এর পক্ষ থেকে মেডিক্যাল বুলেটিনে জানানো হয়েছে, শারীরিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল রয়েছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যেরঊ বুদ্ধদেববাবুর বুকের এক্স-রে করা হয়েছেঊ নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত তিনিঊ হিমোগ্লোবিন কম থাকায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে রক্ত দেওয়া হয়েছেঊ আপাতত আইসিইউ-তে চিকিতাধীন রয়েছেন প্রবীণ এই সিপিআই(এম) নেতাঊ হাসপাতালে পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, রাতে ভালো ঘুম হয়নি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর।
হাসপাতালে যেতে বারবার অনীহা প্রকাশ করেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যঊ অত্যধিক শ্বাসকষ্টে ভুগলেও, পোর্টেবল অক্সিজেন সিলিন্ডান নিয়ে ফ্ল্যাটে থাকতেই ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন তিনিঊ কিন্তু, শ্বাসকষ্টের সমস্যা বাড়ায় শুক্রবার রাতে উডল্যান্ডস মাল্টিস্পেসিয়ালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকেঊ ৭৫ বছর বয়সি এই সিপিআই (এম) নেতা ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ (সিওপিডি)-এ ভুগছেন বেশ কিছুদিন ধরেইঊ সারারাত বাবার পাশেই ছিলেন বুদ্ধবাবুর মেয়ে সুচেতনা।
বুদ্ধবাবুর স্বাস্থ্য-সঙ্কটের খবর পাওয়ার পরই দক্ষিণ কলকাতার ওই হাসপাতালে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ঊ মুখ্যমন্ত্রী বেরিয়ে যাওয়ার পর হাসপাতালে যান রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ঊ বুদ্ধবাবুর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে পরে হাসপাতালে যান কংগ্রেস নেতা সোমেন মিত্র এবং প্রদীপ ভট্টাচার্যঊ বুদ্ধবাবুর শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

বৌবাজার কান্ডে প্রথম পর্যায়ে ১৯টি পরিবারকে ক্ষতিপূরণের চেক দিল কেএমআরসিএল

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): শনিবার থেকে বৌবাজার কান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া শুরু করল মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষঊ আজ থেকে তালিকা অনুযায়ী পরিবার ধরে ধরে চেক দেওয়া শুরু হলঊ নবান্নের বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় কেএমআরসিএল-র কাছে প্রস্তাব রেখেছিলেন বৌবাজারের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার পিছু ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ারঊ সেই প্রস্তাবেই শেষে রাজি হয় মেট্রো কর্তৃপক্ষঊ সেই মতই আজ থেকে শুরু হল ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রক্রিয়া। মেট্রোর তরফ থেকে জানা যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই আপাতত ১০০টি পরিবারের নাম রয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষের তৈরী তালিকায়। তবে স্থানীয় প্রশাসন থেকে আপাতত ১৯টি পরিবারের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া গিয়েছে। কাজেই প্রাথমিকভাবে ওই ১৯টি পরিবারকেই চেক দেওয়া হবে। এরপর একে একে তালিকাভুক্ত বাকি পরিবারগুলিকেও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কাজ হবে। আগামী সোমবারের মধ্যে প্রথম দফার চেকবিলি প্রক্রিয়া শেষ করা যাবে বলেই জানাচ্ছেন মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

অন্যদিকে আর কয়েকদিনের মধ্যেই বৌবাজারের পুরোপুরি ধস আটকানো যাবেঊ এমনটাই মনে করছেন ইঞ্জিনিয়াররা। ইঞ্জিনিয়ারদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে এর ফলে বেশ কয়েকটি বাড়ি খালি করার নির্দেশ প্রত্যাহার করেছে কলকাতা মেট্রো রেল কর্পরেশন লিমিটেড (কেএমআরসিএল) ।তবে যতদিন না কেএমআরসিএল পুরসভাকে ল্যান্ড স্টেবিলিটি সার্টিফিকেট দিচ্ছে, ততদিন পুরসভাও বাড়ি ভাঙার অনুমতি দেবে না বলেই স্পষ্ট করা হয়েছে। পাশাপাশি জানানো হয়েছে যতগুলি পরিবার ও দোকানদারকে সরানো হবে, প্রত্যেককে আপতালীন খরচের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা করে দেবে মেট্রো। চেক পেতে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তার জন্য পুরসভার কাউন্সিলর আইডেনটিফিকেশন সার্টিফিকেট দেবে বলেও ঘোষণা করেছিন ফিরহাদ হাকিম। এরফলে ব্যাঙ্কের পাসবই ছাড়া পেয়িং স্লিপ দিয়ে টাকা তুলতে পারবেন বাসিন্দারা। কেএমআরসিএল- এর এক কর্তা জানান, "আমরা যাদের হোটেলে রেখেছিলাম তাঁদের সব যাবতীয় নথি যোগার করেছিঊ সেগুলো কলকাতা পুরসভাকে জানিয়েছিঊ কলকাতা পুরসভা সমীক্ষা করে দেখেছে কার কোথায় বাড়ি ছিল এবং কি পরিমান ক্ষতি হয়েছেঊ সেই অনুযায়ী কলকাতা পুরসভা আমাদের রিপোর্ট দিয়েছেঊ আমরা সেই মত প্রথম পর্যায়ে ১৯ টি পরিবারের হাতে চেক তুলে দিচ্ছি।" ওই আধিকারিক আরও জানান, "এই বিপর্যয়ের জন্য আমরা দুঃখিতঊ এখন এই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলোর পাশে আমাদের সবাইকে দাঁড়িয়ে ওঁদের সাহায্য করতে হবে।"

কেষ্টপুরে পুলিশকর্মীর বাড়িতে বিস্ফোরণ,আহত স্ত্রী

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কেষ্টপুরে এক পুলিশকর্মীর বাড়িতে বিস্ফোরণঊ অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় তাঁর স্ত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছেঊ প্রাথমিক ভাবে মনে করা হয়েছিল, রান্নাঘরের গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে এই বিস্ফোরণ হয়েছে। কিন্তু পরে গ্যাস সিলিন্ডারটিকে অক্ষত অবস্থায় দেখতে পেয়েই রহস্য দানা বাঁধছে। কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের সাব-ইনস্পেক্টর দেবাশীষ রায় ও তাঁর স্ত্রী স্বাতী রায় থাকতেন বাগুইআটি থানা এলাকার কেষ্টপুরের হানাপাড়ার ত্রিমূর্তি অ্যাপার্টমেন্টের একতলায়ঊ শুক্রবার রাত সোয়া ১০টা নাগাদ দেবাশিবাবু ও তাঁর শ্যালক দুজনেই ফ্ল্যাটে ছিলেন। ড্রয়িংরুমে বসে টিভি দেখছিলেন। তাঁর স্ত্রী স্বাতী রায় সেই সময় রান্নাঘরে ছিলেন। আচমকা বিকট আওয়াজে কেঁপে ওঠে ফ্ল্যাট। ছুটে গিয়ে দেবাশিসবাবু দেখেন, রান্নাঘরে দাউদাউ করে জ্বলছে স্ত্রী। জল দিয়ে কোনও ক্রমে আগুন নিভিয়ে স্বাতীদেবীকে নিয়ে হাসপাতালে রওনা দেন দেবাশিসবাবু ও তাঁর শ্যালক। বর্তমানে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন স্বাতীদেবী। হাসপাতাল সূত্রে খবর, প্রায় ৯০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে তাঁর। এরপর রাত ৩ টে নাগাদ খবর দেওয়া হয় বাগুইআটি থানায়। রান্নাঘরের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটলেও অক্ষত রয়েছে গ্যাস থেকে জলের মেশিন। অক্ষত রয়েছে রান্নাঘরে থাকা বাসনপত্র। তবে লন্ডভন্ড ফ্ল্যাটের অন্য ঘরগুলি। বিস্ফোরণের তীব্রতায় ভেঙে পড়েছে ফ্ল্যাটের সব জানলার কাচ। উড়ে গিয়েছে দরজার পাল্লা। প্রতিবেশীরা বলছেন, বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজ পান তাঁরা। বাইরে বেরিয়ে এসে তাঁরা দেখেন তছনছ অবস্থা দেবাশিস রায়ের ফ্ল্যাটের। তবে এত ভয়াবহ বিস্ফোরণের পরও দেবাশিসবাবুর বাড়িতে কোনও পোড়া চিহ্ন মেলেনি। শুধু দুটো পোড়া কাপড়ের টুকরো পাওয়া গিয়েছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন।

জরুরী পরিষেবা

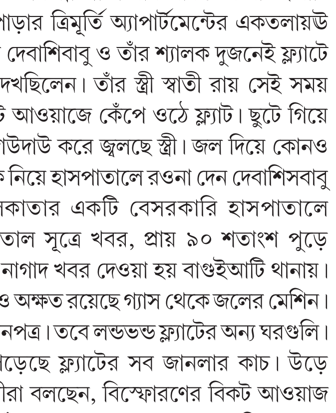

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও নিরাশ নই, দুর্দান্ত সাফল্য ভারতীয় বিজ্ঞানীদের, চন্দ্রযান প্রসঙ্গে বললেন বিজ্ঞানী বিকাশ সিনহা

দুর্গাপুর, ৭ সেপ্টম্বর (হি.স.): " চন্দ্রযান যদি না নামে, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। ২ কিলোমিটার ওপরে থাকলেও অনেক কিছুই বুঝতে পারা যাবে সেখানে কতটা কি আছে। এটা ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দুর্দান্ত সাফল্য। শনিবার দুর্গাপুরে জাতীয় প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (এনআইটির) সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এসে এমনই আশা প্রকাশ করলেন ভারতীয় ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমীর বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী তথা পদ্মভুষণ ডঃ বিকাশ সিনহা।

উল্লেখ্য, শনিবার ছিল দুর্গাপুর এনআইটির ১৫ তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৬৮ জনকে বি. টেক, ২০৫ জনকে এম. টেক, ২৮ জন এমবিএ, ৩৩ জন এমসিএ, ৩০ জন এমএসসি, ১০ এমএস ডব্লুউ এবং ৭৯ জনকে পিএইচডি ডিগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও কামানিও চট্টোপাধ্যায় ও ভারগবন নামে দুই প্রাক্তন পড়ুয়াকে বিশেষ সম্মান দেওয়া হয়। এনআইটির সাফল্য প্রসঙ্গে সেখানের ডিরেক্টর অনুপম বসু জানান,' বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ জন পড়ুয়া সার্নে গবেষনায় যাচ্ছে। এছাড়াও বিশ্বাবিদ্যালয়ের গবেষনা দেশের প্রযুক্তির উন্নতিতে গুরুত্বপুর্ন ভুমিকা নিয়েছে।" তিনি আরও বলেন,' এবারে ৯০ শতাংশ ছাত্রী শীর্ষ তালিকায় রয়েছে। এবং পিএইচডির ডিগ্রীর সাফল্য ক্রমশ বাড়ছে।' সমাবর্তনে অতীথি ছিলেন জেসি বোস ফলো ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ইন্দ্রনীল মান্না। এছাড়াও ছিলেন ভারতীয় ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমীর বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী তথা পদ্মভুষণ ডঃ বিকাশ সিনহা। প্রসঙ্গত, চন্দ্রযান-২ বিক্রম রোবর্ট চাঁদে অবতরন নিয়ে গোটা দেশ ছাড়াও সারা বিশ্ব মুখিয়ে ছিল। কিন্তু যেকোনভাবে চাঁদে অবতরনের ২ কিলোমিটার আগেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ইসরোর কন্টোল রুমের। আর তাতেই কার্যত হতাশায় দেশবাসী। সে প্রসঙ্গে বিজ্ঞানী বিকাশ সিনহা বলেন,' এটা সারা বিশ্বের কাছে ঐতিহ্যপুর্ন। চাঁদের সাউথ পোলে যেখানে সুর্য্যের আলো আসে না। সেখানে চন্দ্রযান পাঠানো। এটা ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দুর্দান্ত সাফল্য। আশাকারী যোগাযোগ চ্যানেল শুরু হবে। চন্দ্র যান চাঁদের বুকে নামবে। যা পাবার তাই পাব।' তিনি আরও বলেন,' চন্দ্রযান যদি না নামে, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। ২ কিলোমিটার ওপরে থাকলেও অনেক কিছুই বুঝতে পারা যাবে। সেখানে জল, মিনারেল, হিলিয়াম আছে কিনা বুঝতে পারা যাবে।'

শহরকে প্লাস্টিক মুক্ত করতে বিশেষ অভিযান ঝাড়গ্রামে

ঝাড়গ্রাম, ৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.): শহরকে প্লাস্টিক মুক্ত করতে বিশেষ অভিযানে নামছে ঝাড়গ্রাম পুরসভা। পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে প্লাস্টিক বর্জনের বার্তা দেবেন পুরকর্মী ও স্ব সহায়ক দলের মহিলারা। এমনকি শহরের বাড়ি বাড়ি গিয়েও গৃহকর্তাদের বুঝিয়ে আসবেন পুর প্রতিনিধিদল। তারপরেও যদিও মানুষজন সচেতন না হয় তা হলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে চল্লিশ মাইক্রোনের উপরে প্লাস্টিক ব্যবহার করতে হবে। যাতে শহরকে প্লাস্টিক মুক্ত করা যায় তার জন্য কঠোর হচ্ছে পুর প্রশাসন। সচেতন করার পরেও যদি প্লাস্টিক বর্জন না করে তা হলে স্পট ফাইন করা হবে ওই ব্যক্তিকে। দোকানে যাতে পলি ব্যাগের পরিবর্তে পরিবেশ বান্ধব ব্যাগ ব্যাবহার করেন তার জন্য বার্তা দেওয়া হবে। আগামী সপ্তাহ শুরু থেকে জোর কদমে এই প্রচার চালানো হবে। প্রথমে শহরের ১৮ টি ওয়ার্ডের মধ্যে যে কোনও একটি ওয়ার্ডকে প্লাস্টিক মুক্ত করে মডেল হিসেবে অন্যান্য ওয়ার্ডের সামনে তুলে ধরা হবে।

জানা গিয়েছে ইতিমধ্যে পুর সভার কর্মী ও স্ব—সহায়ক দলের মহিলারা ওয়ার্ডে গিয়ে বাড়িতে বাড়িতে প্লাস্টিক বর্জনের বার্তা দেওয়া শুরু করেছে। এবিষয়ে ঝাড়্গ্রাম পুর সভার দায়িত্ব ভার প্রাপ্ত ঝাড়্গ্রামের মহকুমা শাসক সুবর্ণ রায় বলেন, 'শহরকে প্লাস্টিক মুক্ত করার জন্য প্রথমে সাধারন মানুষজনদের সচেতন করা হবে। প্রত্যেক ওয়ার্ডে গিয়েও এই সচেতন করা হবে। আর তাতেও যদি কাজ না হয় তারপর যা আইন আছে সেই আইননুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমরা প্রথমে যে কোনও একটি ওয়ার্ডকে প্লাস্টিক মুক্ত করে সেই ওয়ার্ডকে অন্যান্য ওয়ার্ডের কাছে মডেল হিসেবে তুলে ধরবো। '

উল্লেখ্য গত ডিসেম্বর মাসে ঝাড়গ্রাম পুরসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ঝাড়গ্রাম মহকুমা শাসক দায়িত্ব ভার গ্রহন করার পর থেকেই বেহাল নিকাশি নালার হাল ফেরানোর উদ্যোগ, শহরকে আবর্জনা মুক্ত করা সহ একাধিক পদক্ষেপ গ্রহন করেছেন। এবার তার সাথে প্লাস্টিক মুক্ত শহর গড়ার পদক্ষেপ নিলেন।

এন আর সির প্রতিবাদে তৃণমূলের বিক্ষোভ মিছিল

জীবনতলা, ৭ অক্টোবর (হি. স.) : কেন্দ্রীয় সরকারের জন বিরোধী নীতি ও এন আর সির প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং ২ ব্লকের জীবনতলায়। শনিবার ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকত মোল্লার নেতৃত্বে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা পথে নামেন। জীবনতলা মোড় থেকে ঝোড়োর মোড় পর্যন্ত চলে এই বিক্ষোভ মিছিল।

এন আর সির নাম করে কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় কুড়ি লক্ষ মানুষকে বহিরাগত তকমা দিয়েছে। আর তার জেরে অসমে একের পর এক মানুষ আত্মঘাতী হচ্ছেন। এখনও পর্যন্ত প্রায় সত্তর জন মানুষ আত্মঘাতী হয়েছেন। পাশাপাশি বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার যেভাবে বেসরকারিকরণ হচ্ছে তার বিরুদ্ধে পথে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস। গত শুক্রবার বিধানসভা অধিবেশনের পর বিধানসভা পরিষদীয় কমিটির তরফ থেকে এই এন আর সির প্রতিবাদ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। সেই কর্মসূচী অনুযায়ী এদিন জীবনতলায় এটি পালন করেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা কর্মীরা। এ বিষয়ে সওকত মোল্লা বলেন, " এন আর সি'র নামে কেন্দ্রীয় সরকার এদেশের মানুষকে বহিরাগত তকমা দিচ্ছে। আমরা আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই এন আর সি'র প্রতিবাদ করছি। আমরা বাংলায় এই এন আর সি মানবো না। তারজন্য আমরা আমাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই চালিয়ে যাব"।

ইসরোর বৈজ্ঞানিকদের পাশে দাঁড়ালেন যোগী, মায়াবতী

লখনউ, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ল্যান্ডার বিক্রম চাঁদের মাটিতে অবতরণ করতে ব্যর্থ হলেও ইসরোর বৈজ্ঞানিকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং বিএসপি সুপ্রিমো মায়াবতী।

মুখ্যমন্ত্রী নিজের ট্যুইটবার্তায় লিখেছেন, বৈজ্ঞানিকদের জন্য আমরা বিপুল গর্বিত। বৈজ্ঞানিকদের দূরদৃষ্টি, অঙ্গীকারবদ্ধতা প্রত্যেকের কাছে উৎসাহের। মহাকাশ গবেষণায় আরও উন্নতি করবে ভারত সেই বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।

একই ভাবে বিএসপি সুপ্রিমো তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী চন্দ্রযান-২ এর অভিযানকে সফল হিসেবে আখ্যা দিয়ে ট্যুইটারে লিখেছেন, চন্দ্রযান-২ এর সাফল্যের জন্য গোটা দেশবাসী উচ্ছসিত। ইসরোর বৈজ্ঞানিক সাফল্য প্রশংসনীয়। এর জন্য গোটা দেশবাসী গর্বিত। এগিয়ে যেতে হলে হতাশ হওয়া চলবে না। দেশের জন্য কাজ করে যাওয়ার জন্য বৈজ্ঞানিকদের উৎসাহ দিয়ে যেতে হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে চন্দ্রযান-২ অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সামনেই কান্নায় ভেঙে পড়েন ইসরোর চেয়ারম্যান কে শিভান। তৎক্ষণাৎ শিভানকে জড়িয়ে ধরেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী

আটের পাতার পর

করেছিলেন যে কোনও মূল্যে চাঁদে পৌঁছানোর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। চন্দ্রায়ণ -২ প্রচার সফল হবে। ইসরো বিজ্ঞানীরা দিনরাত পরিশ্রম করেন। আমাদের তাদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া উচিত। এ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শিবসেনা সভাপতি উদ্ধব ঠাকরেকে ছোট ভাই হিসাবে অভিহিত করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের আগে, উদ্ধব জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ অপসারণের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। উদ্ধব আশা করেছিলেন যে শিগগিরই অভিন্ন নাগরিক আইন এবং রাম মন্দির নির্মাণ সম্ভব হবে। মুখ্যমন্ত্রী ফাড়নবিস বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী যেভাবে ইসরো বিজ্ঞানীদের উতাহ দিয়েছিলেন তা অনুপ্রেরণাজনক।

দেবে না পাকিস্তান

আটের পাতার পর

পরে পাকিস্তান আলাদাভাবে প্রতিবাদ শুরু করেছে। প্রতি শুক্রবার পাকিস্তান কাশ্মীরের জন্য সংহতি-দিবস হিসাবে পালন করে। পাকিস্তান সরকারের একজন মন্ত্রী ফাওয়াদ চৌধুরী চৌধুরী সম্প্রতি ঘোষণা করেছিলেন যে পাকিস্তান তার আকাশসীমা ভারতের কাছে বন্ধ করার কথা ভাবছে।

হত এক, উত্তেজনা

আটের পাতার পর

ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন বাইক আরোহী। তাকে শিবসাগর শহরের বাসিন্দা জনৈক রবীন্দ্র সিং ওরফে রবি বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, সেনার গাড়িটি যোরহাটের দিকে যাচ্ছিল। বিপরীত দিক থেকে যাচ্ছিলেন রবি সিং। সংঘর্ষের ফলে সেনা-গাড়িটি রবিকে বেশ কিছু দূর পিষে নিয়েছে বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শীরা।

এদিকে সেনাবাহিনীর জওয়ানরা বলছেন, তাঁদের গাড়িটি রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল। দাঁড়ানো অবস্থায় রবির বাইক গাড়িতে মুখোমুখি ধাক্কা মারে। তবে তাদের বক্তব্যে সন্তুষ্ট না হয়ে স্থানীয় জনতা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। ঘেরাও করে রাখেন সেনা জওয়ান-সহ গাড়িকে। খবর পেয়ে অকুস্থলে ছুটে যায় পুলিশের দল। তারা ঘাতক সেনা-গাড়িকে থানায় নিয়ে গেছেন। অন্যদিকে নিহত রবীন্দ্র সিঙের মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য শিবসাগর সিভিল হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। উল্লেখ্য, সেনাবাহিনীর দলটি অরুণাচল প্রদেশের লিকাবালি ছাউনি থেকে যোরহাট যাচ্ছিল।

দুর্ঘটনায় নিহত শিবসাগর শহরে এএসটিসি তিনআলির বাসিন্দা রবীন্দ্র সিং মৃত্যু সময় রেখে গেছেন পত্নী ও দুই শিশুসন্তান।

অজিত দোভাল

আটের পাতার পর

হয়নি। তাঁদের শুধুমাত্র হেফাজতে রাখা হয়েছেঊ গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে না আসা পর্যন্ত তাঁরা হেফাজতেই থাকবেন, আমার বিশ্বাস খুব শীঘ্রই গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে আসবেঊ আইন অনুযায়ীই সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, প্রয়োজন হলে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন তাঁরাঊ জম্মু ও কাশ্মীরের সামগ্রিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল জানিয়েছেন, 'আমি মনে করি পরিস্থিতি (জম্মু ও কাশ্মীর) আমার প্রত্যাশার চেয়েও অনেক ভাল হয়ে উঠেছেঊ গত ৬ আগস্ট একজন যুবকের মৃত্যু হয়েছিল, কিন্তু বুলেটের আঘাতে মৃত্যু হয়নি ওই যুবকেরঊ' ধীরে ধীরে যান চলাচলও স্বাভাবিক হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরেঊ অজিত দোভালের কথায়, 'শ্রীনগর থেকে প্রতিদিন ৭৫০টিরও বেশি ট্রাক চলাচল করছে, শুক্রবার দু'জন সন্ত্রাসবাদীকে এসেছিল, প্রতিষ্ঠিত ফল বিক্রেতা হামিদুল্লাহ রাথেরকে টার্গেট করেছিল জঙ্গিরাঊ তিনি নমাজ পড়তে গিয়েছিলেন অথবা অন্যত্র গিয়েছিলেন তাই তাঁকে খুঁজে পায়নি সন্ত্রাসবাদীরাঊ সন্ত্রাসবাদীরা ওই ফল বিক্রেতার দু'জন কর্মীকে সোপোরের ৫ কিলোমিটার দূরে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যায়ঊ সেখানে তাঁর ছেলে মহম্মদ ইরশাদকে গুলি করে, এছাড়াও আড়াই বছরের কন্যা আমা জানকে লক্ষ্য করেও গুলি চালায়ঊ পাকিস্তানি জঙ্গিদের কাছে পিস্তল ছিল, প্রত্যেকেই পঞ্জাবি ভাষায় কথা বলছিলঊ সন্ত্রাসবাদীরা পলাতকঊ' হিন্দুস্থান সমাচার/ রাকেশ

নাকাল রাজ্য

● প্রথম পাতার পর

চালকদের কাছ থেকে অবৈধ্যভাবে ছাড়পত্রের টাকা আদায় করা হচ্ছে। তাদের আরও অভিযোগ গন্ডাছড়া সেন্ডিকেট থেকে ছাড়পত্র নেওয়ার পর অন্য আরেকটি সেন্ডিকেট চালকদের কাছ থেকে বলপূর্বক ছাড়পত্রের টাকা আদায় করছে। তাই, এদিন তারা সকাল ৯টা থেকে গন্ডাছড়া মহকুমার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় অবরোধ করেন। খবর পেয়ে গন্ডাছড়া মহকুমা শাসক অফিসের ডিসিএম, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং গন্ডাছড়া থানার ওসির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী অবরোধস্থলে ছুটে যান। আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর গন্ডাছড়া মহকুমা শাসক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সেন্ডিকেটের কর্মকর্তা ও চালকদের নিয়ে বৈঠক করবেন এবং ওই সমস্যার সমাধানে আলোচনার আশ্বাস দেওয়া হলে এদিন দুপুর ১২টা নাগাদ যান চালকরা অবরোধ তুলে নেন।

প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা

● প্রথম পাতার পর

তাঁর কথায়, কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে । তাতে, রিয়াং শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনে পরিবহণ খরচ এবং পুনর্বাসনে ব্যয় হবে। তাঁর মতে, পূর্বের ঘোষিত সূচি অনুযায়ী প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হবে। সেই লক্ষ্যেই যাবতীয় প্রস্তুতি চলছে । তিনি বলেন, সামান্য জটিলতা রয়েছে। তবে, তা কাটিয়ে ১ অক্টোবর থেকেই ত্রিপুরায় আশ্রিত রিয়াং শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হবে । তাঁর দাবি, অক্টোবরের মধ্যেই তাঁদের প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া সমাপ্ত করার চেষ্টা হচ্ছে ।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

'আমাদের চাঁদ নিয়ে বহু কল্পনা রয়েছে, চাঁদকে ছোঁয়ার ইচ্ছাশক্তি আরও প্রবল হল। সংকল্প আরও দৃঢ় হয়েছে। আমরা সবাই একসঙ্গে আমাদের বিজ্ঞানীদের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। প্রতিটি ভারতবাসী আমাদের বিজ্ঞানীদের নিয়ে গর্বিত এবং তাঁরা আরও আত্মবিশ্বাসী হলেন।' জাতির উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, 'চন্দ্রযান-২ অভিযানে সঙ্গে অনেক মানুষ যুক্ত ছিলেন। বাধা হয়তো এসেছে, কিন্তু আমরা আশা হারব নাঊ আজকের এই শিক্ষা আমাদের আরও উন্নত ও শক্তিশালী করে তুলবে।'

ইসরো-র গ্রাউন্স স্টেশনের সঙ্গে বিক্রম ল্যান্ডারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও, হাল ছাড়তে নারাজ মহাকাশ বিজ্ঞানীরাঊ চলছে তথ্য বিশ্লেষণ। কিন্তু, বিক্রমের আদৌ কী হয়েছে, তা জানা নেই ইসরো-র বিজ্ঞানীদেরও। শনিবার ভোররাত ১.৩৮ মিনিট-বিক্রম ল্যান্ডার প্রাথমিক ব্রেক কষা শুরু করেঊ তখন চাঁদের ৩০ কিলোমিটার উপরে। সেই ছবি পর্দায় ভেসে উঠতেই হাততালি দেন ইসরো-র বিজ্ঞানীরা। ভোররাত ১.৫০ মিনিট-লোকাল নেভিগেশন শুরু করে বিক্রম। বিক্রম তখন ২.১ কিলোমিটার উপরেঊ রাত ১.৫৩ মিনিট-উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। স্তব্ধ ইসরো-র কন্ট্রোল রুম। উদ্বিগ্ন ইসরো-র চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। ভোররাত ২.০৬ মিনিট-বিক্রম ল্যান্ডারের সঙ্গে গ্রাউন্ড স্টেশনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন। সিবন ঘোষণা করেন, চাঁদের ২.১ কিলোমিটার উপরে বিক্রমের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।

অধ্যাপক ধারুরকর

● প্রথম পাতার পর

ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অধ্যাপক ভিএল ধারুরকরকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয়, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ থেকে তাঁকে অপসারণের দাবিও তিনি জানিয়েছিলেন।

এদিকে, আজ অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদও অধ্যাপক ধারুকরকরের পদত্যাগ দাবি করেছে। পরিষদের কথায়, কেলেঙ্কারির সাথে যুক্ত কোনও ব্যক্তি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকা অনুচিত। তিনি উপাচার্য পদের গরিমা ক্ষুণ্ণ করেছেন। তাই, তাঁর পদত্যাগ করা উচিত। এবিভিপিও তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছে।

সূত্রের খবর, ত্রিপুরায় ওই কেলেঙ্কারির বিষয়টি তোলপাড় শুরু হয়ে যাওয়ায় অধ্যাপক ধারুরকর পদত্যাগ করেছেন। আজ ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় কোনও আধিকারিকের সাথে এ-বিষয়ে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। তবে, উপাচার্য পদ থেকে পদত্যাগের পত্রটি তিনি কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে ই-মেলে পাঠিয়েছেন বলে সূত্রের দাবি। শুধু তা-ই নয়, তাঁর পরিবর্তে এখন থেকে নতুন উপাচার্য নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য অস্থায়ী দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অধ্যাপক সংগ্রাম সিনহাকে।

এদিকে অধ্যাপক ধারুরকর এবং অধ্যাপক সংগ্রাম সিনহাকে আজ বহু চেষ্টা সত্ত্বেও টেলিফোনে যোগাযোগ কররা সম্ভব হয়নি। কারণ, তাঁরা ফোন বন্ধ করে রেখেছেন। সূত্রের খবর, অধ্যাপক ধারুরকরের স্ত্রী আজ আগরতলায় এসেছেন। সম্ভবত, আগামী সোমবার তাঁর পদত্যাগ গ্রহণ করতে পারে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক। এর পরই তিনি ত্রিপুরা ছাড়বেন বলে সূত্রের খবর।

ইস্যুতে আমরা বাঙালী

● প্রথম পাতার পর

নাগরিকপঞ্জীর তীব্র ভাষায় বিরোধীতা করেছেন। দলের সচিব হরিগোপাল দেবনাথ আজ এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, বাঙালীদের বিরুদ্ধে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকস্তরে সুগভীর চক্রান্ত চলছে। এই চক্রান্তে শাসক দল বিজেপি ও বিরোধী কংগ্রেস এবং সিপিএম থেকে শুরু করে জাতীয় ও রাজ্যস্তরের সমস্ত রাজনৈতিক দল মদত জুগিয়ে যাচ্ছে, তোপ দাগেন তিনি। অতীতে চক্রান্তকারীরা দেশভাগের বলি বাঙালীদের পুনর্বাসনের পরিবর্তেন্দন্তকারণ মরিচঝাঁপি, আন্দামানের মতো জনমানবহীন স্থানে পাঠিয়ে জীবন বিপন্ন করে তুলেছিল। তেমনি এখন জাতীয় নাগরিকপঞ্জীর অজুহাতে রাষ্ট্রহীন বানিয়ে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে বাঙালী জাতিকে ধবংস করে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে দিতে চাইছে, উষ্মা প্রকাশ করে বলেন তিনি।

তাঁর মতে, বাঙালীদের অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে চলেছেন হিন্দিবলয় ও সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিকরা। উপরন্তু, ব্রিটিশের দেখানো পথে হেটেই ত্রিপুরায় তিপ্রাল্যান্ড, অসমে বোড়োল্যান্ড এবং পশ্চিমবঙ্গে মারোয়ারী ল্যান্ড ও গোর্খাল্যান্ডের সুড়সুড়ি দিয়ে একদিকে বাঙালী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে ছেটে দেওয়া হচ্ছে। তাতে, বাঙালীদের বাসভূমিকে সংকুচিত করে দেওয়া হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, আর্থিক শোষনের মাধ্যমে জীবনি সত্ত্বাকেও ধবংস করে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। হরিগোপাল দেবনাথ মনে করেন, দেশের সমস্যা নিয়ে মানুষ যাতে কোন কিছুই ভাবতে না পারেন, তাই এইসব পন্থা নিয়েছে দেশের শাসক দল বিজেপি। তাই, তাঁরা জাতীয় নাগরিকপঞ্জী এবং কাশ্মীর ইস্যুতে মজেছে, কটাক্ষ করে বলেন তিনি। তাই, বাঙালীর অস্তিত্ব রক্ষায় ঐক্য ও সংহতির ডাক দিয়েছেন তিনি।

সার্ভেয়ার নিয়োগ

● প্রথম পাতার পর

ভিলেজে রাজস্ব সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। তাতে রয়েছে জমি মাপা, নামজারি এবং জমি ডিমারক্যাশন (বিভাজন) করার কাজ। তাঁর মতে, রেভিনিউ ভিলেজ এবং তহশিলের সংখ্যার তুলনায় তহশিলদার এবং আমিনের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় তাঁদের উপর প্রচণ্ড কাজের চাপ পড়ছে। বিশেষ করে, জনসাধারণের চাহিদা অনুযায়ী সময়মতো ডিমারক্যাশনের কাজ সম্পন্ন হচ্ছে না। ফলে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে জনসাধারণ হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলে মেনে নেন রাজস্ব মন্ত্রী। তাই তিনি মনে করেন, জনসাধারণকে অনিচ্ছাকৃত হয়রানির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায় অবস্থিত আইটিআই এবং রাজস্ব দফতরের আরএসটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের জমি মাপার কাজে যুক্ত করা যেতে পারে।

মন্ত্রী জানান, আরএসটিআই এবং আইইটআই থেকে এখন পর্যন্ত ১২৩ জন শিক্ষিত যুবক-যুবতীকে লিখিত এবং মৌখিক-সহ হাতে-কলমে পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তীর্ণদের প্রশিক্ষণ দিয়ে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। তার মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরায় ৫২ জন, সিপাহিজলা জেলায় ২৩ জন, খোয়াই জেলায় ১১ জন, ধলাই জেলায় ৯ জন, উত্তর জেলায় ১ জন, ঊনকোটি জেলায় ৩ জন, গোমতি জেলায় ১০ জন এবং দক্ষিণ জেলায় ১৪ জনকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, তাঁদের তালিকা ৮ জেলার জেলাশাসক, মহকুমাশাসক এবং সাব-রেজিস্ট্রি অফিসেও পাঠানো হয়েছে।

তিনি বলেন, জনসাধারণ লাইসেন্সপ্রাপ্ত বেসরকারি সার্ভেয়ারদের মাধ্যমে জমি ডিমারক্যাশন করাতে পারবেন। এ-ক্ষেত্রে ডিমারক্যাশনে পারিশ্রমিক দেওয়ার ক্ষেত্রে জমির মালিক এবং বেসরকারি সার্ভেয়াররা উভয়ে মিলে ফি ঠিক করে নেবেন। রাজস্ব মন্ত্রীর কথায়, নয়া এই পদ্ধতিতে একদিকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষিত যুবক-যুবতীর একাংশের কর্মসংস্থান হবে। পাশাপাশি জনসাধারণের জমির পরিমাপ সংক্রান্ত সমস্যাও লাঘব হবে।

গর্বিত ভারত

● প্রথম পাতার পর

আমাদের বিজ্ঞানীদের পাশে রয়েছে প্রত্যেকটি দেশবাসী। ভবিষ্যতের প্রচেষ্টার জন্য শুভ কামনা।"

এতদিনের পরিশ্রম বিফলে যায়নি, বরং আরও অনেক পথ ভাঙা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারতীয় মহাকাশ অভিযানের ভিত্তি স্থাপন করল চন্দ্রযান ২। ইসরোর পাশে দাঁড়িয়ে টুইট করে একথাই জানালেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। চাঁদের মাটি ছোঁওয়ার ঠিক আগে শনিবার ভোররাতে বিক্রম ল্যান্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে ইসরো। তবে এতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই বলে জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। ইসরোর প্রতি শুভেচ্ছা বার্তা টুইট করে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বললেন, 'ইসরোর বিজ্ঞানীরা গোটা দেশের কাছে অনুপ্রেরণা। তাঁদের এতদিনের চেষ্টা বিফল হয়নি। চন্দ্রযান ২ মিশনের সকলের বৈজ্ঞানিকদের কঠোর পরিশ্রমের জন্য তাঁদের অভিনন্দন। আরও অনেক পথ ভাঙা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারতীয় মহাকাশ অভিযানের ভিত্তি স্থাপন করল চন্দ্রযান ২।' চাঁদের মাটি থেকে মাত্র ২.১ কিলোমিটার যখন দূরে বিক্রম, তখনই এর সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে ইসরো। তার আগে পর্যন্ত সবকিছু ঠিক ছিল। কংগ্রেসের তরফেও টুইট করে ইসরোর বিজ্ঞানীদের পাশে থাকার বার্তা দেওয়া হয়েছে।

শনিবার সকালে ইসরো-র বিজ্ঞানীদের অভিবাদন জানিয়ে টুইটার মারফত ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, 'ভারত এবং সে দেশের বিজ্ঞানীদের জন্য আমরা গর্বিত। শেষ মুহূর্তে চন্দ্রযান-২ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে, তবে সাহসিকতা এবং কঠোর পরিশ্রম ঐতিহাসিক ছিল।' ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর আত্মবিশ্বাস, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং টিম ইসরো-র চাঁদ ছোঁওয়ার স্বপ্ন একদিন সফল হবেই।

চার বলে চার উইকেট, টি ২০-তে ইতিহাস গড়লেন স্লিঙ্গা মালিঙ্গা

দ্য ওয়াল ব্যুরো: ক্রিকেট কেরিয়ারের শেষ ধাপে এসে পৌঁছেছেন তিনি। টেস্ট ও ওয়ান ডে ক্রিকেট থেকে আগেই অবসর নিয়েছেন। কেবল টি ২০ ক্রিকেট খেলেন। কিন্তু দম কমলেও তাঁর বলের ধার যে একটুও কমেনি তা আরও একবার বুঝিয়ে দিলেন শ্রীলঙ্কার পেস বোলার লাসিথ মালিঙ্গা। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টি ২০ ম্যাচে পরপর চার বলে চার উইকেট তুলে নিলেন তিনি। সেইসঙ্গে টি ২০ ক্রিকেটে প্রথম বোলার হিসেবে ১০০ উইকেটের মাইলস্টোন ছুঁলেন মালিঙ্গা। এই ম্যাচে শ্রীলঙ্কা প্রথমে ব্যাট করে ১২৫ রান করেছিল। সবাই ভেবেছিলেন সহজেই সেই রান টপকে যাবে কিউয়িরা। কিন্তু ধাক্কা দিলেন মালিঙ্গা। ম্যাচের তৃতীয় ওভারের শেষ চার বলে চার উইকেট তুলে নেন তিনি। পরপর কলিন মুনরো (বোল্ড), হামিশ রাদারফোর্ড (এলবিডাব্লু), কলিন ডি গ্র্যান্ডহোম (বোল্ড) ও রস টেলরকে (এলবিডাব্লু) আউট করেন তিনি। ১৫ রানে শূন্য উইকেট থেকে ১৫ রানে চার উইকেট হয়ে যায় নিউজিল্যান্ডের। সেখান থেকে আর ফিরতে পারেনি তারা। শেষ পর্যন্ত ৮৮ রানে অলআউট হয়ে যায় নিউজিল্যান্ড। চার ওভারে ছ”রান দিয়ে পাঁচ উইকেট নেন মালিঙ্গা। শুধু হ্যাটট্রিক করাই নয়, এ দিনই টি ২০ ক্রিকেটের ইতিহাসে আরেকটি মাইলস্টোন ছুঁলেন মালিঙ্গা। প্রথম বোলার হিসেবে ১০০ উইকেট নিলেন মালিঙ্গা। মুনরোকে বোল্ড করার সঙ্গে সঙ্গেই এই রেকর্ড গড়েন তিনি। ৭৬ ম্যাচে এই ১০০ উইকেট নিয়েছেন মালিঙ্গা। এর আগে এই রেকর্ড ছিল পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক শাহিদ আফ্রিদির কাছে। টি ২০ ক্রিকেটে তাঁর ৯৭ উইকেট রয়েছে। অবশ্য এই প্রথম চার উইকেট নেননি মালিঙ্গা। এর আগে ২০০৭ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এক ম্যাচে পরপর চার বলে চার উইকেট নিয়েছিলেন মালিঙ্গা। যদিও সেই ম্যাচে এক উইকেটে ম্যাচ হেরে যায় শ্রীলঙ্কা।

রাহুল নয়,একে টেস্টে ওপেন করতে দেখতে চায় গৌতম গম্ভীর

সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট ম্যাচ গুলোতে রোহিত শর্মাকে ওপেন করার সুযোগ দেওয়া হোক, এমনটাই চাইছেন ভারতের প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটার গৌতম গম্ভীর।' আমি সৌরভ গাঙ্গুলির বক্তব্য কে সমর্থন করি।ভারতের ক্রিকেট বোর্ড এর আগেও একাধিক ক্রিকেটারদের ওপেন করার সুযোগ দিয়ে পরীক্ষা- নিরীক্ষা করেছে।আগে বীরেন্দ্র সেহওয়াগ এবং দীপ দাশগুপ্ত কে দেখেছি ওপেন করতে।রোহিত দীপের তুলনায় অনেকটাই ভালো, তাই আমার মনে হয় যদি আসন্ন সিরিজ গুলোতে তাকে সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে ও বাকীদের তুলনায় ভালোই করবে।' মন্তব্য রোহিতের।কে এল রাহুলের হতশ্রী পারফরম্যান্সের পর মনে করা হচ্ছে আগামী সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে ওপেনিং করতে এক নতুন ক্রিকেটারকে দেখতে পাওয়া যাবে, আর সেক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে রোহিত।কারণ পৃথ্বী শাহ এই মুহূর্তে নির্বাসিত রয়েছে।এখন দেখার বিষয়ে টিম ম্যানেজমেন্ট রোহিত কে সুযোগ দেয় , নাকি অভিমন্যু ইশ্বরনের।ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে শুরু করে ভারতের 'এ 'দল , সর্বত্র দারুণ পারফরম্যান্স করতে দেখা গেছে অভিমন্যু কে।এমনকি দীলিপ ট্রফির ফাইনালে তার ব্যাট থেকে এসেছে একটি দ্বিশতরানের ইনিংস।গতবছর সাউথ আফ্রিকা সফরে টেস্ট দলে সুযোগ হয়নি রাহুলের।যদিও অস্ট্রেলিয়া সফরে কামব্যাক করেছিলেন তিনি।যদিও পরবর্তী সময়ে তার বদলে দলে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল হনুমা বিহারী কে।এমনকি সদ্য শেষ হওয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্টেও তাকে রাখা হয়েছিল প্রথম একাদশে।এইমুহূর্তে একাধিক ক্রিকেটারের নাম উঠে আসছে ওপেনিং করার বিষয়ে।আছেন মায়াঙ্ক অগ্রবাল এবং অভিমুন্য ইশ্বরন।আগামী বছর নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবে ভারতীয় ক্রিকেট দল।এখন তার মধ্যে একজন ওপেনারকে খুঁজে পাওয়া একটি বড়ো চ্যালেন।এখনো অবধি ২৭ টি টেস্ট ম্যাচে রোহিত করেছেন ১৫৮৫ রান।২০১৩ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে অভিষেক হয় তার।প্রথম দুই টেস্টে আছে তার দুটো শতরান।আগামী ২ রা অক্টোবর থেই বিশাখাপত্তনমে শুরু হতে চলেছে সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজ।

ইউএস ওপেনের ফাইনালে নাদাল

আজকাল ওয়েবডেস্ক: ১৯ নম্বর গ্রান্ড স্লাম থেকে আর একধাপ দূরে রাফায়েল নাদাল। পৌঁছে গেলেন ইউএস ওপেনের ফাইনালে। শুক্রবার পুরুষ সিঙ্গলসের সেমিফাইনালে নাদাল হারান ইতালির মাতেও বেরেত্তিনিকে। খেলার ফল নাদালের পক্ষে ৭—৬, ৬—৪, ৬—১।এই নিয়ে পাঁচবার ইউএস ওপেনের ফাইনালে উঠলেন নাদাল। জিতেছেন তিনবার। এবার জিতলে চতুর্থ ইউএস ওপেন খেতাব হবে নাদালের। রবিবার ফাইনালে নাদালের প্রতিপক্ষ রাশিয়ার পঞ্চম বাছাই ড্যানিল মেডভেডেভ। প্রথমবার কোনও গ্রান্ড স্লামের ফাইনালে ওঠার পথে মেডভেডেভ হারালেন বুলগেরিয়ার গ্রিগর দিমিত্রভকে। যিনি আবার কোয়ার্টার ফাইনালে রজার ফেডেরারকে হারিয়ে দিয়েছিলেন। মেডভেডেভ জিতেছেন ৭—৬, ৬—৪, ৬—৩ ফলে। ফাইনালে ওঠার পর নাদাল বলেছেন, 'মরশুমের শুরুতে চোটের জন্য বেশ পিছিয়ে পড়েছিলাম। ফের ছন্দে ফিরেছি।' কেরিয়ারের ২৭ নম্বর গ্রান্ড স্লাম ফাইনাল খেলতে নামবেন নাদাল। জিততে পারলে ১৯ নম্বর মেজর হয়ে যাবে স্প্যানিশ তারকার। সামনে শুধু রজার ফেডেরার (২০)। গত মাসে মন্টিল ওপেনের ফাইনালে মেডভেডেভকে হারিয়েছিলেন নাদাল। রবিবার দু'জনের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ হবে। প্রতিপক্ষের প্রশংসা করে নাদাল বলেছেন, 'ফাইনালে যথেষ্ট কঠিন লড়াই। প্রতিপক্ষ শক্তিশালী। আমাকে সেরাটা দিতে হবে।'

বার্সা ছাড়ছেন মেসি ক্লাব প্রেসিডেন্টের কথায় ফুটবল মহলে জল্পনা

বার্সেলোনা: সমর্থকদের কথায় মেসি ও বার্সা "একই বৃন্তে দু"টি কুসুম" !আর্জেন্তাইন সুপারস্টার লিওনেল মেসির সঙ্গে স্প্যানিশ জায়ান্ট বার্সেলোনার চুক্তি রয়েছে ২০২১ পর্যন্ত। কিন্তু ক্লাব প্রেসিডেন্ট জোসেপ মারিয়া বাতর্ৗমেউ"র কথায় মেসি চাইলে মরশুম শেষে বার্সা ছাড়তে পারেন। বার্সা প্রেসিডেন্টের এই বক্তব্যের পরই ফুটবলমহলে জল্পনা শুরু হয়ে যায়। তাহলে কি বার্সা"র সঙ্গে দীর্ঘ ১৫ বছরের সম্পর্ক শেষ হচ্ছে মেসি ?২০১৭-এর নভেম্বরে বার্সার সঙ্গে মেসি নতুন চুক্তি হওয়ার পর বার্সা সমর্থকরা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। কিন্তু এখন তাঁরা ভাবতেই পারেন, বার্সার প্রতি মেসির ভালোবাসায় "শর্ত" জড়িয়েছে।১৫ বছর আগে অর্থাত ২০০৪ সালে বার্সেলোনার সিনিয়র দলের হয়ে অভিষেক হয় মেসির। এরপর ২০০৫ তাঁর সঙ্গে চুক্তি করে ক্লাবটি। তবে আর্জেন্তাইন তারকা ফুটবলারের সঙ্গে বার্সার সর্বশেষ চুক্তি হয় ২০১৭-এর নভেম্বরে। ২০০৫-২০১৭ পর্যন্ত মোট আটবার মেসির সঙ্গে চুক্তি নবিকরণ করে লা-লিগার ২৬ বারের চ্যাম্পিয়ন ক্লাবটি। বার্সেলোনার হয়ে এখনও পর্যন্ত মোট ৬৮৭টি ম্যাচ খেলেছেন মেসি। গোল করেছেন ৬০৩টি। আর গোল করতে সহযোগিতা করেছেন ২৪২টি।

বার্সেলোনা ফুটবল ক্লাবের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার ক্ষেত্রে জাভির পরই রয়েছেন মেসি।জানা গিয়েছে, চুক্তি অনুযায়ী মেসির বয়স যখন ৩২ পেরিয়ে যাবে, তখন তিনি ইচ্ছে করলে বার্সেলোনা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে পারবে। এমনকি তিনি যদি কোনও নন-এলিট ক্লাবে যোগ দেন তাহলে ফ্রি-তেই ফুটবলের রাজপুত্রকে ছাড়তে পারে বার্সা। মেসির বয়স এখন ৩২। সুতরাং ২০২০ সালের জানুয়ারিতে বার্সেলোনা ছেড়ে অন্য কোনও ক্লাবে যোগ দিতে পারবেন তিনি।পাঁচবারের ব্যালন ডি"অর জয়ী মেসি ১৫ বছর ধরে একই দলে খেলে যে শুধু বার্সার ভরসা হয়ে উঠেছেন তাই নয়, তিনি দলের সেরা অস্ত্রও বটে। বার্সা প্রেসিডেন্ট মনে করেন, চুক্তি অনুযায়ী মেসি মুক্ত হলেও তাঁদের মধ্যে এতদিনের সম্পর্কের পারস্পরিক বিশ্বাসটাই আসল। তবে শুধু মেসি নয়, একইরকম চুক্তি করা হয়েছিল কিংবদন্তি জাভি, পুওল এবং ইনিয়েস্তার সঙ্গেও। তিনি বলেন, "এদের মতো বড় প্লেয়ারদের এই স্বাধীনতা থাকাই উচিত। যদিও আমাদের চিন্তার কারণ নেই। এরা বার্সার প্রতি যথেষ্ট দায়বদ্ধ। আমরা চাই মেসি ২০২১-এর পরেও বার্সার হয়েই খেলুক।"

কাদিরের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন, স্মৃতিতে ডুব শচীনের

আজকাল ওয়েবডেস্ক: শুক্রবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৬৩ বছর বয়সেই মারা গেছেন পাকিস্তানের কিংবদন্তি লেগস্পিনার আবদুল কাদির। তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত ক্রিকেটবিশ্ব। অনেকেই স্মৃতিচারণা করেছেন। তারমধ্যে শচীন তেন্ডুলকারও রয়েছেন।

কেরিয়ারের শুরুতে কাদিরের বিরুদ্ধে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলেছিলেন শচীন। তাঁর বয়স তখন ১৬। কাদিরের বিরুদ্ধে একাধিক আক্রমণাত্মক শট খেলেছিলেন শচীন। তিনি বলেছেন, 'কাদিরের বিরুদ্ধে খেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। তাঁর সময়ের অন্যতম সেরা বোলার। কাদিরের পরিবারের জন্য রইল আমার সমবেদনা।' ভারতের অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন বলেছেন, 'আবদুল কাদিরের মৃত্যুর খবরে মর্মাহত। পাকিস্তানের কিংবদন্তি বোলার ছিলেন। তাঁর পরিবার ও বন্ধুদের জন্য রইল সমবেদনা।' হরভজন সিং বলেছেন, 'আবদুল কাদিরের মৃত্যুর খবর শুনে খারাপ লাগছে। দু'বছর আগে দেখা হয়েছিল। কথা হয়েছিল অনেকক্ষণ। চ্যাম্পিয়ন বোলার। ভাল মানুষ ছিলেন। আপনাকে মিস করব। পরিবারের জন্য রইল সমবেদনা।' ভিভিএস লক্ষ্মণ বলেছেন, 'বোলিং অ্যাকশন ছিল একেবারে আলাদা। ক্রিকেট বিশ্বের অন্যতম সেরা লেগস্পিনার ছিলেন।' অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন কিংবদন্তি লেগস্পিনার শেন ওয়ার্ন বলেছেন, 'খুব খারাপ খবর। ১৯৯৪ সালে প্রথমবার পাক সফরে গিয়ে কাদিরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন।' পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বলেছেন, 'বন্ধুকে হারালাম। ভাল বোলার ছিল। দেশের সেবা করে গেছে।'

আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন সামি, দেশে ফিরবেন ১২ সেপ্টেম্বর

আজকাল ওয়েবডেস্ক: টিম ইন্ডিয়ার পেসার মহম্মদ সামির নামে জারি হয়েছে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। ১৫ দিনের মধ্যে আলিপুর আদালতে হাজিরা দিতে হবে। না হলে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকর করা হবে। মহম্মদ সামির বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য হিংসার মামলা করেছিলেন স্ত্রী হাসিন জাহান। তার সঙ্গে আরও একাধিক অভিযোগ ছিল সামির নামে। তাঁর দাদার বিরুদ্ধেও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে।কিছুটা হলেও চাপে রয়েছেন সামি। ইতিমধ্যেই সামি যোগাযোগ করেছেন তাঁর আইনজীবী সেলিম রহমানের সঙ্গে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছেন সামি।

বোর্ড সূত্রে জানা গেছে ১২ সেপ্টেম্বর দেশে ফিরবেন সামি। তারপর সম্ভবত আলিপুর আদালতে যাবেন হাজিরা দিতে। তবে সামি যাই করবেন, সবটাই বোর্ড ও আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করেই। বোর্ড সূত্রে জানানো হয়েছে, "ক্যারিবিয়ান সফর শেষ করে সামি এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন। ১২ সেপ্টেম্বর দেশে ফিরবেন সামি।

আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। বোর্ডের সঙ্গেও গোটা বিষয়ে কথা হয়েছে।"২ সেপ্টেম্বর মহম্মদ সামির নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড যে সামির পাশে রয়েছে তা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে।

বিপক্ষ হয়েই খেলতে হবে মার্কোস-গার্সিয়াকে

বদলে গেল দুই বন্ধুর ঠিকানা। একজন আছেন ইস্টবেঙ্গলে, আর একজনের জায়গা হতে চলেছে চার্চিল ব্রাদার্সে। কথা হচ্ছে লাল-হলুদ স্ট্রাইকার মার্কোস দে লা এসপারা ও জোয়াকুইন গার্সিয়াকে নিয়ে। লাল-হলুদ জার্সিতে ইতিমধ্যেই কলকাতা লিগ খেলছেন মার্কোস। আর গার্সিয়ার ঠিকানা হল মান্ডবীর তীরে চার্চিল ব্রাদার্স।হংকং থেকেই দুই স্পেনীয় ফুটবলারের বন্ধুত্ব। মার্কোস খেলতেন কিটচিতে। আর গার্সিয়ার ঠিকানা হল মান্ডবীর তীরে চার্চিল ব্রাদার্স।হংকং থেকেই দুই স্পেনীয় ফুটবলারের বন্ধুত্ব। মার্কোস খেলতেন কিটচিতে। পরে সাদার্নে। জোয়াকুইন খেলতেন ড্রিমস স্পোর্টস ক্লাবে। দীর্ঘ দিন ধরেই তিনি এশিয়ার ক্লাবে খেলছেন। একই দেশের দুই ক্লাবে খেলার সময় থেকেই মার্কোস ও জোয়াকুইনের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তা ছাড়া জোয়াকুইন ও মার্কোসের বান্ধবীরা একে অপরের খুব ভাল বন্ধু। সেই সুবাদে দুই ফুটবলারের সম্পর্ক আরও গাঢ় হয়। মার্কোস পরে হংকং ছেড়ে ফিরে যান স্পেনে। জোয়াকুইন থেকে যান হংকংয়েই। তবে দুই বন্ধুর ক্লাব বদলে গেলেও ভাঁটা পড়বে না বন্ধুত্বে। তাই মার্কোস-গার্সিয়া বন্ধুত্ব অটুট থাকবে, এমনটাই দাবি করেছেন এই দুই ফুটবল তারকা।

"ও প্রতারক" বলে ডাকল দর্শকরা, অদ্ভুত ভঙ্গিতে সাড়াও দিলেন ডেভিড ওয়ার্নার

নিজস্ব প্রতিবেদন : এমন নয় যে তাঁকে এই প্রথমবার প্রতারক বলে ডাকা হল। এর আগেও বিপক্ষ দলের দর্শকরা তাঁর মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য এসব করেছেন। মাঠে নামার আগেই ডেভিড ওয়ার্নারকে প্রতারক, ফেরেববাজ বলে ডাকা হয়েছে। তবে সেবারও ওয়ার্নার মাথা ঠান্ডা রেখে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছিলেন। গোটা বিশ্বকাপে একাধিকবার তাঁকে এমন পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়েছে। অ্যাসেজ শুরু হওয়ার পরও সেই ধারা চলছিল। ওয়ার্নার বাউন্ডারি লাইনে ফিল্ডিং করতে গেলেই ইংল্যান্ডের দর্শকরা তাঁকে স্লেজিং করছিলেন। তবে একবারের জন্যও ওয়ার্নারকে বিচলিত হতে দেখা যায়নি।অ্যাসেজের চতুর্থ টেস্টের তৃতীয় দিন আরও একবার ওয়ার্নারকে শুনতে হল টিটকিরি। গোটা অস্ট্রেলিয়া দল গ্র্যান্ডস্ট্যান্ড প্লেয়ার্স এরিয়া থেকে মাঠের দিকে আসছিল। সেই সময় ওয়ার্নারকে লক্ষ্য করে কিছু দর্শক "ও প্রতারক" বলে ডাকতে শুরু করেন। ওয়ার্নার একটুও ঘাবড়ে যাননি। বরং তিনি মাঠে নামার সময় সেই দর্শকদের দিকে তাকিয়ে থাম্বস-আপ দেখান।

এবং মুখে এমন আওয়াজ করেন যেন এই ধরণের টিটকিরি তাঁকে আরও উজ্জীবিত করে দেয়। চলতি অ্যাসেজে একেবারেই ফর্মে নেই ওয়ার্নার। সাত ইনিংস ব্যাট করে একবার মাত্র ৬১ রানের ইনিংস খেলেছেন। বাকি ছয় ইনিংসে একবারও তাঁর রান দুই অঙ্কের ঘরে যায়নি। সাত ইনিংস মিলিয়ে তাঁর মোট রান ৭৯।স্যান্ডপেপার গেট কাণ্ডের পর থেকেই দর্শকদের থেকে টিটকিরি শুনতে হয়েছে ওয়ার্নারকে। স্যান্ডপেপার গেট-এর পর আরেক অভিযুক্ত স্টিভ স্মিথকেও শুনতে হয়েছে একের পর এক টিটকিরি। কিন্তু স্মিথ বা ওয়ার্নারের কেউই দমে যাননি। বরং নতুন উদ্যমে পারফর্ম করতে নেমেছেন।

কেকেআর-এর অধিনায়ক বদল, জেনে নিন কে হলেন নতুন অধিনায়ক?

আসন্ন ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে বদলে এক নতুন অধিনায়ককে পেতে চলেছে ট্রিনবাগো নাইট রাইডার্স।সম্প্রতি একটি প্রাক্টিস ম্যাচে তাদের বর্তমান অধিনায়ক ডোয়েন ব্রাভো চোট পাওয়ার জন্য ইতিমধ্যে ছিটকে গেছেন ,তাই দলের তরফে ঘোষিত হলো নতুন অধিনায়ক কায়রন পোলার্ডের নাম। প্রসঙ্গত, এই প্রথমবার 'টি কে আর ' কে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পেলেন পোলার্ড।অন্যদিকে অধিনায়ক হওয়ার পর দলের জন্য ভালো কিছু করার বিষয়ে আশাবাদী পোলার্ড।গোটা দলের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত তিনি।এর আগে আমরা এই তারকা ওয়েস্ট ইন্ডিজ অলরাউন্ডারকে একাধিক ম্যাচে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে দুরন্ত সব ইনিংস খেলতে দেখেছি।ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি বোলিং টাও দারুণ করে এই ক্রিকেটার।

TRIPURA URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT AUTHORITY (TUDA)
NOTICE

A **"Customer Meet"** will be held at. **Pragna Bhawan Hall No. 1 at 5.30 P.M. on 11th September, 2019.** The customers who have booked their Flat through On-line Booking System on Tripura Urban Planning and Development Authority (TUDA) at-**Vivekananda Market Site** near Ka **UD Land Site** near Bhagat Singh Hostel, Kunjaban are cordially requested to attend the **MEET.**

ICA/D-898/19-20
Sd/-
Commissioner (TUDA)

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: 07/EE/DD/ PWD(R&B)/2019-20.Dated 30.08.2019

The Executive Engineer, Dharmanagar Division, PWD (R&B), Dharmanagar, North Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed Percentage rate tender(s) from Central & State Public Sector undertaking; Enterprise and eligible Contractors / Firms /Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD /Railway / Other State PWD up to **3.00 P.M.** on **21.09.2019** for the following work:-

Sl No.	Name of the work	Estimated Cost	Earnest Money Cost of Tender Form	Time for completion
1.	Maintenance of different Govt.Residential PWD quarter under PWD (R&B) Dharmanagar Sub-Division, Dharmanagar during the year 2019-20/ SH: Plastering, Wood work, Steel work, Brick Finishing work, Water supply and Sanitary etc. DNIT. NO : 20/EE/DD/ PWD(R&B)/2019-20.	Rs. 4,97,970.00	Rs. 4,980.00	4(four) Months

Other necessary detailed information can be seen in the Division office from 11.00 AM to 4.00 PM during office hours on all working days between 30-08-2019 to 17-09-2019.

(Er. H. Darlong)
Executive Engineer
ICA/C-1045/19 **Dharmanagar Division, PWD (R&B)**
Dharmanagar, North Tripura.

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Dated, Agartala, the 6th September, 2019

Sealed quotations are hereby invited on behalf of the Governor of Tripura from the manufacturers / authorized dealers / distributors / reputed resourceful firms having experience for supplying, fitting-fixing and initialization / commissioning of Biometric Attendance System at the Tripura State Museum, Ujjayanta Palace, Agartala.

The sealed Quotations in plain white paper along with all necessary documents should reach to the office of the Tripura State Museum, Ujjayanta Palace, Agartala during the office hours **(11:00 a.m. to 6:30 p.m.)** of the working days on or before **17/09/2019** positively. The sealed quotations would be opened. at the office of the undersigned preferably within 3(three) days of the last date of receiving the Quotations in presence of the bidders, unless decided otherwise.

The specifications as well as terms & conditions may be seen in the Departmental website **(www. highereducation. tripura.gov.in).**

(P.B. Bhattacharjee)
ICA/C-1048/19 **Archivist Cum Head of Office & DDO**
Tripura State Museum

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

রাজ্যে সুশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরির জন্য ক্লাবগুলিকে দায়িত্ব নিতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। ক্লাবগুলিকে নিজ নিজ এলাকা নেশামুক্ত এবং নারী নির্যাতনমুক্ত রাখার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। সেই সাথে আদর্শ ত্রিপুরা গঠনের মানসিকতা সম্পন্ন পাড়া, গ্রাম, শহর গড়ে তুলতে হবে। খেলাধূলাকে নতুন দিশায় নিয়ে যেতে হবে। ফিট ইণ্ডিয়া, ফিট ত্রিপুরা গড়ে তুলতে হবে। তবেই এক দীপা কর্মকার নয় সহ' দীপা কর্মকার ত্রিপুরার মাটি থেকে উঠে আসবে। আজ আগরতলার নেতাজী চৌমুহনীস্থিত এন এস আর সি সি'র ইণ্ডোর হলে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে সারা রাজ্যের রেজিস্ট্রিভুক্ত প্রাইমারি স্পোর্টস বডি (ক্লাব) গুলির মধ্যে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার ক্রীড়া দপ্তরের মাধ্যমে ১,১৩৫টি প্রাইমারি স্পোর্টস বডিকে ক্রীড়া সামগ্রী দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ক্লাব সংস্কৃতি আমাদের রাজ্যে বহু পুরনো। ক্লাবগুলিকে একত্রিত করে সমাজে ভালো কিছু করা সম্ভব। সেই লক্ষ্যে বর্তমান রাজ্য সরকার এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, রাজ্যে সুশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি করাও সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। সবকা সাথ, সবকা বিকাশ এই শ্লোগানটিকে মাথায় রেখে ক্লাবগুলিকে তার নিজস্ব অঞ্চলে খেলাধূলার পরিবেশ তৈরি করার জন্য বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন, সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনে শুধুমাত্র পুলিশকে দায়িত্ব পালন করলেই হবে না, পাশাপাশি ক্লাবগুলিকেও তাদের নির্দিষ্ট এলাকায় যাতে কোন ধরণের অবৈধ কার্যকলাপ প্রশ্রয় না পায় সেই দিকেও বিশেষ নজর দিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ক্লাবগুলিকে আন্তর্জাতিক বা দেশের স্বীকৃত খেলাধূলাগুলির উপরই বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজী চাইছেন দীপা কর্মকার, আর্শিয়া দাস, হীমা দাস, পি টি উষার মতো খ্যাতি সম্পন্ন আরও খেলোয়াড় যেন ক্লাবগুলির উদ্যোগেই উঠে আসে। ক্লাবগুলিও সেই দিশাতেই কাজ করবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশাবাদী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজী চলতি বছরের ২৯ আগস্ট সারা দেশব্যাপী ফিট ইণ্ডিয়া অভিযান কর্মসূচি শুরু করেছেন। ভারতবর্ষের শেষ প্রান্তে বসবাসকারী ব্যক্তিটির কাছে ফিট থাকার বার্তা পৌঁছে দিতে চাইছেন এই কর্মসূচির মাধ্যমে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব বলেন, রাজ্যে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর খেলাধূলার মানোন্নয়নে ক্রীড়া দপ্তর বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। রাজ্যের যুব সম্পদায়কে মাঠমুখী করার জন্য ক্লাবগুলির হাতে বিভিন্ন খেলাধূলার সামগ্রী তুলে দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, জাতীয় স্কুল গেমসে অনুর্ধ-১৭ বালিকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় রাজ্য প্রথম স্থান অধিকার করেছে। জাতীয় স্কুল গেমসের দুটি আসর যথাক্রমে জিমনাস্টিক এবং ফুটবল আসর সফলভাবে করার সুবাদে স্কুল গেমস ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়া ত্রিপুরাকে পুরস্কৃত করেছে।

তিনি বলেন, ক্লাবগুলির সাথে ক্রীড়া দপ্তরের একটি সুসম্পর্ক গড়ে উঠুক এবং অদূর ভবিষ্যতেও তা যেন অটুট থাকে সেই দিকেও দ'ষ্টি দিতে হবে। রাজ্যের যুব সম্পদায় যেন নেশার প্রতি আসক্ত না হয়ে খেলাধূলার প্রতি আক'ষ্ট হয়ে উঠে সেই দিকেও নজর রাখতে হবে। খেলাধূলার পরিকাঠামোগত উন্নয়নেও সরকার গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে বলে তিনি জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. দেবাশীষ বসু। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা শরদিন্দ চৌধুরী। অনুষ্ঠান মঞ্চে ১৫টি ক্লাবের ক্লাব প্রতিনিধিদের হাতে ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ। সব মিলিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার মোট ১,১৩৫টি প্রাইমারি স্পোর্টস বডিকে ক্রীড়া সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে।

১০০ শতাংশ ল্যান্ডলাইন পরিষেবা চালু জম্মু ও কাশ্মীরে, শান্তি বিঘ্নিত করার চেষ্টা করছে পাকিস্তান ঃ অজিত দোভাল

শ্রীনগর, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলোপের সিদ্ধান্ত প্রণয়নের সময় থেকেই কাশ্মীর উপত্যকায় ঘাঁটি গেড়েছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালঊ কখনও উত্তর কাশ্মীর, কখনও আবার দক্ষিণ কাশ্মীরের সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেনঊ রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলেছেন সাধারণ মানুষের সঙ্গেওঊ জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলোপের পর কেটে গিয়েছে এক মাসেরও বেশি সময়ঊ বহু জায়গায় এখনও প্রতিবন্ধকতা বজায় রয়েছে, ইন্টারনেট পরিষেবাও বন্ধ রয়েছেঊ এই পরিস্থিতিতে জম্মু ও কাশ্মীরের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে শনিবার (৭ সেপ্টেম্বর) 'রিপোর্ট কার্ড' দিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালঊ জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল জানালেন, 'আমি নিশ্চিত অধিকাংশ কাশ্মীরি ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলকে সমর্থন করেছেনঊ তাঁরা বৃহত্তর সুযোগ, সুন্দর ভবিষ্যত, অর্থনৈতিক প্রগতি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ দেখতে পাচ্ছেনঊ শুধুমাত্র কয়েকজন দুষ্কৃতীরাই বিরোধিতা করেছেঊ' ভারতীয় সেনাবাহিনীর কঠোরতা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে, এ প্রসঙ্গে দোভাল বলেছেন, 'সেনাবাহিনীর কঠোরতা নিয়ে কোনও প্রশ্নই নেইঊ শুধুমাত্র রাজ্য পুলিশ (জম্মু ও কাশ্মীর) এবং কিছু কেন্দ্রীয় বাহিনী আইন-শৃঙ্খলার বিষয়টি দেখছেঊ সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে সেনাবাহিনীঊ' অজিত দোভাল এদিন জানিয়েছেন, 'জম্মু ও কাশ্মীরের ১৯৯টি পুলিশ স্টেশন এলাকার মধ্যে শুধুমাত্র ১০টি থানা এলাকায় প্রতিবন্ধকতা বজায় রয়েছে, বাকি থানা এলাকায় কোনও নিষেধাজ্ঞা নেইঊ জম্মু ও কাশ্মীরের ১০০ শতাংশ ল্যান্ডলাইন পরিষেবা চালু হয়েছেঊ ভৌগোলিক দিক দিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের ৯২.৫ শতাংশ অঞ্চল বিধিনিষেধ মুক্তঊ'
জম্মু ও কাশ্মীরের শান্তি বিঘ্নিত করতে লাগাতার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তানঊ জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের কথায়, 'পাকিস্তান লাগাতার সমস্যা তৈরি করার চেষ্টা করছেঊ ২৩০ জন জঙ্গিকে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ অনুপ্রবেশ করেছে, কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছেঊ পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীদের হাত থেকে কাশ্মীরিদের রক্ষা করার জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধঊ সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমেই অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে পাকিস্তানঊ' অজিত দোভাল আরও জানিয়েছেন, "আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে পাকিস্তানি কমিউনিকেশন টাওয়ার ব্যবহার করছে জঙ্গিরাঊ তারা বার্তা পাঠাচ্ছে, বলতে শোনা গিয়েছে, 'আপেল ভর্তি এত ট্রাক কী করে চলছে? আটকাতে পারছো না? আমরা কি তোমাদের জন্য হাতের চুড়ি পাঠাব?"
জম্মু ও কাশ্মীরের রাজনৈতিক নেতাদের বন্দি হওয়া প্রসঙ্গে অজিত দোভাল বলেছেন, 'তাঁদের (জম্মু ও কাশ্মীরের রাজনৈতিক নেতারা) মধ্যে কারও বিরুদ্ধেই ফৌজদারি অপরাধ অথবা দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা

ছয়ের পাতায় দেখুন

বাম দুর্গ উত্তর ত্রিপুরার কুর্তিকে ছিনিয়ে নিয়ে উন্নয়নের জোয়ারে ভাসিয়েছে বিজেপি সরকার

চোরাইবাড়ি (ত্রিপুরা), ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বাম বিধায়ক ইসলাম উদ্দিনের গ্রাম যেটা ছিল এককালের লাল দুর্গ।এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপি দলের হওয়ায় বর্তমান সরকার নিচ্ছে নানা উদ্যোগ। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নির্দেশে জেলাশাসক , ব্লক আধিকারিক সহ সমস্ত লাইন ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকদের নিয়ে স্পেশাল গ্রাম সভা অনুষ্ঠিত হয় কুর্তিতে।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলার জেলাশাসক রেভেল এইচ কুমার, ত্রিপুরার শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায়, কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব সহ অন্যান্যরা। এই স্পেশাল গ্রাম সভায় জনগণ তাদের দাবিগুলো সরাসরি তুলে ধরে। রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ সহ কুর্তি গ্রাম পঞ্চায়েতে রয়েছে বিরাট সমস্যা। স্কুল গুলির ও সমস্যা রয়েছে। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে এলাকার জনসাধারণ থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধি শিক্ষক-কর্মচারীরা তাদের দাবি তুলে ধরেন। এই অনুষ্ঠান শুরুর আগে কুর্তি হাওরের জন্য দুখানা নৌকা এলাকাবাসীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। বর্ষার সময়ে কুর্তি হাওরে যে বন্যার সৃষ্টি হয় সে সময় নৌকো ছাড়া হাওর এলাকার মানুষের চলাচলের আর কোনো বাহন থাকে না তাই সরকারিভাবে দুটি নৌকা দেওয়া হয়।হাওরে বর্তমানে জল নেই তাই পঞ্চায়েতের পুকুরে এগুলি রাখা হয়েছে। স্পেশাল গ্রাম সভায় বিগত আমলের বিভিন্ন দুর্নীতির ইস্যু ও উঠে আসে। বিশেষ করে কৃষি দপ্তরের আই ডব্লিউ এম পি প্রজেক্টে কুর্তি এলাকায় থালগাঙ্গ ছড়া নামের একটি প্রজেক্টে কোটি কোটি টাকা লোপাট হয়েছে। যার সঠিক তদন্ত চান পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য আব্দুল খালেক। অপরদিকে ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায় বলেন কুর্তি হাওরকে নিয়ে সরকার পরিকল্পনা করছে। রাজ্য সরকার ভাবছে যাতে করে কূর্তী হাওয়রে বাঁধ নির্মাণ করে জলাধার সৃষ্টি করে যাতে মৎস্য চাষ করা যায়।কারণ এলাকার ৭০ শতাংশ মানুষ মৎস্যজীবী তারা উপকৃত হবেন এই প্রজেক্টে।

অসমকে ফের 'অশান্ত অঞ্চল' ঘোষণা, গোটা রাজ্যে বলবৎ আফস্পা

গুয়াহাটি, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসমে আরও ছয় মাসের জন্য বাড়ানো হয়েছে আর্মড ফোর্সেস (স্পেশাল পাওয়ার) অ্যাক্ট (আফস্পা বা এএফএসপিএ) ১৯৫৮। রাজ্যকে 'অশান্ত অঞ্চল' বিবেচনা করে অসম সরকার এর সময়সীমা আরও বাড়িয়েছে। গত ২৮ আগস্ট থেকে এই ঘোষণা কার্যকর হয়েছে বলে আজ এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
উগ্রপন্থীজনিত ঘটনাবলি গত কয়েক বছরে হ্রাস পেয়েছে বলে অসম থেকে 'অশান্ত অঞ্চল' এবং আফস্পা প্রত্যাহারের বিষয়ে বিভিন্ন মহলে চর্চা চলছিল। উগ্রপন্থী সংগঠন আলফা-র নাশকতায় রাজ্যের বহু নিরীহ মানুষের প্রাণ গিয়েছিল। তখনই, ১৯৯০ সালের ২৭ নভেম্বর অসমে সশস্ত্র বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন (আফস্পা) বলবৎ করা হয়।ইতিমধ্যে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে বলে রাজ্য সরকারের তথ্যের ভিত্তিতে সুদীর্ঘ ২৯ বছর পর গত মে মাসে অসম থেকে

দেশের অর্থব্যবস্থা পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারের দিকে এগিয়ে চলেছে ঃ প্রধানমন্ত্রী

মুম্বই, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দেশের অর্থনীতি পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারের দিকে এগিয়ে চলছে। আমাদের শহরগুলিকে একবিংশ শতাব্দীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের তৈরি করতে হবে, সুতরাং আগামী পাঁচ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাথমিক সুযোগ-সুবিধার জন্য ১০০ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করবে। মুম্বইয়ে মেট্রো রেল করিডরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে এমনই জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
মুম্বইয়ের গণেশ উতব শেষে প্রধানমন্ত্রী মূর্তি নিমজ্জন স্থানে প্লাস্টিকের ব্যাগ নিক্ষেপ করে দূষণ না ঘটানোর আবেদনও করেছেন। শনিবার মুম্বাইয়ের মেট্রো রেল করিডোরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী গণপতি বাপ্পা মরিয়া বলে গণেশ ভক্তদেরও অভিনন্দন জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল ভগত সিং কোশিয়ারি, মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, শিবসেনা সভাপতি উদ্ধব ঠাকরে সহ একাধিক নেতা।
প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, দেশে বর্তমানে ৮৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ মেট্রো প্রকল্পের কাজ চলছে। মুম্বইয়ে মেট্রো প্রকল্পের কাজ দ্রুত চলছে। মুম্বইয়ের মেট্রোর দৈর্ঘ্য আগামী পাঁচ বছরে ৩২৫ কিলোমিটার পথ বাড়বে। মুম্বইতে শুরু হয়েছে পরিবর্তন। আজ মেট্রো করিডোরের জন্য আরও ২০ হাজার কোটি টাকার কাজ শুরু হয়েছে। দেশের গতি মুম্বইয়ের গতির উপর নির্ভর করে। মেট্রো প্রকল্পের এই সমস্ত কাজ শেষ হলে মুম্বাইয়ের গতি বাড়বে। মুম্বইয়ের স্থানীয় রেলপথে আরও বেশি যাত্রী যাতায়াত করে, আসন্ন সময়ে আরও যাত্রী মেট্রোতে যাতায়াত করতে পারবেন। মেক ইন ইন্ডিয়ার মাধ্যমে ভারতে মেট্রো কোচও তৈরি করা হচ্ছে। সমস্ত ট্রিপ একক টিকিটে মুম্বাইয়ে করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। খুব শিগগিরই টিকিট স্কিম সারা দেশে প্রয়োগ করা হবে। লক্ষণীয় যে প্রধানমন্ত্রী মোদী মুম্বই ও আওরঙ্গবাদে একদিন সফরে এসেছেন। তিনি আওরঙ্গবাদে মহারাষ্ট্র রাজ্য পল্লী জীবন-জীবিকা মিশন (ইউএমইডি) আয়োজিত রাজ্য স্তরের মহিলা দক্ষতা মেলায় বক্তব্য দেবেন। প্রধানমন্ত্রী নাগপুরেও যাওয়ার কথা ছিল, যা বাতিল হয়ে গিয়েছে।
ইসরো প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন যে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কীভাবে নিবিড়ভাবে কাজটি করা হয়, তা ইসরোর বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে শেখা উচিত। প্রধানমন্ত্রী দাবি

ছয়ের পাতায় দেখুন

সদ্যোজাত শিশুর পঁচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৭ সেপ্টেম্বর ।। শনিবার গোমতী জেলা হাসপাতালের সামনে নবজাতক শিশুর পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। হাসপাতাল আবাসের সামনে পচাগলা মৃতদেহটি পড়ে রয়েছিল। একটি পলিথিনের ভিতরে পচাগলা দেহটি দেখতে পান আবাসিকরা। খবর পাঠানো হয় রাধাকিশোরপুর থানায়। পুলিশ এসে পচাগলা শিশুর মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। কে বা কারা শিশুর মৃতদেহটি পলিথিনের মধ্যে প্যাকেট করে ফেলে গেছে তা অবশ্য জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে তথাকথিত সভ্য সমাজের কলঙ্ক ঢাকতেই এ ধরনের কাণ্ড সংগঠিত হয়েছে।

কৃষিতে স্বয়ম্ভর লক্ষ্য হলেও জলসেচের অভাবে ফসল উৎপাদনে ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ সেপ্টেম্বর ।। রাজ্য সরকার রাজ্যকে কৃষিতে স্বয়ম্ভর ত্রিপুরা গড়ে তোলার দিশা নিয়ে কাজ শুরু করেছে। কৃষিকাজে জলসেচ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেচের সুযোগ না পেলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন স্থানে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো তেলিয়ামুড়া কৃষি মহকুমার চাকমাঘাট সংলগ্ন মগবাড়ি এলাকার সেচের জন্য পাম্প মেশিন থাকলেও পাম্প অপারেটারদের বদান্যতায় সেচের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে কৃষি জমি। তাতে ক্ষোভে ফুঁসছেন কৃষকরা।

তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাট সংলগ্ন মগবাড়ির পাম্প অপারেটার সঞ্চিত দাস ও সর্বং জমাতিয়ার বিরুদ্ধে কর্তব্য পালনে গাফিলতির গুরুতর অভিযোগ করেছেন স্থানীয় কৃষকরা। ওই দুই পাম্প অপারেটার পাম্প চালাতে আসে না। ফলে সেচের অভাবে কৃষকদের কৃষি উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। স্থানীয় কৃষকরা জানান, বিষয়টি লিখিতভাবে দপ্তরকে জানানো হয়েছে। তারপরও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। এখানে দু'জন পাম্প অপারেটার নিযুক্ত থাকলেও তারা সময়মতো পাম্প চালাতে আসে না। অথচ তারা ঠিকমতো কাজ না করেই মাসমাইনে গুণে নিচ্ছে।

তাদের বিরুদ্ধে কৃষকদের আরও অভিযোগ, কখনও পাম্প চালাতে আসলেও তারা মদমত্ত অবস্থায় থাকে। কৃষকদের কাছেও নেশার যোগান দিতে টাকা পয়সা দাবি করে পাম্প অপারেটররা। তারা নিজেদেরকে শাসক দলের অনুগত দাবি করেই এসব বে-আইনি কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে বলেও কৃষকদের অভিযোগ। জলসেচের অভাবে কৃষকদের কৃষি উৎপাদন এবছর মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে বলেও অভিযোগ। অবিলম্বে মগ পাড়ায় পাম্প মেশিন কৃষকদের চাহিদা অনুসারে নিয়মিত চালানোর দাবি জানিয়েছেন কৃষকরা। এজন্য দপ্তরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যও দাবি জানানো হয়েছে। অন্যথায়, কৃষি প্রধান এলাকা মগবাড়ির কৃষকরা আরও মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে বাধ্য হবেন বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দকে নিজেদের আকাশসীমা ব্যবহার করতে দেবে না পাকিস্তান

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের বিমানকে নিজেদের আকাশসীমা ব্যবহার করতে দিল না পাকিস্তান। ফলে নতুন করে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।
জানা গিয়েছে সোমবার আইসল্যান্ড, সুইটজারল্যান্ড, স্লোভানিয়া সফরের জন্য দিল্লিতে থেকে রওনা দেবেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দকে নিজেদের আকাশসীমা ব্যবহার করতে দিতে অস্বীকার করেছে পাকিস্তান। সে দেশের বিদেশমন্ত্রী শাহ মেহমুদ কুরেশি এ তথ্য জানিয়েছেন। কুরেশি পাকিস্তানের সরকারি টিভি চ্যানেল পিটিভির কাছে এক বিবৃতিতে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান কাশ্মীরের পরিস্থিতি বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করেছেন। তিনি বলেছেন যে ভারত কাশ্মীরের লোকদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে, বিষয়টি তিনি রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে উত্থাপন করবেন।
ভারত জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি করার পরে পাকিস্তান কোনও না কোনও অজুহাত দিয়ে কাশ্মীরের বিষয়টি ক্রমাগত উত্থাপন করে আসছে। পাকিস্তান সারা বিশ্বের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছে এবং আন্তর্জাতিক ফোরামে বিষয়টি উত্থাপনের চেষ্টা করছে। তবে নিজেদের প্রচেষ্টা সফল হয়নি সেই দেশ। এর

ছয়ের পাতায় দেখুন

শিবসাগরে সেনাবাহিনীর কনভয়-বাইক মুখোমুখি হত এক, উত্তেজনা

শিবসাগর (অসম), ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : উজান অসমের শিবসাগরে সেনাবাহিনীর কনভয়ের সঙ্গে এক মটর বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে জনৈক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। পুলিশি হস্তক্ষেপে অবশ্য পরিস্থিতি শান্ত হয়।
ঘটনা শনিবার বেলা প্রায় ১-টা নাগাদ শিবসাগরের ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে সংঘটিত হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, জাতীয় সড়ক দিয়ে দুরন্ত গতিতে মটর সাইকেলে যাচ্ছিলেন এক ব্যক্তি। কিন্তু ভারত পেট্রোলিয়ামের সামনে সেনাবাহিনীর একটি গাড়ির সঙ্গে তার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।